একাদশ অবতার

বা

পঞ্চানন্দ মঙ্গল।

শ্রীমহাকবি ধূর্জ্জটি প্রণীত।

———"কাকোদর সদা
নম্রশির; কিন্তু তারে প্রহারয়ে যদি
কেহ, ঊর্দ্ধফণা ফণী দংশে প্রহারকে;
কে, কহ, এ কাল অগ্নি জ্বালিল এ দেশে?"

মেঘনাদবধ।

১২৯৩

উপহার।

পঞ্চানন্দ,

একাদশ অবতার তোমার, এবং তুমি একাদশ অবতারের উপযুক্ত; সেই জন্য ইহা তোমাকেই অর্পণ করিলাম।

ধূর্জ্জটি।

একাদশ অবতার।

প্রস্তাবনা।

দুর্দ্দান্ত ব্রাহ্মের দল দৈব-বলে বলী,
যুঝি কলিরাজ সনে ঘোরতর রণে
অস্থিরিলা যবে তাঁয় ; ভয়ে ভঙ্গ দিয়া
পলাইলা কলিদেব-অনুচর যত ;
টলিল আসন তাঁর ঘন থর থরি ;
কি চেষ্টা করিলা তবে কলিরাজ পুন,
উদ্ধারিতে নিজরাজ্য ; কহ বীণাপাণি !
আশার ছলনে মুগ্ধ, অতি মন্দমতি
আমি, ডাকি তোমায় সভয়ে শ্বেতভুজে
ভারতি, কহ হে দেবি অমৃতভাষিণি,
কোন্ বীরবরে বরি সেনাপতি পদে
পাঠাইলা রণে তবে কলি মহামতি,—
হিন্দুর ভরসা আশা। কহ কি কৌশলে

কোন্ অস্ত্রে কোন্ কৃতী কেমনে নাশিয়া
ধর্ম্মের সংগ্রামে হায় পাপ ব্রাহ্মাস্থরে
রক্ষিলা কলির রাজ্য। কহ দয়াময়ি,
কেমনে নিরয়পুর অন্ধকার করি
হইলেন অবতীর্ণ কলিটোলা ধামে
কলির দেবতাগণ, কেমনে বা নাশি
ব্রাহ্মরূপ দৈত্যদলে, হিন্দুর ধরম,
করিলেন রক্ষা সবে;—তীক্ষ্ণ অস্ত্রাঘাতে
(অব্যর্থ ভাষার অস্ত্র) খেদায়ে কেমনে
ব্রাহ্মদংশগণে হায়, গাভী রূপে স্থিতা
রক্ষিলা হিন্দুর ধর্ম্ম—কালের গতিতে
সম্প্রতি ত্রিপাদ-ভগ্ন। কেমনে বা শুনি,
ঘৃণিত বাঙ্গলিকুলে জন্মিলেন আসি
একাদশ অবতার; কহ দয়াময়ি,
পাঞ্চানন্দ রূপ অস্ত্রে কেমনে বা তিনি
বিনাশিয়া মহাহবে ব্রাহ্মাসুরগণে,
নিঃশঙ্ক করিলা যত হিন্দু ধুরন্ধরে।

বড় সাধ ছিল গো মা, ছেলে বেলা হ'তে
হইবারে "এডিটার"; কিন্তু সে সম্মান,
অনেক ভাগ্যের কথা জেনেছি এখন,
সবার অদৃষ্টে তাহা ঘটিবার নয়।
হায় মা, কি হেন পুণ্য আছে এ দাসের

হব যে মা এডিটার? শুনিয়াছি নাকি
কঠোর তপস্যা নর করি যুগে যুগে,
অনলে, নিদাঘে, শীতে, বরষার জলে,
হেট মুণ্ডে, উর্দ্ধকরে পঞ্চতপা করি,
করে এ সম্মান লাভ। শুনি নাকি শুধু,
দু এক জনার(ই) ভাগ্যে ঘটে স্বল্পায়াসে
এ সম্মান; হায় দেবি, পূর্ব্বপুণ্য-ফলে
পায় নাকি ভাগ্যগুণে, নিজ গর্ভে তারা
সে পবিত্র বারিবিন্দু, যার পরশনে
জনমে মুকুতা আহা শুকতা-উদরে।

ঘটিবে না সে সম্মান, হতভাগ্য আমি
আমার অদৃষ্টে হায়; কীর্ত্তিলাভ তরে
কাজেই স্বতন্ত্র চেষ্টা হইল করিতে।
কিবা করি? লিখি তবে মহাকাব্য এক;
ব্যাস, বাল্মীকির সম তাহলে জগতে
অনন্ত প্রতিষ্ঠা মোর রবে চিরদিন।
যত দিন চন্দ্র, সূর্য্য উদিবে আকাশে,
যতদিন রবে ভবে মানব সঞ্চার,
হিমাদ্রি, জাহ্নবী, সিন্ধু রবে যত দিন,
ততদিন ভাবে-মুগ্ধ বঙ্গবাসী নর,
ভাবিবে এ কাব্য মোর অমৃত সমান,
কলিদেব-কীর্ত্তিকথা বিচিত্র আখ্যান।

ভাগ্যগুণে, কিম্বা দেবি তব আশীর্ব্বাদে,
জুটেছে আমার(ই) মত প্রকাশক এক,
বড় গুণবান্ তিনি। বাঙ্গালা ভাষার
অসীম দখল তাঁর। পাই শুনিবারে,
কেটে তিনি যোড়া নাকি পারেন দিইতে
ভাষার আটাতে শুধু। এমন(ই) ক্ষমতা,
সত্যেরে সাজান দিয়া মিথ্যা অলঙ্কার,
মিথ্যারে করেন সত্য লেখনীর জোরে!
ভাষার কি কব কথা? ব্যাকরণে জ্ঞান,
পূর্ণমাত্রা; অভিধানে আহা ততোঽধিক;
স্ত্রীলিঙ্গ পুংলিঙ্গ সম। লিখেন বা কত
কর্ত্তা-হীন ক্রিয়া, আহা কর্ত্তা ক্রিয়া-হীন,
গদ্য পদ্য সমভাব। কি বলিব দেবি,
অধিক কি, দৈব দোষে কোন দিন যদি
দোকানের চিঠিখানি হয় লিখিবারে,
(থাকুক যুদ্ধের কথা) তা হলেও হায়,
সুদীর্ঘ সমাস, সন্ধি প্রগাঢ় ভীষণ,
বসেন প্রয়োগ করি। বিদ্যা চমৎকার!
লিখেন সে চিঠী মাঝে "অনন্ত গম্ভীর
ইরম্মদময় বজ্র", "শাদ্বল কান্তার,"
"প্রফুল্ল ফেণিল কুঞ্জ", "ফুল্ল প্রবাহিনী"
আরও কত শত কথা, নাটকে নভেলে

পড়েছেন যেখানে যা। হায় ভাগ্যগুণে
বড় সুপ্রসন্ন তিনি আমার উপর,
বলেছেন আশ্বাসিয়া ছাপাবার আগে
শ্রীকর কমলে হায়, লিখিবেন নিজে
সর্ব্বৌষধি মহামন্ত্র হেন বিজ্ঞাপন,
হয় নাই, হবে না যা, ভাষার জগতে।
অন্তরযামিনি দেবি জানিছ সকল(ই);
তবু শ্রীচরণে হায় দিব উপহার,
নমুনার ছলে সেই বিজ্ঞাপন হ'তে
দুচারিটি কথা মাত্র। ক্ষমিও দাসেরে
বলিতেছি ঢের দেবি, কবিত্ব-তাড়নে॥

বিজ্ঞাপন।

"হে মানব, হেরিবারে সাধ থাকে যদি
স্বর্গ, মর্ত্ত্য এক ঠাঁই; বসন্তের ফুল,
নিদাঘ তপন, কিম্বা শারদ চন্দ্রমা,
চাও যদি দেখিবারে; বাসনা যদ্যপি
দেখিতে হিমাদ্রি-শৃঙ্গ তুষার-মণ্ডিত,
অথবা কৌমুদী-দীপ্ত সুনীল সাগর;
পড় এই মহাকাব্য। পাইবে দেখিতে

নায়াগ্রা-প্রপাত ইথে, ভীষণ সাহারা,
কোথা বা মন্দার তরু ফুটি শত শত
ঢালিছে সৌরভ রাশি। কত মন্দাকিনী,
গাহি মৃদু কল গীত, ধাইছে নিয়ত ;
বহিছে মলয় বায়ু। আবার কোথাও
দেখিবে অদ্ভুত দৃশ্য—কলিরাজ সভা,
শোভিত নিরয়পুরে। শুনিবে সেথানে
বিধবার দীর্ঘশ্বাস, সতীর রোদন,
জননীর আর্ত্তনাদ। কর্ম্মনাশা তীরে,
নিরখিবে শনৈশ্চরে ;—বেহ্মচর্য্য দেবে,
বর্ব্বটে, মণ্ডালে, সিধু, নিধু রসরাজে,
রাজ-মন্ত্রাগার মাঝে। জুড়াবে নয়ন,
হেরি পঞ্চানন্দ দেবে দামোদর কূলে
বিরাজিত চারু বেশে। পুণ্য ভণ্ডাশ্রমে,
রাজ পুরোহিত কচে পাইবে দেখিতে।
ধন্য হবে নরজন্ম, নিরখি নয়নে
পঞ্চানন্দ অভিষেক ; জুড়াবে শ্রবণ,
সমর ঘোষণা শুনি। নরজন্মে কভু
হেরে নাই কেহ যাহা, পাবে তা দেখিতে
মানস-প্রদেশ মাঝে। হেরিবে সেথায়
অনন্ত বাহিনী চিন্তা, শান্তি-সরোবর,
জ্ঞান-মহাশৈল আদি। দেখিবে নয়নে

চূর্ণিত বিবেক মূর্ত্তি ভীম গদাঘাতে।
হেরিবে অদ্ভুত যুদ্ধ, ধাঁধিবে নয়ন
পাঞ্চানন্দ অস্ত্রালোকে। মানিবে বিস্ময়,
দেবের সমর-প্রথা নিরখি নয়নে।
রুদ্ধ হবে শ্রুতিপথ শুনিয়া শ্রবণে
অস্ত্র-বিধূনন-শব্দ। দেখিবে কেমনে
কলিরাজ স্কন্ধে চড়ি পঞ্চানন্দ দেব
বধিছেন ব্রাহ্মদলে। পূর্ণ হবে আশা
নিরখি সমাধি-গ্রস্ত পাপ ব্রাহ্মদলে।
কি কব অধিক আর, মর্ত্ত্যবাসী হ'য়ে,
স্বরগের কথা যদি চাও শুনিবারে,
পড় এই মহাকাব্য; তা হলে নিশ্চয়
পান করি ভাবামৃত, লভি অমরতা,
রহিবে অনন্তকাল অমর নিবাসে।
কোন্ দেশে কোন্ কাব্য আছে বা এমন?
রামায়ণ অনুবাদ, শ্রীমহাভারত,
তাও তাই; কহ শুনি, মোর কাব্য সম
অতুল মৌলিক কাব্য ভাষার ভাণ্ডারে
আছে কি কোথাও আর? আকাশ কুসুম
নহে ইহা; পূর্ণ শুধু খাঁটি সত্য স্বর্ণে।
কিন্তু হায় পড়িবে কি অধম বাঙ্গালি
এই রসময় কাব্য? ভার্জ্জিল, মিল্টন,

মস্তিষ্ক বিকৃত হায় করেছে তাদের;
শিক্ষার বিভ্রাট-গ্রস্ত হইয়াছে তারা;
কলুষিত মনোবৃত্তি ব্রাহ্ম-উপদেশে,
পড়িবে এ গ্রন্থ কেন? না পড়ুক্, তাহে
ক্ষতি নাই; কিনুক্ না, এই মাত্র চাই।
কল্পতরু গ্রন্থ মোর নব রসধাম,
কিনিলেই লোক হবে পূর্ণ মনস্কাম।"

দেখিলে ত বিজ্ঞাপন কমলবাসিনি,
মন্দ কি হয়েছে দেবি? কিবা বোধ হয়,
ভুলিবে না স্বল্পবুদ্ধি বাঙ্গালির জাতি,
হেন বিজ্ঞাপন-গুণে? অবশ্য ভুলিবে।
আরও গূঢ় কথা আছে;—কহিব বিবরি,
তা হলে, নিশ্চয় তুমি পারিবে বুঝিতে,
কি মহাপুরুষ আমি। আছে মনে সাধ,
কাজ করি কিছুদিন সাধারণী প্রেসে
না জানায়ে সম্পাদকে, নিজের গ্রন্থের
লিখিব প্রশংসা কিছু। বুঝিলে সুযোগ,
অমনি দলিল রূপে উদ্ধারিয়া তায়,
ভুলাইব বাক্য-মুগ্ধ বাঙ্গালীর দলে;
কেবা কার লয় খোঁজ? বুঝিয়াছি সার,
কাবাই লিখিব তবে। নহি এ কার্য্যের
অযোগ্য কিছুতে আমি। পড়িয়াছি দেবি,

রামায়ণ, ইলিয়াড, ওষ্ঠ-অগ্রে আছে,
ব্যাস, দান্তে, কালিদাস, ভার্জ্জিল, মিল্টন,
আরও কত ছোট বড় স্বদেশী বিদেশী।
পড়িয়াছি ঘনরাম সবুজ-মলাট,
দীর্ঘ, প্রস্থ, বেধ লয়ে মোটের উপর
নবতি-দু'ইঞ্চি ঘন। আকৃতিতে ছোট,
রয়েছে কবিতারূপে কিন্তু যার মাঝে,
জগতের যত জ্ঞান, হইয়া ঠাসিত।
কাব্যই লিখিব তবে করিলাম স্থির।
আশা আছে, সবা হ'তে কিছু কিছু করি
চুরি করি, লিখিব গো হেন কাব্য এক,
হয় নাই কভু যাহা, মরত ভুবনে।
কিন্তু ভয় হয় দেবি, কি জানি কি ঘটে,
দুষ্ট লোকে শত্রু মোর; ছুতো নতা লয়ে
করে টানাটানি সদা; কি জানি যদ্যপি
চোর বলি ধরাইয়া পুলিসের হাতে
দেয় মোরে, তা হলে ত বিষম বিভ্রাট।
অথবা সে ভয় কেন? লিখিব এমনি,
কে পারিবে জানিবারে? জিজ্ঞাসিলে কেহ,
বলিব চাপড়ি বুক, মালসাট মারি,
"প্যারালাল" পদ মাত্র। মুখের জোরেতে
দিব সব উড়াইয়া। জানইত তুমি,

কে কোথা হেরেছে যার আছে গলাবাজী ?
বুঝিয়াছি ভয় নাই চুরির কারণে।
চুরিতে যদ্যপি কিছু হইত মা কভু,
তা হলে ত, এতদিনে কত এডিটার,
বিলাতের পত্র ছাপি পচিতেন জেলে,
ঘানি গাছ টানি, কিম্বা গোধূম চূর্ণিয়া
জলধর শ্যাম তনু করিতেন ক্ষয়।
চুরিতে যে পাপ নাই, তাও জানি ভাল,
তা না হলে "নবপ্রাণে" পাণ্ডাকুল রাজা,
হিন্দু-ধর্ম্ম প্রচারক স্বয়ম্ভু সুমতি,
"গল্প নয়" বলি কেন ছাপিবেন হায়,
হে ডিকেন্স মহামতি, "বজ্" হতে তব
চোরিত অমূল্য রত্ন, বাহাদুরী আশে,
বাড়াতে হিন্দুর গর্ব্ব, খর্ব্বিতে ব্রাহ্মেরে।
চুরিই করিনু স্থির ; কে জানিবে হায়,
ডুব্ দিয়া খেলে জল, শিব (ও) ত জানে না,
তবে কে জানিবে আর? অপরের কথা
থাক্ দূরে, তুমি যদি অন্তরযামিনী
না হইতে, তা হলে কি তোমারেও দেবি,
কহিতাম এ সকল ? কি বলিব তুমি
জানিছ মনের কথা, তাইত তোমারে
কাজেই কহিতে হ'ল। উর দয়াময়ি,

উর তবে ; লিখিব মা, বীররসে মাতি
মহাগীত, উরি দাসে দেহ পদছায়া।
তুমিও আইস দেবি, তুমি মধুকরী
কল্পনা, বড়ই স্নেহ তব মোর প্রতি
তেঁই তোমা ডাকি দেবি! তোমার পরশে
শুনেছি চন্দনশোভা ধরে শাকোটক,
তব অনুগ্রহ যদি থাকে মোর প্রতি,
তা হলে কি ভয় কারে? কত কি লিখিব,
মুগ্ধ হবে বঙ্গবাসী। এস তবে দেবী
কল্পনা, এ শুষ্ক চিত্তফুল-মধু লয়ে
রচ মধুচক্র, যাহে গুণগ্রাহী জন,
আনন্দে করিবে পান সুধা নিরবধি।

ইতি শ্রীমহাকবিধূর্জ্জটিকৃতৌ একাদশঅবতারে
মহাকাব্যে প্রস্তাবনা নাম গ্রন্থারম্ভঃ।

প্রথম সর্গ।

হাসে নিশা তমোময়ী নিরয়নগরে
অন্ধকারময় দেশ। ব্রাহ্ম অত্যাচার
ঘিরিয়াছে নভস্থল,—কাল মেঘসম ;—
খেলিছে চপলা তায় ; নহে ক্ষণপ্রভা,
ব্রাহ্মের বিকট হাসি, সৌদামিনী রূপে
চমকে সে মেঘমাঝে। কড় মড় নাদে
ছুটিছে অশনি বেগে ; প্রতিধ্বনি তার
পূরিছে গম্ভীর রবে নিরয়নগর।
'সে ঘোর ঘর্ঘর শব্দে কাঁপিছে অবনী,
দ্বিগুণ ভীষণতরা হতেছে মেদিনী।'
অপূর্ব্ব ভীষণ দৃশ্য ! নহি কবি আমি
রহিল বড়ই ক্ষোভ ; না পারিনু হায়,
তুলনিতে এ জগতে আর কার সনে
এহেন সুন্দর ছবি। কিন্তু কার সনে
করিব তুলনা কার ? হয় কি সমান
শশধর সনে দীপ ? সিন্ধু সনে কূপ ?

কল্পনা থাকিত যদি, কবিত্ব তেমন,
কহিতাম তা হইলে "রূপকে দীপকে"
ঘিরেছে নিরয়পুর কালনিশীথিনী,
ব্রাহ্মের শ্মশ্রুল মুখ মেঘমালা সম,
সুরসুন্দরীর রূপে শোভে তার মাঝে
ব্রাহ্মের বিকটহাসি ; অশ্রু বারি-ধারা ;
নিশ্বাস প্রবল বায়ু ; নহে বজ্রনাদ,
দন্তের ঘর্ষণ শব্দ ;—জনমে যা হায়
যবে অনাচারী কোন ব্রাহ্ম পাপমতি,
বিহগকুলের রাজা শিখীবংশধর,
চিবায় হে তাম্রচূড়, অস্থি খণ্ড তব।

ব্রাহ্মের পাশবাচার নিরখি নয়নে,
পবিত্র নয়নে আহা ছানি পড়ে পাছে,
সেই ভয়ে তারারাজি, মুদিয়া নয়ন,
চাহিতেছে মিটি মিটি। মনস্তাপে যেন
কাঁদিছে নিরয়পুর ; দর দর ধারে
পড়িছে নয়ন জল, বারিধারা ছলে।
নিস্তব্ধ ঝিল্লীর কুল ; নিশাচর যত
তারাও নীরব সবে। পাপ ব্রাহ্ম ভয়ে
জননীর কোলে শিশু উঠিছে চমকি ;
সুখের শয্যায় শুয়ে শান্তি নাহি মনে
দেখিছে দুঃস্বপ্ন কত, প্রণয়ি-যুগল ;

পতি প্রাণ ভয়ে, সতী সতীত্ব কারণ,
ভাবিছে অনন্য মনে। ভাবিছেন রাজা
পাছে ব্রাহ্মবীর কেহ, আসি বাহুবলে
কাড়ি লয় রাজ্য তাঁর। ভাবিছে ভিক্ষুক,
ভিক্ষালব্ধ ধনে তার ব্রাহ্ম দুরাচার,
চাঁদা কিছু ধরে পাছে। নগরবাসিনী
কলিদেব-প্রিয়া যত অপ্সরা সুন্দরী,
ভাবিছেন ম্লান-মুখে ; "পবিত্রতা সভা"
গঠিতেছে ব্রাহ্মদল কি হবে উপায় !
সৃষ্টি বুঝি হয় লোপ। অস্থির জগৎ,
কাঁপিছে নিরয়পুর ঘন ভূকম্পনে ;
অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, অত্যাসন্ন রাজা,
সব যেন একত্রেতে মিলি সযতনে,
ব্রাহ্মের পাশবাচার প্রতিবিধিৎসিতে
করিয়াছে পরামর্শ। কি হবে উপায় ;
নিদ্রাদেবী ছাড়ি যেন নিরয়নগর,
পাপ ব্রাহ্ম ভয়ে চলি গেছে দেশান্তর।

অন্ধকারময় দেশ ! সে দেশের মাঝে
উঠেছে অনন্ত নীল ভেদিয়া আকাশ,
কলিরাজ রাজগৃহ। মনোহরাপুরী,
নিরয়নগর শোভা। গাঢ় অন্ধকারে
ঢাকিয়াছে রাজহর্ম্ম্য ; হর্ম্ম্যবাসী যত

স্তম্ভিত চকিত সবে। হায় রে যেমতি
বায়ুরোগ-গ্রস্ত-জন; অথবা যেমন
নরহন্তা দুরাচার, নিত্য চমকিত,
বায়ুর স্বননে, কিম্বা পত্রের মর্ম্মরে,
ভাবে কে কোথায় আসে। ব্রাহ্ম দুরাচার,
কখন কি করে পাছে, সেই ভয়ে যেন
দুরু দুরু কাঁপে বুক। নিদ্রার আবেশে
ঢুলু ঢুলু আঁখি, তবু নগর প্রহরী
নীরবে নগর-পথে করিয়া ভ্রমণ,
আশ্বাসিছে মুহুর্মুহু সুগভীর স্বরে
ব্রাহ্মভয়ভীত যত পুরবাসী দলে,
"ভয় নাই" "ভয় নাই" "ভয় নাই" বলি।
পাপ ব্রাহ্মদের গতি কি হবে ভাবিয়া
নিস্তব্ধ নিরয়পুর। রাজপুরী মাঝে
শোভিছে সুন্দর গৃহ। সে গৃহের মাঝে
কলিরাজ রাজসভা বিশাল বিস্তৃত,
—অর্দ্ধেক জগৎ যেন ব্যাপি আয়তনে—
রহিয়াছে প্রসারিত। চন্দ্রাতপ সম,
শোভে ঘোর দেশাচার, সভা-গৃহ'পরে,
নিবিড় তামস মাখা। রত্নরাজী সম,
শাস্ত্রের বিকৃত ব্যাখ্যা ঝলসিছে তায়,
শিল্পীগুণে সমুজ্জ্বল,। চন্দ্রাতপ তলে

সহস্র সহস্র স্তম্ভ দাঁড়ায়ে গৌরবে,
ধরেছে মস্তকে তায় ; কোনটিবা তার
ঋষি মূর্ত্তি, রাজমূর্ত্তি, বিপ্রমূর্ত্তি কার (ও)।
কলিরাজ হাসি-রাশি, ক্ষণপ্রভা সম
উজলিছে সভাতল। সঙ্গীত লহরী,
উথলিছে চারিদিকে। উঠিছে বা কোথা,
পতিহীনা বালিকার করুণ রোদন,
ভ্রূণের অস্ফুট স্বর। কোথা বা কাতরে
কাঁদিছে বালিকা মাতা প্রসব-ব্যথায়
কণ্ঠাগত প্রায়-প্রাণ ; প্রসবিয়া সুত,
জীর্ণ-শীর্ণ-ক্ষীণ তনু। কোথা বা জননী,
পানাসক্ত তনয়ের অকাল মরণে
কাঁদিছেন উচ্চরবে। ঘোর হাহাকার,
অস্ফুট রোদন শব্দ, যাতনার স্বর,
একত্র মিলিয়া সব একতানে যেন
ঢালিছে সুধার ধারা শ্রবণ বিবরে!
হৃষ্ট কলিরাজ! মৃদু মলয়ের ছলে
বিধবার দীর্ঘশ্বাস, পতিপ্রেম হীনা
কুলীন বালার ঘন উত্তপ্ত নিশ্বাস,
বহিছে সে সভাতলে। সভাসদ যত
সে সঙ্গীতে, সে সুস্নিগ্ধ সমীর সেবনে,
বিমোহিত প্রায় সবে! নয়ন মুদিয়া

ভাবিছেন ব্রাহ্মদের কলুষ-আচার।
বিস্তীর্ণ কলির সভা! ক্ষুদ্র নর আমি,
কেমনে বর্ণিব তায়? কে পারে বর্ণিতে,
কত যে অদ্ভুত কীর্ত্তি রহেছে সেখানে,
নরচক্ষু অগোচর? পার্থিব প্রাসাদে,
আলেখ্যে, মূর্ত্তিতে, নর হেরে যা নয়নে
মূর্ত্তিমান সেথা সব। কোথা সভাতলে,
অনূঢ়া-যুবতী এক, মালা লয়ে করে
বরিতেছে বৃদ্ধ বরে! ভাবি পরিণাম,
বহিছে নয়ন জল; উদাস নয়নে
হেরিছে পিতার পানে; পারেনা বলিতে
কি যে অন্তর্দ্দাহ তার। কোথাও জননী
এড়াইতে তনয়ার বিবাহের দায়,
গরল মাখায়ে স্তনে, কুমারীর মুখে
দিতেছেন স্নেহে তুলি! কোথাও যুবক,
উন্মত্ত মদিরা পানে, পাপ তৃষানলে
আহুতি স্বরূপে প্রাণ করিছে অর্পণ,
পূজিবারে কলিদেবে। ঝুলিতেছে তার
ফাঁসিতে গতাসু দেহ; দাঁড়াইয়া পাশে
জনক, জননী, তার প্রাণ প্রাণয়িনী,—
চাহি মৃত মুখ পানে কাঁদিছে নীরবে।
নাচিছে নর্ত্তকী কোথা, কোথা বা গণিকা,

অবশা মদিরা পানে, হাব ভাব সনে
গাইছে শাস্ত্রীয় গীত ; সভাসদ যত
মুগ্ধ সে সঙ্গীত শুনি ! কোথা সাধু কোন
মদ্য, মাংস হোমকুণ্ডে অর্পি সযতনে
হাসিছেন অট্টহাসে ! কোথাও বা হায়,—
নব-বিবাহিত-পিতা তনয়ারে তাঁর,
—বিষাদে মলিনা বালা বৈধব্য-দশায়—
কহিছেন স্নেহভরে ; "—কি কায মা তোর,
তারকা কুন্তলা মহী তোর(ই)ত মা সব,
কাজ কি বিবাহে তবে ? থাক্ বৎসে তুই,
অখিল ব্রাহ্মাণ্ড লয়ে ;—পাপ কলিযুগে
ব্রহ্মচর্য্য বিধবার ব্রতই কেবল।"

কত কি বর্ণিবে কবি ? কলহ, চীৎকার,
আনন্দ-বিষাদ-রব, নৃত্য, গীতধ্বনি,
একত্রে মিলিয়া সব, এক তান গানে
পূরিতেছে দশ দিক ! থাকিয়া থাকিয়া
পূত সোমরস গন্ধ বহিছে চৌদিকে।
তাম্রচূড় মাংস, কোথা শ্মশ্রুল পাচক
শাস্ত্রীয় বিধানে মরি জ্বালি হোমানল,
করিছেন অৰ্দ্ধপক্ক ! মৃদু সমীরণ
বহিছে সৌরভ তার কলিদেব পাশে,
পুলকিত কলিরাজ ; প্রসারি নাসিকা

তুলিছেন মুহুর্মুহু সুরভি উদ্গার।
অপূর্ব্ব কলির সভা! চুরি, দাগাবাজী,
মিথ্যা, প্রবঞ্চনা, জাল, ঘুষ, ব্রাণিকারী,
মূর্ত্তিমান সবে সেথা। পূজি কলিদেবে,
কহিছে তারাও যেন মিলি সমস্বরে,—
"ব্রাহ্ম অত্যাচারে ধরা করে টলমল,
রক্ষ কলিদেব, নয় যায় রসাতল।"
কত কি বর্ণিব আর? ক্ষুদ্র নর আমি,
সহজে দুর্ব্বলমতি; অবশ লেখনী—
পারে না লিখিতে আর। কার সনে তবে
এ সভার তুলা দিব? বাল্মীকির মত
থাকিত কবিত্ব যদি, কহিতাম তবে
'সে সভাই সে সভার তুলনা কেবল।'
জগতে অতুল সভা; তুলনা তাহার,
হে মিল্টন মহামতি, তোমার বর্ণিত
সেই অপরূপ সভা; গড়িলা যা হায়,
সুনিপুণ দেব শিল্পী 'পাণ্ডিমোনিয়মে,'
তুষিতে সেটান দেবে; কলি অবতার;
যবে অবতরি তিনি, আরও একবার
রক্ষে ছিলা সত্যধর্ম্ম, দণ্ডিয়া পাপীরে।
কিছার ইহার কাছে হে সুগ্রীব বীর,
অপরূপ সভা তব কিষ্কিন্ধ্যা নগরে,

বিরাজিত যথা নল, নীল মহাবীর,
শ্রীগয়, গবাক্ষ, গন্ধমাদন প্রভৃতি।

ইতি শ্রীমহাকবি ধূর্জ্জটিকৃতৌ একাদশঅবতারে
মহাকাব্যে সভাবর্ণনং নাম প্রথমঃ সর্গঃ।

দ্বিতীয় সর্গ।

বসিয়া গম্ভীর ভাবে রাজসভা মাঝে
যুগ-কুল-পতি দেব। ঘিরি নৃপবরে
শত শত পাত্র, মিত্র, সভাসদ জন,
বসিয়াছে চারি দিকে। সভাজন যত,
নানা বেশধারী, আহা নানা দেশাগত;
নদে, বর্দ্ধমান, রাঢ়, চুঁচুড়া, বাঁকুড়া,
আরও কত শত দেশী। কি কহিবে কবি,
গুণধর, যশোধর, বিদ্যাধর কত,
বসিয়া সে সভাতলে। কত রূপধারী;—
কেহ কৃষ্ণ, কেহ পীত, কেহ বা পিঙ্গল,
জলধর শ্যাম তনু কোন মহামতি।
কার দোলাইত দাড়ী চিরুণী চালিত,
কারও আলবার্ট টেরি; ঝুলিছে পশ্চাতে
বৈজ্ঞানিক শিখা কার(ও); বাহিরিছে তায়
বৈদ্যুতিক তেজঃপুঞ্জ; আলোকিতে বুঝি
আঁধার জগৎ মরি। নানা দেশ হ'তে

গুণে, জ্ঞানে, ধর্ম্মে, যশে, ব্রহ্মচর্য্যে পুন,
গুণবান কত জন, মিলেছেন আসি,
সে পবিত্র সভাস্থলে। এ জগৎ যেন,
বাছিয়া বাছিয়া তার দিব্য রত্নগণে,
অর্পেছে হে কলিদেব, তব পদতলে ;
ধর্ম্মের আশ্রয় তুমি, মোক্ষের সদন।
বিরাজিত কলিরাজ রাজসিংহাসনে,
চারু রাজছত্র শিরে। রাজ পুরোহিত,
বৃহস্পতি পুত্র কচ বসিয়া সম্মুখে—
লভেছিলা যিনি হায় শুক্রাচার্য্যে পূজি
মৃত সঞ্জীবন মন্ত্র। সিংহাসন তলে
দাঁড়াইয়া শনৈশ্চর বিশাল শরীর,
আকার সদৃশ প্রাজ্ঞ ; মন্ত্রিবর তিনি।
নত ভাবে রাজদূত বর্ব্বট সুমতি,
দাঁড়াইয়া সভাতলে। মর্ত্ত্যের বারতা,
চর্চ্চিবারে যাঁহে হায় ছিলা পাঠাইয়া
কলিরাজ, রাজ কার্য্যে সদা অনুরাগী।
আনন্দ প্রফুল্লমুখ যুগ-কুলপতি ;
ফুটিছে মধুর হাসি সুচারু অধরে,
প্রসারিছে বিম্বাধর। সভাজন যত,
রাজ-সুখে সুখী সবে। কতক্ষণ পরে
কহিলেন কলিদেব, সম্বোধিয়া দূতে ;—

"রে বর্ব্বট, জানিবারে মর্ত্তের বারতা,
পাঠাইয়াছিনু তোরে; কি দেখিলি সেথা,
বল্ মোরে। রাজ্যে মোর কুশল ত এবে?
সুধা ব্যবসায়ী মোর প্রজাগণ যত
তারাত কুশলে আছে? ব্রহ্মচর্য্য নামে
আমার আদেশ, যত হিন্দুর বিধবা
পালিছেত সযতনে? বল্‌রে বর্ব্বট,
প্রতিনিধি যত মোর প্রচারকগণ,
তারাত আছেরে ভাল? আমার আদেশ
পালিছেত সযতনে? রাজদ্রোহী কেহ
নাইত রাজ্যেতে মোর? বল্ মোরে শুনি,
নরহত্যা, ব্যভিচার, সুরাপান আদি,
হ'তেছে ত শাস্ত্রমতে? প্রজাগণ মোর
কি বলে আমার কথা? ভণ্ডজন কেহ,
করে কি অখ্যাতি মোর? বল্‌রে বর্ব্বট,
মদ্যে, মাংসে এতদিন পালিনু যে তোরে
বল্ তবে, বল্ মোর রাজ্যের কুশল।"

প্রণমি যুগেশপদে কৃতাঞ্জলি পুটে
আরম্ভিলা রাজদূত। "কি আর কহিব,
মর্ত্ত্যের বারতা দেব, শুনিবে বা তুমি?
উঠিয়াছে রাজ্যে তব ব্রাহ্মনামে এক
অদ্ভুত আকার-জীব;—দ্বিপদ, দ্বিভুজ,

নরের আকার সব, লাঙ্গুল বিহীন,
দীর্ঘ-শ্মশ্রু-গুম্ফ-যুক্ত। তাদের ব্যভারে
লণ্ডভণ্ড রাজ্য তব চির শোভাময়।
বসুমতী আর দেব পারেনা বহিতে
পাপ ব্রাহ্মদের ভার; ভূমিকম্প ছলে
উঠিছে কাঁপিয়া ঘন। মুনি ঋষি যত,
তারাও অধীর সবে। নিজে ভাগীরথী
ডুবাইতে ব্রাহ্মনাম অতল সলিলে
উঠিছেন রোষে ফুলি। কি বলিব দেব,
কত যে ব্রাহ্মের কীর্ত্তি? মহাপাপিগণ
আর্য্যের নিষ্কাম ধর্ম্ম, সত্যের মহিমা
চায় ডুবাইতে সব। "পবিত্রতা সভা"
গঠিতেছে মজাইতে অপ্সরার দলে,
স্বভাবে সরলা তাঁরা। পাপ উপদেশে
সুশাস্ত্রীয় সোমরস—অধুনা যা হায়
সেরি, ব্রাণ্ডি, স্যাম্পেনাদি নানা নামে খ্যাত,—
করিতেছে অনাদৃত। ব্রাহ্ম মিসনারী,
মজাইতে সাধুজনে মায়াবীর বেশে
ভ্রমিতেছে দেশে দেশে। অব্যাহত গতি,
সুদূর মার্কিণ রাজ্যে, য়ুরোপে, জাপানে,
প্রচারিছে পাপধর্ম্ম। পূর্ণেন্দু সমান,
কত শিশুজন আহা ব্রাহ্মের কৌশলে

করিতেছে ধর্ম্মত্যাগ। নির্দ্দোষ প্রমোদ,
ভ্রূণহত্যা ব্যভিচার, রঙ্গ অভিনয়—
তাও তুলিবারে চায়। রুচি কুচি করি
মরেন অভাগাগণ। দেখেন কেবল,
কমলে, কুমুদে, চাঁদে, কোকিলে কুরুচি,
কি আর অধিক কথা? রাজপথ হ'তে
হাঁকে বেলফুল যদি, অমনি চমকি
উঠেন স্বরুচিদল; আচ্ছাদি শ্রবণ
বসেন নিভৃত স্থানে। কি আর অধিক
জ্বলে আজ বঙ্গদেশ ব্রাহ্ম পাপাচারে।
রাজা, প্রজা, নারী, নর, সমভাবে মিলি
করে হাহাকার সবে। কেনা জানে দেব,
কি দুর্দ্দশা ভারতের ইংরাজ শাসনে,
ঘটিতেছে দিনে দিনে। তাঁতি কর্ম্মকার,
কাঁদে সবে অন্নবিনা; ছিল মাত্র বাকী
রজক নাপিত দুই, হেন ভণ্ডদল,
এ দোঁহার (ও) ব্যবসায়ে চাহে বাধা দিতে।
কেহ বা গৈরিক পরে, কেহ শ্মশ্রু রাখে
কি হবে উপায় তবে? নির্লজ্জের দল,
উড়ান মৈত্রীর ধ্বজা; হা লজ্জা, হা ধিক্,
এই কি মৈত্রীর কার্য্য? এই বিশ্বপ্রেম?
কত কি বর্ণিব দেব, শতেক বৎসর,

শত মুখে বলি যদি ফুরাবে না কথা।
বরজে সজারু পশি বারুইর যথা
ছিন্ন ভিন্ন করে তারে; পাপ ব্রাহ্মদল
তেমনি এ রাজ্য তব পাপের আচারে
করিতেছে লণ্ড ভণ্ড। ভণ্ডহিন্দু যত,
মিলেছে তাদের সনে; বেদ অনুবাদ
করিবারে চায় কেহ; প্রায়শ্চিত্ত ব্রতে
যোগ দেয় কোন জন। উঠ তবে দেব,
বিনাশ এ দৈত্যদলে; নতুবা মজিবে
এ তব বিশাল রাজ্য ব্রাহ্ম পাপাচারে।
পবিত্র হিন্দুর ধর্ম্ম! পুণ্য ব্রহ্মচর্য্য!
না জানি কি পাপে হেন পবিত্র সমাজে,
অমল ধবল হেন মরালের কুলে
জন্মিল কলঙ্কী ক্রৌঞ্চ ব্রাহ্ম পাপমতি!
নীরবিলা রাজদূত। ক্রোধে মনস্তাপে
সুতপ্ত নিশ্বাস ছাড়ি,—অজগর যথা
যবে পুচ্ছদেশে কেহ প্রহারয়ে তারে,—
কহিলেন কলিরাজ। "কি বলিলি দূত,
নিষ্কণ্টক রাজ্যে মোর কণ্টক সমান
উঠিয়াছে ভণ্ডদল? তোর কথা শুনি,
ইচ্ছা করে এইদণ্ডে হংসপুচ্ছ ধরি,
চিরি ব্রাহ্মদের বুক, দুঃশাসন সম

পিয়ি তপ্ত রক্তধারা। জানে না কি তারা
কে আমি? কার এ রাজ্য? প্রজা হয়ে তারা
করে ব্যবহার হেন? শুনেনি কি কভু
কি দুর্দ্দশা নলরাজ ভুগেছিলা হায়—
বিবাদিয়া মোর সনে? ওরে ব্রাহ্মদল,
কি বলিব, না বলিয়া থাকি বা কেমনে,
হায়রে মূঢ় সে জন, শত ধিক্ তারে,
নিজের প্রশংসা কথা, নিজে যেনা বলে
বাখানিয়া শতগুণ। অতি সাধু আমি
ধর্ম্মনিষ্ঠ, তপোরত, পর উপকারী,—
নিত্য সত্যব্রতে ব্রতী; এই কি উচিত,
বিবাদ আমার(ই) সনে? প্রজা হয়ে শেষে
রাজভক্তি হলো এই? কিন্তু আর নয়,
করিব না ক্ষমা আর। দেখা'ব এবার
শিখাইব ভ্রাতৃভাব; বুঝিব কেমন
"সাম্য", "মৈত্রী," "স্বাধীনতা," "চুরি ধরে দেওয়া।"
কিন্তু বল্‌রে বর্ব্বট, এত দিন তুই
আছিলি ত মর্ত্তালোকে; রাজউপহার
কি আনিলি সেথা হ'তে? বলেছিলি তুই,
সাজাইতে সভা মোর, যেখানে যা পাবি,
আনিবি সুন্দর দেখি; কই সে সকল?"
নীরবিলা কলিদেব। মায়ামন্ত্রে যেন,

সহসা সে সভাতলে প্রচণ্ড আলোক,
উথলিল অকস্মাৎ। বিজ্ঞান কৌশলে
(দেবের বিজ্ঞান হায় অগোচর নরে)
নির্ম্মানিল দেবশিল্পী, চক্ষুর নিমেষে
কলিদেব রঙ্গভূমি। পাপ মর্ত্ত্যভূমে
অনুকৃতি মাত্র যার বিডন পল্লীতে
নক্ষত্র, জাতীয় আদি রঙ্গভূমি যত।
সে আলোকে সভাজন হেরিলা বিস্ময়ে
শোভিছে জাহ্নবীকূল বিশাল বিস্তৃত
শ্বেত বালুরাশিপূর্ণ ভীষণ শ্মশান।
সহস্র সহস্র চিতা জ্বলে চারি দিকে
উগরি প্রচণ্ডালোক; চিতার পারশে
পতিহীনা নারী কত দাঁড়ায়ে নীরবে।
কাঁদিছে নীরবে কেহ, কেহ উচ্চৈস্বরে
উজ্জ্বল সিন্দূর রেখা শোভে ভালদেশে
বিলোল কবরী-ভার, পুষ্পমাল্য গলে,
জ্বলে রক্তাম্বর তীব্র দীপ্ত চিতালোকে,
মৃদঙ্গ, ঝাঁঝরি, শঙ্খ, বাজে চারি দিকে
রোদন নিনাদ, মিলি তা সবার সনে
পূরিতেছে দশদিক। নীরুদ্ধ নিশ্বাস,
কোন অভাগিনী দগ্ধ চিতার অনলে,
ডাকে পিতা, মাতা, ভ্রাতা, পুত্র কন্যাগণে

রক্ষিতে জীবন তার ; পাষাণের প্রায়—
দেখিছে দাঁড়ায়ে সবে না দেয় উত্তর।
ফুরাল প্রথম দৃশ্য। যুগকুলপতি
কাতরে নিশ্বাস ছাড়ি কহিলা বিষাদে।
“কেন দূত, কেন আজ বহুদিন পরে
দেখালি এ দৃশ্য তুই ? ভুলে ছিনু প্রায়,
কেন অতীতের স্মৃতি জাগাইলি প্রাণে ?
উত্তপ্ত অঙ্গার কেন দিলি চাপি হৃদে ?
এ আনন্দ, এ উৎসব, ম্লেচ্ছের আচারে
ব্রাহ্ম-কুল-পাংশু রামমোহনের গুণে
ঘুচেছে ত বহুদিন। কেন স্মৃতি তার
জাগাইলি ? দেখা যদি আর কিছু থাকে।
খুলিল দ্বিতীয় দৃশ্য। কুলীন মহিলা
বিষাদপ্রতিমা বালা বসিয়া নীরবে
কাঁদিতেছে অনর্গল। নাথের বদন
বৎসরেও অভাগিনী পায় না দেখিতে
সপত্নী-বৎসল স্বামী। অনাদরে তাঁর
বিলোল কুন্তলরাশি পড়েছে ছড়ায়ে—
বাম গণ্ডস্থল স্থাপি বাম করতলে
বিষাদে ভাবিছে বালা। পদতলে শিশু
কাঁদিতেছে “মা” “মা” রবে, ক্ষুধায় আকুল।
অভাগী জননী আহা ভাবিয়া না পায়

কি দিবে শিশুর মুখে। তুলি ক্রোড়দেশে
সযতনে চুম্ব দিয়া কহিছে কুমারে।
'কেন বাছা বল্ আর কাঁদিস্ এমন
কোথায় কি পাব আমি? জনক যে তোর
রহেছেন ভুলি মোরে। দুখিনীর বাছা
কাঁদিস্ না, পোড়াস্ না, অভাগিনী মায়ে।'
বিষাদিত কলিরাজ। সম্বোধিয়া দূতে
কহিলেন মধুস্বরে। "কেন রে বর্ব্বট,
দেখাস্ এ সব আর; লুপ্ত এ সকল
হ'তেছে ত ক্রমে ক্রমে; ম্লেচ্ছের শাসনে
থাকিবে না ধর্ম্ম আর। হা ধর্ম্ম, হা শাস্ত্র,
হা অত্রি, হারীত, মনু, দক্ষ, শাতাতপ,
কোথায় তোমরা সবে? কলিদেব আমি
ডাকি ঊর্দ্ধকণ্ঠে আজ, দেখ একবার,
ডুবে বুঝি হিন্দুধর্ম্ম সাগরের জলে"।
নীরাবলা কলিরাজ। বর্ব্বট আদেশে
খুলিল তৃতীয় দৃশ্য। বৈশাখ তপন,
উদিত আকাশ-তলে। প্রচণ্ড উত্তাপে
পিপাসায় শুষ্ককণ্ঠ বিধবা বালিকা
কাঁদিতেছে ছট্‌ফটি। নাহি মুখে বাণী
তৈলাভাবে রুক্ষকেশ, ম্রিয়মানা সদা,
মরমে মরিয়া যেন আছে নিশিদিন

তৃষায় ফাটিছে বুক্। জনকের পানে
জননীর পানে কভু চাহিয়া কাতরে
কহিছে করুণস্বরে। "বাঁচিনা মা আর,
দে মা জল একটুকু।" জনক জননী
বিষাদে ঝরিছে অশ্রু হেরিছে নীরবে।
উদিল নবীন দৃশ্য। (সভাজন যত
মহোল্লাসে করতালি দিয়া ঘন ঘন
উৎসাহিলা রাজদূতে)। শোভিল শ্মশান,
বিকট ভীষণ বেশ; দূর প্রান্তে তার
বিনাশিয়া রজনীর গাঢ় তমোরাশি
জ্বলিতেছে চিতা; সেই চিতার পারশে
স্থবিরা রমণী এক দাঁড়ায়ে নীরবে
কাঁদিতেছে অবিরাম। অভাগিনী মাতা,
একমাত্র পুত্র তাঁর, দীনের সম্বল
অকালে মদিরা পানে ত্যজেছে জীবন,
আকুল মায়ের প্রাণ। ঝরে না নয়নে
একটি অশ্রুর বিন্দু, এক দৃষ্টে চেয়ে,
আছে শুধু; হৃদয়ের রতন তাঁহার—
পুড়িছে যেখানে। যেন হুহু হুহু রবে
পোড়ায় অনল আজি হৃদপিণ্ড তাঁর
তবু সংজ্ঞাহীন। যেই নিবিল অনল,
'কোথা গেলি বাপ বলি পড়িল ভূতলে।'

পরিতুষ্ট কলিরাজ! সাবাসিয়া দূতে
কহিলেন মধুস্বরে। "বড় তুষ্ট আজি
হইলাম কার্য্যে তোর দেখা আর কিছু।"
খুলিল পঞ্চম দৃশ্য। সূতিকা আগার
গাঢ় তমোময়; তাহে বিধবা প্রসূতি
অকাল প্রসব ব্যথা না পারি সহিতে
কাঁদিতেছে ছটফটি। যমদূতী প্রায়,
দাঁড়ায়ে শিওর দেশে জননী, ভগিনী,
চাপি কণ্ঠদেশ, তার বধিতে কুমারে
আশু বাড়াইছে পদ। অবসন্না বালা
তবু সকাতরে নিজ জননীর পদ
কহিছে জড়ায়ে ধরি—সরেনা বচন,
তবুও করুণস্বরে,—পাগলের মত।
"মের না মা, মের না মা, খোকারে আমার
দাও মা খোকারে মোর, যাব অন্য দেশে
ভিক্ষা মেগে খাব আমি; দেখাব না মুখ,
মের না খোকারে তুমি'। অভাগী জননী
(হায়রে মায়ের প্রাণ স্নেহাগার ভবে)
শিথিলিত মর্ম্মগ্রন্থি, কিন্তু তবু হায়—
কলঙ্কিনী তনয়ার কলঙ্ক ঢাকিতে
রক্ষিতে পবিত্র ধর্ম্ম, পুণ্য ব্রহ্মচর্য্য,
না শুনি সে কথা আহা গলে পদ দিয়া

বধিছে কুমারে তার। সভাসদ যত
সে সুদৃশ্যে মুগ্ধ-চিত্ত, ধন্য ধন্য বলি
সাবাসিলা রাজদূতে। মুগ্ধ কলিরাজ,
ত্যজি সিংহাসন, দূতে আলিঙ্গন দিয়া,
কহিলেন মিষ্টভাষে। ধন্যরে বক্সট,
যে দৃশ্য দেখালি তুই উপযুক্ত তার
দিব কিবা পুরস্কার? আজ হ'তে হায়
দূতশ্রেষ্ঠ পদে আমি বরিলাম তোরে।
যা তুই মরতভূমে; দেখ্ গিয়া সেথা
কি করিছে ব্রাহ্মগণ; ভুলিস্ না যেন,
যেথা যা সংবাদ পাবি পাঠাস্ আমারে।
এতেক কহিয়া রাজা, খুলি কণ্ঠ হ'তে
মলম্বা-আবৃত চেন অর্পিলা বক্সটে,
প্রণমিলা রাজদূত। সভাজনে তবে
কহিলেন কলিদেব, সুমধুর স্বরে।
'শুনিলে ত মন্ত্রিগণ, মর্ত্ত্যের বারতা;
হেরিলে ত কি সুন্দর মর্ত্ত্য রাজ্য মোর;
কতই অদ্ভুত দৃশ্য জনমে সেখানে;
কিন্তু হায় দেখ ভাবি, ব্রাহ্ম পাপাচারে
আনন্দ, উৎসব, ধর্ম্ম, ব্রহ্মচর্য্য আদি
বুঝি ক্রমে হয় লোপ। সাবধান সবে,
যার যা শকতি আছে কর আয়োজন,

বধিবারে ব্রাহ্মদলে। রাজ সভা এই
নহে মন্ত্রণার স্থল; কাল নিশা কালে
রক্ষিতে এ কুলমান মন্ত্রগৃহে আমি
বসিব সমিতি করি। যাও গৃহে সবে
ভয় নাই ব্রাহ্মগণে। বিধির বিধানে
অব্যাহত রাজ্য মোর র'বে চির দিন,
অর্দ্ধেক জগৎব্যাপি সাম্রাজ্য আমার
কার সাধ্য করে লোপ? হাসি আসে মুখে
ভাবিলে ব্রাহ্মেরস্পর্দ্ধা; অতি মূঢ় তারা
তাই বিবাদিতে চায় আমার সহিত,
ধিক্ ধিক্, শতধিক্, পাপ ব্রাহ্মগণে।"
নীরবিলা যুগনাথ। সভাসদ যত
প্রণমিয়া রাজপদে লভিলা বিদায়;
ভঙ্গ হ'ল রাজসভা। প্রফুল্ল অন্তরে
পশিলা বিশ্রামাগারে কলি মহামতি।

ইতি শ্রীমহাকবি ধূর্জ্জটিকৃতৌ একাদশঅবতারে
মহাকাব্যে দূতসংবাদো নাম
দ্বিতীয়ঃ সর্গঃ।

তৃতীয় সর্গ।

নমি আমি কবিগুরু তব পদাম্বুজে
ঘনরাম, বাঙ্গালার কবিচূড়ামণি,
তব অনুগামী দাস। তোমার প্রসাদে
ভাবিয়াছি, বিরচিব মহাকাব্য এক,
গৌড়জন যাহে হায় হেরিবে বিস্ময়ে
অদ্ভুত আদর্শ চিত্র। ধূমসীর ক্রোধ,
ডোম্‌নীর বীরপণা ; হারাইলা একা
লক্ষ লক্ষ গজ, বাজী, রাজার কিঙ্করে
ডোম্‌নী রমণীকুলে মহিষমর্দ্দিনী ;
হায়রে সন্ধান যদি জানিতেন তার
বড়লাট, তবে তারে·রুষ ফ্রণ্টিয়ারে
রাখিতেন রক্ষিবারে "বোলান" "খা(ই)বার।"
দেখাইব নর-লোকে, সাধুজন যত
কুলটার মায়াফাঁদ কাটেন কেমনে,
দেখাইলে তুমি যথা ; অদ্ভুত কল্পনা,
পলিতা, গলিতকেশা, বিগলিতস্তনা,

নয়ানীর অপমানে ঘোর ধর্ম্মভাব।
কর অনুগ্রহ তুমি ; এই কর দেব,
তব আশীর্ব্বাদে যেন কাব্যখানি মোর
ভাল হ'ক্, মন্দ হ'ক্, ক্ষতি নাহি তায়
হই দুঃখী আমি, কিন্তু প্রকাশকে তার
করে যেন ধনবান ; বিজ্ঞাপন গুণে,
পরশরতন আহা সাহিত্য জগতে,
ছোঁয়ালে, অমনি ত্যজি পূর্ব্ব কলেবর,
রাঙ হবে সোণা, কাচ পাবে মণিজ্যোতি।
আরও এক সাধ প্রভু ; বহু ক্লেশ করি
লিখিয়াছি কাব্যখানি ; থাকে যেন সদা
উজলিয়া বটতলা ; অন্নদিন যথা
আলো করি দশদিক, রূপের কিরণে
বিরাজেন মূর্ত্তিমান পঞ্চানন্দ দেব।
জানিলাম এতদিনে জগতের মাঝে
কবিতা অমৃত-নদী ; কোন্ নর হিয়া
চাহে না পিয়িতে-তবে সুলভ যদ্যপি
হেন সুধা ? কেনা চাহে চির বিরাজিতে
অমর অমর সম ? কেন না ভুলিবে
তবেরে আমার মন এ সুধার আশে ?
লিখি "ছুঁচুন্দরি কাব্য" কোন মহামতি
লভেছেন অমরতা। 'শুকশারি' গীত

লিখেছেন কোন প্রভু; 'আটকৌড়ে' কেহ
'বেগুণ পটল কাব্য' 'ভারত উদ্ধার'
ইত্যাদি ইত্যাদি কত। সকলেই কবি,
হায়রে ভাগ্যের গুণে আমিই কি সুধু
থাকিব মূঢ়ের মত? হবে না তা কভু,
পেয়েছি সস্তার হাট অবশ্য কিনিব
কবির সুনাম; সবে শুন মন দিয়া।
　　নিরয়নগর প্রান্তে কর্ম্মনাশাতীরে
শোভিছে নিভৃত গৃহ, কলি-মন্ত্রাগার;
বসেছেন কলিরাজ সে গৃহের মাঝে
সঙ্গে লয়ে মন্ত্রিদলে। বিশ্বস্ত সচিব,
মুখ্য মন্ত্রী শনৈশ্চর, দাঁড়ায়ে দক্ষিণে;
বাম দিকে যণ্ডেশ্বর; রাজপুরোহিত,
বৃহস্পতি-পুত্র কচ বসিয়া সম্মুখে;
তালজঙ্ঘ, বক্রদন্ত, বর্ব্বট প্রভৃতি,
রাজদূতগণ যত, করযোড় করি
দাঁড়ায়ে নীরবে সবে। অন্ধকার গৃহ,
প্রগাঢ় তিমিরে পূর্ণ; রুদ্ধ বাতায়ন,
অর্গলা আবদ্ধ দ্বার। মন্ত্রিগণ যত,
নিরুদ্ধ-নিশ্বাস সবে; নাহি মুখে বাণী
দারুণ ভাবনা বশে নিস্পন্দ শরীর,
না পড়ে নিমেষ যেন। ভাবিছেন সবে

ব্রাহ্মের পাশবাচার প্রতিবিধানিতে
নাহি কি উপায় কিছু? অস্থির হৃদয়।
সুদীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়ি, কতক্ষণ পরে
কহিলেন যুগনাথ ;—
"মন্ত্রি শনৈশ্চর,
অনেক চিন্তার পর করিলাম স্থির,
ক্ষমা ব্রাহ্মগণে আর কিছুতেই নয়,
যা বলুন গুরুদেব। বর্ব্বটের মুখে
শুনেছ মর্ত্ত্যের বার্ত্তা তোমরা সকলে,
কত মর্ম্মান্তিক তারা করিছে আমার,
জান তা তোমরা সব। শেল সম যেন
রহিয়াছে ফুটি বুকে তাদের ব্যভার,
কি আর অধিক কথা? এবে শুনি নাকি
তুলিয়াছে চোরবাদ! হা ধর্ম্ম, হা শাস্ত্র,
এই কিরে হ'ল শেষে? চোর অপবাদ,
ছোট মুখে বড় কথা? জানইত সবে,
উদ্ধারিতে রাজকার্য্য বিবিধ উপায়ে
তুলি আমি রাজকর। হেন ভণ্ডদল,
চাহে বুঝাইতে লোকে জুয়াচোর আমি।
যেন সেই অর্থ হ'তে পত্নীপুত্রে মোর
দিছি কত অলঙ্কার। জানি না কি আমি
কতই শোণিতপাতে প্রজাগণ মোর

করে অর্থ উপার্জ্জন? পাষণ্ড দুর্জ্জন,
বলে যুদ্ধতরে আমি করিতেছি ব্যয়
প্রজার কষ্টের ধন। যুদ্ধ যদি হয়,
তাওত প্রজার কাজ ; রাজ্যের রক্ষণ,
রাজধর্ম্ম ; সে ধর্ম্মে কি দিব জলাঞ্জলি?
তাদের পিতার ধন করি নাই ব্যয়,
কিসের হিসাব চায়? যাহা ইচ্ছা মোর
করিব, জিজ্ঞাসে মোরে কার স্পর্দ্ধা হেন?
রাজা আমি, প্রজা তারা, কি কাজ তাদের
আলোচিয়া কার্য্য মোর? মর্ত্ত্যবাসী হয়ে,
স্বরগের কথা কয়? ক্ষুদ্র নর হয়ে
দেবতার সঙ্গে বাদ? জানে না কি তারা
কে আমি, জনম মোর কোন মহাকুলে;
কে তারা অধম ব্রাহ্ম? বুঝে নাকি মনে
কেশরীর রাজপদ কার সাধ্য বাঁধে
বীতংসে? রাজেন্দ্র আমি, কে জিজ্ঞাসে মোরে?"
নীরবিলা কলিরাজ। উঠি শনৈশ্চর,
কহিলা গম্ভীর স্বরে ;—
"ক্ষমা ব্রাহ্মগণে?
অসম্ভব কথা দেব, অসম্ভব তাহা।
পশ্চিমে যদ্যপি কভু উঠে দিনমণি,
সাগর শুকায়ে যায়, নক্ষত্রমণ্ডলী

ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যদি পড়ে ধরাতলে,
তা হলেও নহে ক্ষমা। কি বলিব দেব,
চিরি বক্ষ প্রাণ যদি হ'ত দেখাবার,
তা হ'লেও এই দণ্ডে দেখাতাম আমি
কি ঘোর যাতনা সেথা। ব্রাহ্মের ব্যভার
ভুলিবার নহে কভু, মর্ম্মভেদী তাহা।
কত বা বর্ণিব আমি ? নহে বহুদিন,
প্রজার দুর্দ্দশা কভু দেখিবার তরে
গিয়াছিনু মর্ত্ত্যলোকে। নরস্কন্ধে চাপি
সাতাশ রজত মুদ্রা করেছিনু ব্যয়
আড়াইটি দিনে মাত্র। হতভাগ্য যত
না বুঝি উদ্দেশ্য মোর, বৃথা অপবাদে
দূষিল আমায় শুধু। কূট রাজনীতি,
কি বুঝিবে তারা তার ? মূর্খ জ্ঞানহীন।
প্রজার রোদন, ঘোর হাহাকার ধ্বনি,
শুনিলে রাজার প্রাণে কি বেদনা লাগে,
তারা কি জানিবে তার ? দেখিলাম দেব,
উঠিয়াছে চারিদিকে ঘোর হাহাকার;
কঙ্কাল সদৃশ মূর্ত্তি কত নর নারী—
কাঁদিতেছে অন্ন বিনা। জননীর পাশে
দাঁড়ায়ে কাতরে শিশু "মা মা মা মা" বলি
কাঁদিছে করুণ স্বরে। অভাগী জননী

ভাবিয়া না পায় তার কি দিবে শিশুরে,
সজল নয়নে শুধু পতিমুখ পানে
দেখিছে উদাস ভাবে। হৃতভাগ্য পতি,
না দেখি উপায় কিছু, মর্ম্মবেদনায়
কপালে আঘাত হানি কাঁদিছে নীরবে।
কি কৌতুক সেথা দেব, পারি না বর্ণিতে;
বিস্তৃত হরিৎক্ষেত্র তৃণহীন এবে,
ধূ ধূ করিতেছে শুধু। শুকায়েছে নদী,
জলহীন সরোবর, পত্রহীন তরু,
সহস্র সহস্র জীব অন্ন বস্ত্র বিনা
কাঁদিতেছে হাহা রবে। উলঙ্গ যুবতী,
ক্ষুধায় আকুল প্রাণ; তবু লজ্জা ভয়ে
পারে না ত্যজিতে গৃহ। জননীর স্তনে
নাহি বিন্দুমাত্র দুগ্ধ, তবুও বালক
টানিছে সজোরে তায়! দুর্ব্বলা জননী
নাহি শক্তি নিবারিতে তনয়েরে তার
অবশ, অসাড় যেন, রহিয়াছে পড়ি।
কত কি দেখিনু সেথা পারি না বর্ণিতে
অদ্ভুত আশ্চর্য্য চিত্র; রাজসভা যোগ্য!
কিন্তু বিচারিয়া দেব, বলুন আপনি,
হেন দৃশ্য হেরি, কেহ পাষাণের মত,
থাকে কি নিশ্চিন্ত হয়ে? তাই দিয়াছিনু,

সাহায্যের ছলে শুধু স্কন্ধে মাত্র চাপি
সাতাশ রজত মুদ্রা। প্রতিদানে প্রভু,
কহিতেছি, সত্য কথা, লই নাই কিছু।
দেখুন বিচার কিন্তু, ব্রাহ্ম পাপমতি
না বুঝি উদ্দেশ্য মোর,—নিষ্কাম ধরম,—
অর্পিল কলঙ্ক মম যশ সুধাকরে।
অপরাধ বড় মম! রাজমন্ত্রি আমি
যাই নাই হাঁটি কেন! গুরুতর দোষ!
তারা হাঁটিবারে পারে, কে চেনে তাদের?
কিন্তু কে না চেনে মোরে? শনৈশ্চর আমি
রাজ রাজপতি কলি, তাঁর মন্ত্রিবর,
আমি কিনা যাব হাঁটি? টঙ্‌ টঙ্‌ করি
ব্রাহ্ম মিশনারি-প্রায়? প্রজার জীবন
মূল্যবান সত্য, কিন্তু জানে নাকি তারা
শত গুণে মূল্যবান আমার সম্ভ্রম?
ইচ্ছা হয় মহারাজ, ক্ষমুন ব্রাহ্মেরে
কিন্তু ক্ষমা কোনকালে মোর ধর্ম্ম নয়,
চিনেন সকলে মোরে। শ্রীবৎস রাজনে
শিখাইয়াছিনু ভাল, শিখাব ব্রাহ্মেরে,
নতুবা এনাম মোর বৃথা এ জগতে!"
নীরবিলা মন্ত্রিবর। যণ্ডাল অমনি
মহাপরাক্রান্ত বীর; অবনী মণ্ডলে

ষণ্ডেশ্বর নাম যাঁর; করযোড় করি
কহিলেন কলিদেবে ;—
"দেহ আজ্ঞা দাসে,
কিছার সে ব্রাহ্ম তারে ডরাও আপনি
রাজেন্দ্র, থাকিতে দাস কি ভয় কাহারে ?
শিখেছি বিবিধ বিদ্যা এতদিন ধরি,
তন্ত্র, মন্ত্র, মায়াফাঁদ, গণিত, বিজ্ঞান,
উদ্ভিজ্জ, শারীরবিদ্যা, অস্ত্র, রসায়ন,
মানব, দৈবত আদি। দেহ আজ্ঞা দাসে,
দেবদেব, এই দণ্ডে দিব উড়াইয়া—
অদ্ভুত বিজ্ঞান-বলে পাপ ব্রাহ্মগণে ;
না থাকিবে ধরাতলে ব্রাহ্মনাম আর।
কিম্বা অনুমতি দেহ, বাঁধি রাজপদে
দিব আনি তা সবায় ; রাজদ্রোহী তারা ;
নহে রাজনীতি দেব, ক্ষমিতে তা সবে,
তা হলে প্রশ্রয় পাবে অন্য প্রজা যত।"
নীরবিলা ষণ্ডেশ্বর। মন্ত্রিগণ যত
'সাধু সাধু' বলি সবে পরামর্শে তাঁর
বিজ্ঞাপিল অভিপ্রায়। যুগকুলপতি,
শুনি ষণ্ডালের বাক্য, মহারোষ ভরে
নিক্ষোষিলা অকস্মাৎ শ্রুতিমূল হতে
হংসপুচ্ছ নাম অস্ত্র। অন্ধকার গৃহ,

অস্ত্রের প্রচণ্ড তেজে উঠিল উজলি,
চমকিলা মন্ত্রিগণ। সম্বোধিয়া তবে
কহিলেন যুগনাথ, রাজমন্ত্রিগণে।
"জানি আমি হে ষণ্ডাল পরাক্রম তব
জানি আমি শনৈশ্চরে মন্ত্রিবর মোর,
নিত্যবলবান আমি তোমাদেরই বলে।
আমারও অস্ত্রের তেজ, তোমাদের কাছে
নহে অবিদিত কভু। ভূধর অধীর,
হংসপুচ্ছাঘাতে মোর। এ অস্ত্র প্রহারে
সিংহাসনে কাঁপে রাজা, কুটীরে ভিক্ষুক,
নহি ব্রাহ্ম-ভীত আমি। কিন্তু কি কহিব,
জানইত তোমা সবে; সম্মুখ সমরে
সতত বিরাগ মোর। যুদ্ধের সংবাদ,
শুনিলে আতঙ্কে প্রাণ শিহরে অমনি,
নৃমুণ্ডকঙ্কাল যেন নিরখি নয়নে
থর থরি কাঁপে বুক; শুকায় রসনা।
যুদ্ধ ত মূঢ়ের কাজ; বুদ্ধিমান জন
যায় কি পশুর মত সম্মুখ সমরে?
বুদ্ধিমান মোরা, তীক্ষ্ণবুদ্ধির প্রভাবে
বিনাশিব ব্রাহ্মদলে। জানইত সবে,
নিত্য বাহুবল আমি টুটি বুদ্ধিবলে,
যথা পাই মারি অরি হংসপুচ্ছাঘাতে।"

নীরবিলা কলিরাজ। উঠিয়া অমনি
বৃহস্পতি-পুত্র কচ কহিলা গম্ভীরে।
"শুন বৎস, রাজধর্ম্ম প্রজার রক্ষণ,
দণ্ড দাও পাপিগণে; না দণ্ডিলে রাজা
'শূলে মৎস্যানিব' যত বলবান জন,
হিংসিবে দুর্ব্বল জনে। কিন্তু সাবধান,
অশাস্ত্রীয় কার্য্য কিছু কর না কখন।
বৈজ্ঞানিক, বৈদ্যুতিক, বৈতালিক আদি,
যে সব উপায় আছে, সে সব উপায়ে
দণ্ড দাও পাপিদলে। কি ভয় তোমার
নিজে মল্লবেশে আমি তোমার পশ্চাতে
দাঁড়াইব অনুদিন। কভু স্বস্ত্যয়নে,
কভু হুহুঙ্কারে, কভু দ্বৈরথ সমরে,
সাধিব তোমার কার্য্য। যেথা যাও যাব,
নাগলোকে, দেবলোকে, ভূলোকে, গোলোকে
সঙ্গে সঙ্গে র'ব সদা; কি ভয় তোমার।
মন্ত্রী শনৈশ্চর যার, পুরোহিত কচ;
ইষ্টদেব পঞ্চানন্দ, সে ডরিবে হায়
ক্ষুদ্রজীবী ব্রাহ্মদলে? ভয় নাই তব,
মা ভই, মা ভই, বৎস, মা ভই, মা ভই।"
নীরবিলা কচদেব। মহোৎসাহ ভরে
কহিলেন যুগনাথ। "বুঝিলাম সার,

ব্রাহ্মের অন্তিম দিন প্রায় সমাগত;
লুপ্ত-প্রায় ভ্রাতাগণ হবেন অচিরে,
আমারই বিক্রমবলে। কিন্তু অকস্মাৎ
না করিব আমি কিছু। জান তোমা সবে
প্রভু মোর পঞ্চানন্দ; তাঁর আজ্ঞা বিনা
জীবনে, মরণে, রণে, কোন কার্য্যে আমি
না করি কখন(ও) কিছু, চল পুরোহিত
যাই অবে তাঁর কাছে।" এতেক কহিয়া
সঙ্গে লয়ে কচদেবে, অনশ্বর পথে
চলি গেলা কলিরাজ। সশরীরে যথা
বিরাজেন পঞ্চানন্দ দামোদর কূলে।

ইতি শ্রীমহাকবি ধূর্জ্জটিকৃতৌ একাদশঅবতারে
মহাকাব্যে মন্ত্রাগারো নাম তৃতীয়ঃ সর্গঃ।

চতুর্থ সর্গ।

বহে দামোদর নদ, কল কল কলে
প্রক্ষালিয়া রাঢ়দেশ ;—পুণ্যদেশ এবে
পঞ্চানন্দ পদার্পণে ;—গাহিয়া কৌতুকে
কলিদেব যশোগীত, মৃদু কলস্বরে।
সন্ধ্যার ধূসর ছায়া ঘন আবরণে
প্রসারিছে ধীরে ধীরে। দামোদর হ্রদে
পড়েছে মেঘের ছায়া। গোধূলি কিরণে
রঞ্জিত আকাশতল ; নীল নভস্থলে
নীরবে তারকারাজী ফুটিতেছে ক্রমে।
ব্রাহ্ম অত্যাচার আর না পারি সহিতে
উদ্বিগ্ন হৃদয়, তেঁই আরক্ত লোচন,
পশিলেন অস্তাচলে আপনি দিনেশ।
বিশাল ন্যগ্রোধ এক, দামোদর কূলে
উঠেছে আকাশ ভেদি। দীর্ঘ বনস্পতি,
প্রসারিয়া শাখাবাহু, রাজছত্র সম
ঢাকিয়াছে শিরোদেশ। মূর্ত্তিমান রূপে
বিরাজিত পঞ্চানন্দ সে তরুর মূলে

বালকদমন প্রভু। ঘিরি দেবদেবে
শত শত ভক্ত বৃন্দ দাঁড়ায়ে চৌদিকে
করযোড় করি সবে। কহিতেছে কেহ,
"এ বিপদে ত্রাণ যদি পাই প্রভু কভু,
নধর সুন্দর তনু, ছাগবংশধরে,
দিব উপহার তব।" কেহ বা কহিছে
"তোমা ভিন্ন এ সঙ্কটে হে বিঘ্ননাশন,
কে আর করিবে ত্রাণ? করিয়াছি জাল,
পাপিষ্ঠ পুলিষ তাই ফিরিছে পশ্চাতে
কর প্রভু ত্রাণ মোরে।" কোন মহামতি
দাঁড়াইয়া করপুটে দেবের সম্মুখে
কহিছেন সবিনয়ে। "দেখ প্রভু দেখ,
ব্রহ্মচর্য্য ব্রতে আমি সদা অনুরাগী;
কিন্তু মন্দলোকে তবু মজাইতে মোরে
দেয় কত অপবাদ। সত্যের দেবতা
নাহি কি উপায় কিছু দণ্ডিতে তা সবে?
বহুদূর হতে প্রভু, শুনি যশ তব
আসিয়াছি আশা করি, পূরাও বাসনা,
রাখ ব্রহ্মচর্য্য ব্রত, দণ্ডি ভণ্ডদলে।"
রজত নির্ম্মিত দীপ দেবের সম্মুখে
জ্বলিতেছে মৃদু মৃদু। ক্ষীণ দীপালোকে
দেবের সুদেহকান্তি আরক্ত সুন্দর

শোভিছে সুচারু অতি। সোমরস পানে
ঢুলু ঢুলু আঁখি, দেব টলিয়া অলসে
পড়িছেন কভু ভূমে, কভু সিংহাসনে।
দেবের শ্রীমুখ-মধু পানের আশায়,
মধুগন্ধে অন্ধ অলি—মক্ষি মর্ত্ত্য ভূমে—
ভ্রমিতেছে ভন্ ভনি। দেবের সম্মুখে
শোভিছে টেবিল এক, (কালের গতিতে
ম্লেচ্ছ গৃহ-সজ্জা আহা দেবের (ও) সম্মুখে
থাকুক্ নরের কথা)। টেবিল উপরে
পূজার সামগ্রী যত উপাসকগণ,
রাখিয়াছে স্তরে স্তরে। অহিংসক দেব,
নিত্য ব্রহ্মচর্য্যে ব্রতী, তেঁই রক্তপাতে
সতত বিরাগ তাঁর; তাই বুঝি হায়
সজীব-সমাধি দিয়া কুক্কুট তনয়ে
করেন সদ্গতি তার। উপকারী জীব,
প্রভাতে সঙ্গীতরবে জাগায় মানবে,
এ হেন জীবের দেহ রাক্ষসে, পিশাচে,
যবনে, খৃষ্টানে, কিম্বা পাপ ব্রাহ্মগণে
করিয়া ভক্ষণ পাছে করে কলুষিত,
তেঁই নিজে,—বড় দয়া প্রভুর আমার—
অস্থিমাংস মেদ সহ উদ্ধারিয়া তায়
পাঠান কৈলাস ধামে। টেবিল উপরে

আতপ তণ্ডুল রাশি, সদ্য গবিঘ্নত,
সুপক্ক কদলী, আহা ধর্ম্মের নিশান,
রাখিয়াছে ভৃত্যগণ। টেবিলের নীচে
সুপবিত্র কাচঘট, রহিয়াছে ভরা
হে দ্রাক্ষা, তোমার রসে; পাপ কলিযুগে
সোমলতা রূপা তুমি। কিন্তু দ্রাক্ষারসে
বিরত সতত প্রভু; ব্রহ্মচর্য্যে ব্রতী,
ম্লেচ্ছদেশ-জাত জল না দেন বদনে,
তেঁই প্রয়োজন মত, গঙ্গাজল ছলে,
আর্য্যের সন্তান আহা, আর্য্যদেশোদ্ভূত
গৌড়ী, মাধ্বী, পৈষ্টী পানে মিটান পিপাসা।
দেবের সুচারু কান্তি দীপ্ত দীপালোকে
উজলিছে বটমূল। মৃদু সমীরণে
ভুজঙ্গিনী সম শিখা দুলিছে পশ্চাতে
তাড়িত বিকাশ যন্ত্র। অপার মহিমা,
হায়রে দেবের মতি কে পারে বুঝিতে
তেঁই ইহ পরকাল রাখিতে বজায়,
রেখেছেন শিখা শ্মশ্রু একই আধারে।
নিমিলিত আঁখিযুগ; অর্দ্ধ জাগরণে
অর্দ্ধেক স্বপনে পুন সিংহাসন'পরে
বসেছেন দেব দেব। পশিছে শ্রবণে
পেচকের মধুস্বর। মধুভাষী পাখী

বড় পরিতুষ্ট দেব সে পাখীর স্বরে
নিশাচর সেও তেঁই সখ্য তার সনে।
শুনিছেন আঁখি মুদি। ভাবিছেন মনে
পেচক কি বিশ্বাবসু ; ইন্দ্রের গায়ক
তুম্বুরু, নারদ কিম্বা। এ হেন সময়
সঙ্গে লয়ে পুরোহিতে যুগকুলপতি
দাঁড়াইলা প্রণমিয়া দেবের সম্মুখে।
নিরখিয়া কলিরাজে পঞ্চানন্দ দেব
উল্লাসে প্রসারি বাহু,—হায় রে যেমতি
আলেক্‌জাণ্ডার হেরি বুসিফেলায়াসে,—
কহিলেন সম্বোধিয়া। "বহু দিন পরে
স্বাগত এদেশে বৎস, নিরখি তোমায়
কত যে পাইনু প্রীতি পারি না বর্ণিতে।
কিন্তু বৎস, বল শুনি অকস্মাৎ কেন
এলে হেথা মোর কাছে ? রাজ্যের কি তব
ঘটেছে বিপদ কোন ? অমাত্য-প্রধান
কোথা শনৈশ্চর তব ? কোথা বা বব্বট ?
কেন বৃহস্পতি পুত্র বিমলিন এত ?
অসহায় ভাবি তোমা শত্রুগণ আসি
করেছে কি আক্রমণ ? জানে না কি তারা
নিত্যস্নেহডোরে আমি বাঁধা তপোবশ ?
কি ভয় ভাবনা তার, পঞ্চানন্দ নিজে

সশরীরে অধিষ্ঠিত যার স্কন্ধ'পরি ?
কুশল সংবাদ তব জানিবার তরে
ব্যাকুল হ'তেছে প্রাণ। বল বৎস শুনি,
জলধর শ্যাম ওই চারু কান্তি তব
কেন আজ পাণ্ডুবর্ণ ? নয়নের পাশে
পড়েছে কালিমা রেখা ; যদিও মিলায়ে
রয়েছে বর্ণের গুণে, তবুও আমরি,
নিরখি বিষাদে প্রাণ কাঁদিছে আমার।
নিন্দি গুঞ্জাফল দুটি নয়নেতে তব,
কি হেতু অশ্রুর বিন্দু ? ও সুন্দর আঁখি,
সৃজিলা কি বিশ্বস্রষ্ঠা পয়োনালা করি,
হা বৎস, হা কলিদেব, হিন্দুর ভরসা।
      নীরবিলা পঞ্চানন্দ। রাজপুরোহিত,
সুতপ্ত নিশ্বাস ছাড়ি, বাঁকাইয়া গ্রীবা,
(হায়রে মরাল যথা, অথবা যেমতি
ছ্যাকড়া গাড়ীর ঘোড়া চাবুক আঘাতে
বহুকষ্টে একবার ফিরাইয়া মুখ
চাহে প্রহারক পানে) কহিলা সুস্বরে।
      "কি আর বলিব দেব। ব্রাহ্ম অত্যাচারে
পূর্ণিত হয়েছে ধরা ! মহাপাপিগণ
চাহে নাকি ফেলিবারে কর্ম্মনাশাজলে
মনু, যাজ্ঞবল্ক্য, দক্ষ, অত্রি শাতাতপে

শুনিলে চমকে প্রাণ! তাও তুচ্ছ কথা
বৈজ্ঞানিক দীপ-রূপে আঁধার জগতে
জ্বলিতেছি আমি শুধু; পাষণ্ডের দল,
শোনে না আমার কথা, ফুৎকারিয়া হায়
চাহে নিভাইতে মোরে। আর (ও) শুন দেব,
মিলেছে পাষণ্ড ভণ্ড হিন্দু কত জন
তা সবার সনে হায়। বেদ অনুবাদে
প্রবৃত্ত এখন তারা, কি লজ্জা হা ধিক্,
জনমি হিন্দুর কুলে হেন ব্যবহার?
কি বলিব শাস্ত্রী মিস্ত্রি ইস্ত্রিকারিকরে
শত ধিক্ তা সবায়। কিন্তু ভাগ্যগুণে
জানে না অবোধগণ প্রকৃত ব্যাখান,
বৈজ্ঞানিক, বৈদ্যুতিক, বৈতালিক আদি,
রক্ষা তাই; তা না হলে এতদিনে হায়
ডুবিত হিন্দুর শাস্ত্র অতল সলিলে।
যুগশেষে প্রজাপতি সঁপেছিলা নিজে
শাস্ত্রার্থ আমার (ই) করে; আমি বিলাইব
ইচ্ছামত হিন্দু-ধর্ম্ম। কিন্তু শুন দেব,
বুঝে না পাষণ্ড জন, মোর কথা শুনি
উপহাস করে কত; বাতুল আশ্রমে
চাহে পাঠাইতে কেহ; ভাবে না কখন
যাগ, যজ্ঞ, ধর্ম্ম, কর্ম্ম, বেদ, বিধি আদি,

সব একচেটে মোর। শুনে হাসি পায়
তারা বলে শাস্ত্রকথা; নিরক্ষরদল
কি জানে শাস্ত্রার্থ তারা? কি বলিব দেব,
কি বলিব, ভুলিয়াছি দেবযানী শাপে
গুরুদত্ত শাস্ত্র যত; তা না হ'লে হায়
জন্ম লভি মর্ত্ত্যলোকে, বটতলা হ'তে
মন্থনিয়া এতদিনে বেদোপনিষৎ
'গয়া শ্রাদ্ধ,' 'তুলাদান,' 'মলমাস' আদি
বিবিধ বৈদিক গ্রন্থ, ছাপাইয়া নিজে
লভিতাম অমরতা বেদব্যাস সম",
নারবিলা কচ ঋষি। খেদে মনস্তাপে
সুদীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়ি যুগকুলপতি
আরম্ভিলা সকাতরে। "কি আর বর্ণিব,
আমার দুঃখের কথা পঞ্চানন্দ দেব,
রক্ষিবারে যুগধর্ম্ম দ্বাপরের শেষে
সৃজেছিলা বিধি মোরে। কিন্তু কোথা হ'তে
ব্রাহ্ম নামে দৈত্যদল উঠি অকস্মাৎ
মজাইছে রাজ্য মোর। কি বলিব দেব,
কত যে ব্রাহ্মের কীর্ত্তি। মহাপাপিগণ
নাশি ব্রহ্মচর্য্য ব্রত, চাহে বিভা দিতে
বালিকা বিধবাগণে। দলবদ্ধ হয়ে
বাল্য বিভা দেছে তুলি। পবিত্রতা সভা

মজ্জাতে অপ্সরাগণে চাহে গঠিবারে,
সকলই অদ্ভুত কথা। কতবা বর্ণিব
কতবা শুনিবে তুমি? আর যত দোষ
অশ্রুত অজ্ঞাত সব। যদি বা এ সব
পারি ক্ষমিবারে, বড় নহে গুরুতর;
চোর অপবাদ কিন্তু ক্ষমিব কেমনে,
তুমি বা হে ব্রাহ্মরিপু, ক্ষমিবে কি বলি?
কি যে অন্তর্দ্দাহ মোর পারি না বর্ণিতে
জানিছ সকল(ই) তুমি; অন্তর্যামী দেব
কি কায বর্ণিয়া তবে? না পাই ভাবিয়া
কি করি কোথায় যাই। সদা ভয় মনে
পাছে বা এ রাজ্য যায়, গায়ের জ্বালায়
আসিয়াছি ছুটি তেঁই; হায় রে যেমতি
লাগিলে বিছুটি লোক যায় ত্বরা করি,
তথায়, হে অনড়ুন্, পুঞ্জীকৃত যথা
পবিত্র পুরীষ তব, মোক্ষধাম ভবে।"
এতেক কহিয়া রাজা ক্ষোভে অভিমানে
নীরব হইলা; যথা ভেককুলপতি
নীরবে বরষাশেষে। পঞ্চানন্দ দেব,
ধ্যানযোগে ক্ষণকাল রহি মৌনভাবে
পরে আরম্ভিলা ধীর গম্ভীর বচনে;—
"তিষ্ঠ বৎস, কিছু দিন; নহে অবিদিত

ব্রাহ্মের পাশবাচার আমার নিকটে।
চিনি আমি ভালরূপে ভ্রাতাভগ্নীদলে ;
ধ্যানযোগে জানি সব। শুনি নাকি তারা
উদ্ধার করিতে চায় হিন্দু-বিধবারে,
প্রশংসার কথা এ ত। কোন্ ব্রহ্মচারী
না করেন হেন কার্য্য ? সুযোগ বুঝিলে
উদ্ধার ত মহাব্রত ; কিন্তু হা কপাল,
বিবাহের কথা কেন ? কেন আড়ম্বর ?
কি ক্ষতি বিবাহ ব্রত গোপনে সাধিলে ?
নরচক্ষে ধূলা দিয়া ভ্রাতাগণ নাকি
বিতরেন বিশ্বপ্রেম ? দেখিব এবার,
কি কৌশলে ধূলা দেন আমার নয়নে।
নর হয়ে হেন স্পর্দ্ধা দেবতার সনে
বিবাদ করিতে সাধ ? থাক্ শিখাইব,
ডুবাইব ব্রাহ্মনাম অতল সলিলে।
ক্ষমিয়াছি এতদিন, কিন্তু বৎস, আর
ক্ষমিব না ব্রাহ্মগণে। শুন তত্ত্ব বলি,
সামান্য অরাতি এই মহাপাপিগণে
ভাবিও না মনে তুমি। দৈবের রক্ষিত
এ পাষণ্ড ভণ্ডদল ; নরমূর্ত্তি বিনা
না পাবে বিনাশ কভু। ত্যজি স্বর্গভূমি,
দণ্ডিতে এ ভণ্ডদলে অবনী মণ্ডলে

যাইতে হইবে সবে। শনৈশ্চর আদি,
অন্য দেবগণ যত মোদের সহায়ে
জন্মিবেন সেথা সবে। ত্রেতাযুগে যথা
উদ্ধারিতে দেবকার্য্য, ত্রিদিব ত্যজিয়া
নল, নীল, গয়, গন্ধমাদন রূপেতে,
জন্মে ছিলা দেবগণ। দেখ ভাবি মনে,
সুধন্য বাঙ্গালি কুল, শ্রেষ্ঠ নরকুলে,
আমাদের (ই) উপযুক্ত, সে পবিত্র কুলে
জন্মিব আমরা সবে। সানুচর মিলি
বধিব বিষম শত্রু পাপ ব্রাহ্মাসুরে।
ভবিষ্যৎ লিপি বৎস, তোমার নিকটে
কহিব সংক্ষেপে আজ! যুগে যুগে যথা
অবতার রূপে হরি হরেন ভূ-ভার,
তুমিও তেমনি বৎস কলি অবতারে
খণ্ডিতে ধরার ভার, দণ্ডিতে ব্রাহ্মেরে
জন্মিবে অবনীতলে। সেনাপতি তব
জন্মিব আপনি আমি। মুগ্ধ চরাচর,
'একাদশ অবতার' কহিবে তোমারে।
না থাকিবে ধরাতলে ব্রাহ্মনাম আর।
যাও তুমি কহ গিয়া আদেশ আমার,
শনৈশ্চর আদি সবে। চলিলাম আমি
সাধিবারে কার্য্য তব।" এতেক কহিয়া

নীরবিলা দেবদেব। যুগকুলপতি,
সাষ্টাঙ্গে প্রণমি দেবে লভিলা বিদায়।

ইতি শ্রীমহাকবি ধূর্জ্জটি কৃতৌ একাদশঅবতারে মহাকাব্যে অবতারকল্পনা নাম চতুর্থঃ সর্গঃ।

পঞ্চম সর্গ।

কৃষ্ণা চতুর্দ্দশী নিশা ভাদ্রপদ মাসে
নিস্তব্ধ জগৎ, গাঢ় অন্ধকারময়,
চারিদিক মেঘাচ্ছন্ন। কাঁপায়ে সঘনে
নিষ্ঠুর পাষাণ-প্রায় ব্রাহ্মের অন্তর,
গরজিছে মেঘদল। গাঢ় মেঘমাঝে
চমকিছে ক্ষণপ্রভা। এ হেন সময়,
উদ্ধারিতে হিন্দুধর্ম্ম, দণ্ডিতে ব্রাহ্মেরে,
সঙ্গে লয়ে কলিরাজে পঞ্চানন্দ দেব,
হইলেন অবতীর্ণ অবনীমণ্ডলে।

নাচিলা উল্লাসে বঙ্গ, সে শুভ সংবাদে
মহানন্দ আজি সেথা। প্রতি গৃহে গৃহে
উঠিল আনন্দধ্বনি। পুরবাসী যত,
আনন্দ সলিলে মগ্ন, মহোল্লাস ভরে
বাজাইল বীণা কেহ, কেহ বা মন্দিরা,
মৃদঙ্গ, দুন্দুভি, শঙ্খ, ঘণ্টা কোন জন;
কেহ বা আনন্দ আর না পারি রাখিতে
বাজাইল ভগ্ন কুলা, ঘন চড়বড়ি;
হায় রে কার্ত্তিক মাসে অমাবস্যা দিনে

বাজায় যেমনি লোক। গম্ভীর আরবে
ডাকিল পেচককুল, দেবের বিহগ;
রাষভ গাইল গীত। পুরনারী যত,
মুহুর্ম্মুহু উলুধ্বনি দিল ঘোর রোলে;
ছড়াইল ফুল কেহ; জাহ্নবীর জলে
পবিত্র গোময় আহা গুলি কোন জন
নিক্ষেপিল চারিদিকে। ভাবিও না হায়
উপহাস কথা এই। কি কহিব হায়,
শিক্ষার বিভ্রাটগ্রস্ত হয়েছে বাঙ্গালী,
কি বুঝিবে গোবরের অপার মহিমা;
অতুল পবিত্র বস্তু। বিন্দুমাত্র যার,
কোনরূপে উদরস্থ হইলে অমনি
ঘুচে পুঞ্জীকৃত পাপ। সোমরস পান,
ইংলণ্ড গমন, কিম্বা কুক্কুট ভোজন,
সব পাপ যায় ঘুচি। অধম বাঙ্গালী,
না বুঝি মহিমা তার, ঘৃণা করে তায়।
জন কত মাত্র শুধু আর্য্য ধুরন্ধর,
রেখেছেন মান তার। রক্ষা তাই হায়,
হিন্দুর হিন্দুত্ব তাই আছে কোনরূপে,
গোবর সামান্য নয়। অধিক কি কথা,
যার গুণে মুগ্ধ, নিজে পঞ্চানন্দ দেব,
করেছেন উদরস্থ ভার দুই তিন।

মহোল্লাসে মগ্ন বঙ্গ। দেবালয় মাঝে
বাজিল কাঁসর ঘণ্টা। দেব দেবীগণ
পাপ ব্রাহ্মরূপ কালা পাহাড়ের ভয়ে
আছিলেন সশঙ্কিত। শুনি কর্ণে এবে
অবতীর্ণ কলিদেব ব্রাহ্মাসুর নাশে
উল্লাসে হাসিলা সবে। ব্রহ্মচর্য্যদল,
হায়রে ব্রাহ্মের ভয়ে মৃত-প্রায় হয়ে
আছিলেন এতদিন; নিজমূর্ত্তি ধরি
উঠিলেন সবে এবে। শাস্ত্রীয় বঞ্চক,
বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা গুণে ভুলাইতে লোকে
আরম্ভিলা ঘোর রোল। যে যেখানে ছিল
বৈদিক, তান্ত্রিক, কিম্বা বৈদ্যুতিক জন
উঠিলেন জাগি সবে। বরষা আগমে
সরস ভাঁটকুল্ ফুল ফুটি উঠি যথা,
পুলকিত করে দেশ অতুল সৌরভে।

কলিদেব আবির্ভাবে পুলকিত মনে
বহিল দক্ষিণ বায়ু। মৃদু সমীরণ,
অকালে সুগন্ধ স্রোত ঢালিল চৌদিকে।
নাচিল গণিকা মর্ত্ত্যে, স্বর্গে বিদ্যাধরী।
বরষিল পুষ্পদাম, শৌণ্ডিক সুজন
মর্ত্ত্যের গন্ধর্ব্ব তারা। মধুর নিক্কনে
আপনি বাজিল বাদ্য। মহোৎসবে মাতি

পূরিল বাঙ্গালা দেশ জয় জয় রবে।
কত যে আনন্দ স্রোত বহিল চৌদিকে
উথলিল কত গীত, আহা মরি মরি
সঞ্চরিল নবপ্রাণ কত মৃত দেহে
কি আর বর্ণিবে কবি! বিধবা রমণী
পাছে পাপমতি ব্রাহ্ম গজস্কন্ধে চাপি
কিম্বা নৌকা যানে আসি, করে লয় হরি,
সেই ভয়ে নিশিদিন মৃতপ্রায় হয়ে
আছিলেন যেন সবে। শুনি কর্ণে এবে
'দুঃখ-নিশা অবসান' শত আশীর্ব্বাদে
তুষিলেন কলিরাজে। বঙ্গের বালিকা,
(পাছে দুষ্টমতি ব্রাহ্ম পরামর্শ দানে
বিবাহে ব্যাঘাত দেয়, সেই ভয়ে আহা)
নিত্য নিত্য বিল্বদলে পূজিত মহেশে,
অর্পিতে সুবুদ্ধি লোকে। শুনিয়া শ্রবণে
অবতীর্ণ কলিরাজ বালিকার গতি,
হাসিলা পুলক ভরে। ধর্ম্ম-ভীতজন
আছিলেন যেথা যত, ভাবি মনে মনে
ঘুচিল ব্রাহ্মের ভয়, মহোৎসবে সবে
মাতিলেন প্রাণ খুলি। ধন্য কলিরাজ!
কেমনে বর্ণিবে কবি গুণগ্রাম তব।
উঠিয়াছে ব্রাহ্মদেশে ঘোর হাহাকার

জন্মেছেন কলিদেব। ব্রাহ্মের বালক,
সঘনে মায়ের কোলে উঠে চমকিয়া,
অকারণে কাঁদে কভু। দুশ্চিন্তায় আহা,
অনাহারে, অনিদ্রায়, অত্যাহারে পুন,
মরে কত ব্রাহ্ম নিত্য কে পারে গণিতে ?
লণ্ড ভণ্ড ব্রাহ্মদেশ। ব্রাহ্ম ব্যারিষ্টার,
খসিল হস্তের "ব্রিফ," গাউনের মাঝে
দুরু দুরু কাঁপে বুক, শুকায় বদন,
চাহিতে জজের পানে দেখে অন্ধকার,
পড়য়ে মূর্চ্ছিত হয়ে। ব্রাহ্ম অধ্যাপক,
পূর্ব্বশিক্ষা যায় ভুলি ; বিদ্যালয়ে গিয়া
না পারে বলিতে "নোট" হাসে ছাত্রগণ।
উন্মত্ত ব্রাহ্মের ঘোঁড়া, না মানে চাবুক ;
দৌড়ায় কুপথ পানে। ব্রাহ্ম মিশনারি,
আশঙ্কায় রুদ্ধকণ্ঠ, কি কথা বলিতে
কি কথা বলয়ে ফেলি। বেদির উপরে,
বসিয়া করুণস্বরে 'জয় ব্রহ্ম' বলি,
করে কভু আর্ত্তনাদ। ব্রাহ্ম শিশুগণ
ব্যাটবল লয়ে আর না পারে খেলিতে
অসাড় অবশ অঙ্গ। বিদ্যালয়ে গিয়া
না পারে বলিতে পাঠ ; শিক্ষকের কাছে
নিত্য তিরস্কার খায়। না বুঝি শিক্ষক,

কি বিষাদে ব্যাকুলিত শিশুর পরাণ,
কেন অন্যমনা এত, করেন প্রহার,
নীরবে কাঁদয়ে শিশু। ব্রাহ্ম চিকিৎসক,
স্পর্শিতে রোগীর নাড়ী নিজের নাড়ীতে
দেখেন স্পন্দন নাই। সভয়ে অমনি
চমকি চৌদিকে চান সন্ত্রাসিত মন।
সঘনে নির্ঘাত বায়ু বহে ব্রাহ্মদেশে,
পাংশুবৃষ্টি, রজোবৃষ্টি, রক্তবৃষ্টি আদি,
হয় সেথা মূহুর্মুহু। বজ্র বিনা মেঘে
পড়িয়া ব্রাহ্মের গৃহ করে বিদারিত,
খসি পড়ে চূর্ণকাম। অকাল পবনে
ভাঙ্গিয়া ফুলের টব যায় গড়াগড়ি।
রজকে ছিঁড়য়ে বস্ত্র। ব্রাহ্মের কুক্কুর,
দিবস দুপরে ডাকে ঘোরনাদ করি।
কাচের বাসন আহা হাত হ'তে খসি
পড়িলেই যায় ভাঙ্গি। ব্রাহ্মের উদ্যানে
জলাভাবে মরে তরু। ক্রীড়া পুত্তলিকা
অধোমুখ হয়ে পড়ে। ঘোর অমঙ্গল,
মাসান্তে বেতন চায় ব্রাহ্মের চাকর,
ভাড়া চায় ভাড়াদার। বিষম সঙ্কট,
উল্কাপাত, বজ্রাঘাত, ভূমিকম্প আদি
ঘটে মূহু ব্রাহ্মদেশে। ঘন হুহুঙ্কারে

পরিপূর্ণ ব্রাহ্মরাজ্য। মেঘদল আসি
আচম্বিতে করে গ্রাস শশী দিবাকর,
আঁধারে ডুবায়ে দেশ। উঠে ধূমকেতু।
শিশিরে, কুহেলি জালে মগ্ন দশদিক্।
সন্ত্রাসিত ব্রাহ্মগণ। পারে না বুঝিতে
কেন অমঙ্গল হেন ঘটে নিতি নিতি।
　　হেথা পঞ্চানন্দ দেব কলিরাজ সনে
বাড়িছেন দিন দিন; শুক্লপক্ষে আহা
শরদের শশী যেন। প্রতিবাসী যত
রূপে গুণে মুগ্ধ সবে কহে পরস্পরে ঃ—
'দেব অংশে জন্ম ছেলে দেব অবতার,
বাড়িবে বংশের নাম এ ছেলের গুণে,
ভাগ্যগুণে বাঁচে যদি।' কহে কোন জন,
'এ ছেলে সামান্য নয়; দেখিছ না ভালে
রহেছে জটুল চিহ্ন'; আর জন কহে
'বুঝিয়াছি ভাগ্যগুণে পঞ্চানন্দ দেব
উদ্ধারিতে হিন্দুধর্ম্ম অবতীর্ণ নিজে'।
　　কৈশোর ক্রমশ গত। শিক্ষা লাভ তরে
সঙ্গে লয়ে কলিরাজে পঞ্চানন্দ দেব,
চলিলেন গুরুগৃহে। দ্বাপরে যেমতি
কৃষ্ণ বলরাম দোঁহে সন্দীপন ধামে।
অবতীর্ণ নরলোকে নরশাস্ত্র যত

শিখিলেন দুইজন। সাহিত্য, বিজ্ঞান,
আইন, কানুন, তন্ত্র, ধর্ম্ম, রাজনীতি,
করিলেন কণ্ঠস্থিত। দেবের প্রতিভা
নহে সমতুল্য তার নর-বুদ্ধি কভু;
শিখিলা চৌষট্টি বিদ্যা চৌষট্টি দিবসে
চুরি, প্রবঞ্চনা, মিথ্যা, বিজ্ঞাপন দেওয়া,
কর্ম্মনাশা মহাবিদ্যা, আরও বিদ্যা কত
গন্ধর্ব্বরাক্ষস জাত হল না শিখাতে
পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত তাহা। শরৎ সময়ে
ধায় যথা হংসমালা মন্দাকিনীতীরে,
কিম্বা নিশা-সমাগমে দীপ্তরশ্মি রাশি,
পশে ওষধির অঙ্গে; উপদেশ কালে
তেমনি তারাও সব মিলি দলবলে,
সঙ্গে লয়ে কপটতা, ভাক্ত ধর্ম্মভাবে,
লভিলা আশ্রয় দেব দ্বয়ের চরণে।
কৈশোর অতীত ক্রমে; মধুর যৌবনে
পড়িলেন দেবদ্বয়। কি বর্ণিবে কবি,
কত যে খেলিলা খেলা বঙ্গ ব্রজধামে,
কে বর্ণিতে পারে তাহা? কদম্বের মূলে,
মধুর অধরে বাঁশী কভু দাঁড়াইলা,
জীবন যৌবন ধন কত কুলবালা
সমর্পিলা আসি হায়। কভু নদীতীরে,

টানিলা কলসী ধরি কত গোপিনীর,
হরিলা বসন কারু। বক, বৃষাসুরে
কভু বা করিলা বধ। কত কুঁবুজারে
দিলা রাজরাণী পদ। লীলাময় দোঁহে
প্রকাশিলা কত লীলা; কভু বা রাখাল
কভু বা সম্রাটরূপী। লুকাইলা কভু
পাপ জরাসন্ধ ভয়ে। কত রুক্মিণীরে
ফাঁকি দিয়া শিশুপালে করিলা হরণ;
অপূর্ব্ব দেবের কীর্ত্তি। সম্পাদক কভু,
কথন (ও) বা প্রেসম্যান, আরও কতরূপ,
উকীল, কেরাণী, মরি উমেদার কভু,
হায় রে দেবের লীলা কে পারে বর্ণিতে?
    শিক্ষা লাভ হ'ল শেষ; কলিরাজ তবে
উদ্ধারিতে রাজ্য নিজ ব্রাহ্ম কবলিত,
করিলেন মতিদান। বিচারি অন্তরে
শুভদিনে শুভক্ষণে উপযুক্ত স্থানে
স্থাপিলেন রাজধানী। দেব সমাগমে
পবিত্রিলা কলিটোলা। হায় রে কপাল,
না জানি অবোধ লোক বলে কলুটোলা
দেবের অপূর্ব্ব কীর্ত্তি চাহে ডুবাইতে
অপভ্রংশ নাম দিয়া। কিন্তু সাধ্য কার
কে পারে সুধাংশু অংশু বসনে বাঁধিতে?

বিরাজিত কলিরাজ কলিটোলা মাঝে
উদ্ধারিতে হিন্দুধর্ম্ম। অন্য দেব যত
জন্মেছিলা মর্ত্ত্যলোকে ক্রমে সেথা আসি
হইলেন একত্রিত। নিজে শনৈশ্চর,
বৃহস্পতি-পুত্র কচ, বর্ব্বট, ষণ্ডাল,
তালজঙ্ঘ, বক্রদন্ত, খর্ব্বগ্রীব আদি,
সিধু, নিধু, রসরাজ, মাতাল গিধ্বড়,
ব্রহ্মচর্য্য আদি দেব, কলিটোলা ধামে
দেখা আসি দিলা সবে। আসিলে যামিনী
কে না জানে তারাদল বেড়ে তারানাথে?
গুল্‌জারিত কলিটোলা; নিত্য রণোৎসবে
কম্পিত নগরবাসী। না পারে বুঝিতে
কেন রণবাদ্য এত, বিজয় পতাকা।
কম্পিত ব্রাহ্মের প্রাণ, করে উড়ু উড়ু;
খাইতে বসিতে শু'তে শান্তি নাহি মনে।
অমঙ্গল, কুস্বপন, ঘটে ব্রাহ্মদেশে,
ভীত ব্রাহ্ম মিশনারী; করে স্বস্ত্যয়ন,
ইষ্ট মন্ত্র যায় ভুলি। হিন্দু দেবগণে,
না দেখি উপায় আর ডাকে অবিরত;
হরি হরি বলে কেহ; কেহ শিব শিব,
কেহ দুর্গা, জগদ্ধাত্রী। হাসে কলিসেনা
এইরূপে বহুদিন হইল অতীত।

ইতি শ্রীমহাকবি ধূর্জ্জটিকৃতৌ একাদশ অবতারে
মহাকাব্যে আবির্ভাবো নাম পঞ্চমঃ সর্গঃ।

ষষ্ঠ সর্গ।

বাজিছে সমরবাদ্য কলিটোলা ধামে,
হ্রেষে অশ্ব, গর্জ্জে গজ, দেব অনীকিনী
মূহুর্ম্মূহু সিংহনাদ ছাড়িছে সঘনে,
বিদারিত নভস্থল। প্রতিধ্বনি ছলে
উঠিতেছে চারিদিকে অস্ফুট আরাব।
বীরমদে, ধর্ম্মমদে, শুধু মদে আহা,
মত্ত কত বীরবর, ভ্রমিছে চৌদিকে;
হায় রে বসন্তাগমে করিযূথ যথা।
লম্ফে ঝম্পে, বীরদর্পে, অঙ্গ বিধূননে,
সঘনে কাঁপিছে ধরা, টলিছে পাতালে
বাসুকী নাগের মাতা, লড়িছে ভূধর,
উথলিছে সিন্ধুস্রোত। বিজয় পতাকা,
কলি নামাঙ্কিত আহা ধূমকেতু সম
ব্রাহ্মের অশুভ চিহ্ন উড়িছে আকাশে।
ধূ ধূ ধূ ধাঁ ধাঁ ধাঁ রবে মধুর নৌবৎ,
বাজিতেছে রাজদ্বারে। না বুঝি কারণ,
বিস্মিত নগরবাসী চিত্রার্পিত প্রায়
দেখিছে দাঁড়ায়ে সবে। চীৎকারি সঘনে

জয় কলিরাজ বলি হাঁকিছে ‘হকার’
রাজার নকীব তারা। বীরমদে মাতি
হ্রেষিছেন কলিদেব। বাজিছে বাজনা,
রোধিছে শ্রবণপথ, মহাকোলাহলে।
প্রশস্ত সুন্দর গৃহ রাজপথ পাশে
উঠেছে সুচারু অতি। উজ্জ্বল অক্ষরে
লেখা শিরোদেশে তার, ‘ব্রাহ্মাসুরে নাশি
রক্ষিবারে হিন্দুধর্ম্ম বিরাজিত হেথা’
কলি, শনৈশ্চর আর পঞ্চানন্দ দেব।
বসেছেন কলিরাজ সে গৃহের মাঝে
সঙ্গে লয়ে মন্ত্রিদলে। ঘিরি নৃপবরে
শত শত বীরবর বীতিহোত্র রূপী
দাঁড়ায়েছে চারি দিকে। রাজার সম্মুখে
অজিন আসনে বসি পঞ্চানন্দ দেব
দেখিছেন কাকস্বপ্ন। সোমরস সেবি
সুরভি উদ্গার আহা মধুগন্ধে ভরা
তুলিছেন মূহুর্ম্মুহু। ব্রহ্মচারী দেব
নিত্য পরিমিত পায়ী; ভাগ্যবশে শুধু
দুএকটি দিন মাত্র হয় মাত্রাধিক
ব্রাহ্মের পাপের ফলে। সে দিন অমনি
পরম সন্ন্যাসী দেব রজো মাখি গায়
উদ্ধারিতে হিন্দুধর্ম্ম, স্থণ্ডিল আসনে

জননী ধরার ক্রোড়ে করেন শয়ন।
রাজার দক্ষিণে বসি বেহ্মচয্য দেব
জপিছেন ইষ্ট মন্ত্র। দর্ভ সিংহাসনে
বসেছেন রাজগুরু, দাড়ি দোলাইত,
চিরুনী চালিত মরি। হিন্দু বিধবার
চির ব্রহ্মচয্য ব্রত বড় প্রিয় তাঁর
তেঁই গুণগ্রাহী লোকে বেহ্মচয্য বলি
দিয়াছে উপাধি তাঁয়। শ্রুতি, স্মৃতি, বেদ,
পুরাণ, কোরাণ, তন্ত্র, ললিতবিস্তর,
জেন্দাবেস্তা, বাইবেল, ত্রিপীতক আদি
আরও কত শত গ্রন্থ, ধর্ম্ম, রাজনীতি,
সব গর্ভস্থিত তাঁর। দক্ষ, পরাশর,
মনু, যাজ্ঞবল্ক্য, মেন, ব্যাস, ব্ল্যাক্‌ষ্টোন,
অষ্টিন, সোলন, ড্রাকো, জষ্টিনান আদি,
করেছেন জীর্ণ প্রভু। বাতাপি ইল্লোলে
করেছিলা জীর্ণ যথা কুম্ভযোনি ঋষি।
যণ্ডাল বর্ব্বট আদি সভাসদ যত,
দাঁড়াইয়া চারিদিকে। স্বর্গলোকে হায়,
আছিলেন যে যেমন, মর্ত্তেও তেমন,
আকারে, প্রকারে, রূপে, বসনে ভূষণে,
নাহি মাত্র বিভিন্নতা। মর্ত্ত্যলোকে আসি
পবিত্রিতে নরকুল, নর নাম শুধু

লয়েছেন কৃপাকরি। ক্ষতি কিবা তায়
নামে কিবা যায় আসে? কেনা জানে বল
গোলাপ গোলাপ তবু অন্য নাম দিলে?
বসিয়া গম্ভীর ভাবে ধর্ম্মবীরগণ
ভাবিছেন মনে মনে; কি উপায়ে নাশ
পাবে পাপ ব্রাহ্মদল। কতক্ষণ পরে
উন্মিলি নয়ন যুগ, বেহ্মচয্য দেব
কহিলেন মধুস্বরে। শুন বৎস কলি,
শুনি লোকমুখে তব অতুল সম্পদ,
এসেছি দেখিতে তোমা। করি আশীর্ব্বাদ,
বাড়ুক বিভব তব বিধির বিধানে,
সংগ্রামে বিজয়ী হও। প্রজাগণ তব
ধন ধান্যে পূর্ণ হ'ক্। শিষ্য তুমি মোর,
শুনিলে সুযশ তব পাই বড় প্রীতি।
হায় বৎস, শিশুকালে আমার আশ্রমে
আছিলে যখন তুমি, বিদ্যালাভ তরে,
কে জানিত ভাগ্যে তব এত সুখ ধাতা
লিখেছিলা সে সময়? আছিলে রাখাল,
হয়েছ সম্রাট এবে! মূর্ত্তি দেখি তব,
ভাবিতাম মনে মনে নিরেট তোমায়,
তা নয় ভিতরে ফাঁপা; আহা মরি মরি
এত গুণ ছিল তব! হও বৎস সুখী,

তবু ভাল, লোকে ধর্ম্মে বলিবে ত সবে
অমুকের শিষ্য কলি হেন গুণবান।
কিন্তু বৎস তুমি নাকি ব্রাহ্মদের সনে
আরম্ভিবে অসিযুদ্ধ? হেন বুদ্ধি তোমা
দিল বল কোন জন? মর্ত্ত্যলোকে আসি
একি বুদ্ধি হ'ল তব? ছি ছি ধিক্ ধিক্
করিও না হেন কায। বাঙ্গালীর কুলে
জন্মেছ, বাঙ্গালি সম কর ব্যবহার;
অপ্রকাশ্যে কর রণ; ইন্দ্রজিত্ যথা
করেছিলা লঙ্কাভূমে। প্রকাশ্যে সমর
বড়ই বিষম কথা। বল বৎস শুনি
তোমার দুর্জ্জয় অস্ত্র হংসপুচ্ছ নামে
মিলে না কি মর্ত্ত্যলোকে? অসিযুদ্ধ সাধ
কেন তব হ'ল তবে? রাজা হ'য়ে তুমি
হায় বৎস, রাজনীতি পার না বুঝিতে?
শিখ তবে মোর কাছে। হের গুণপণা
সত্য নয়, মিথ্যা নয়, গল্প নয় বলি
অদ্ভুত ভ্রমণ বার্ত্তা, বাষ্পযান আদি,
কত অস্ত্র ছাড়ি আমি। আমার মতন
করিতে ভদ্রের কুৎসা ললিত ভাষায়
কে কোথা জগতে আছে? কিন্তু সাধ্য কার
কেবা পায় ধরে ছুঁয়ে? শিখ রাজনীতি,

প্রকাশ্যে সমর সাধ দাও বৎস, ছাড়ি।
আরও গূঢ় কথা আছে। শুন বৎস বলি
বড়ই পাপিষ্ঠ এই পাপ ব্রাহ্মদল
পারিবে না আঁটিবারে। কোন রূপে যদি
বিবাদ মিঠাতে পার, ভাল হয় তবে;
না হ'লে কুশল নাই শুন বৎস বলি,
চিনি আমি ভাল মতে দুষ্ট ব্রাহ্মদলে
তেঁই কহিতেছি হেন। কি কহিব হায়
এখনও হিয়া মম কাঁপে থরথরি
স্মরি যদি দুষ্টমতি গাঙ্গুলী যে দিন
বিশাল লগুড় স্কন্ধে দ্বারে আসি মোর
দাঁড়াইল দলে বলে। ভাবিলাম মনে
বুঝিবা লগুড়াঘাতে, মার্কিনে যেমতি
গিলায় আমারে হায় নবপ্রাণ হ'তে
ধূম্রযান মহাপর্ব্ব। শুন বৎস তবে
কি কায প্রকাশ্য রণে, দেখ ভাবি তুমি
কি না দোষ আছে তব। লোকে যেন জানে
বড় গুণবান তুমি, বিজ্ঞ, বিবেচক,
ব্রহ্মচারী, ব্রতধারী। কিন্তু বৎস তুমি
বুঝিছ ত মনে সব; কেন বল তবে
এত বাড়াবাড়ি কর? না জানিতে লোক,
বিদ্যা, ব্রহ্মচর্য্য তব, সুবোধের মত

ক্ষান্ত হও, ক্ষান্ত হও, করো না সমর।
কিন্তু বৎস, নিতান্তই বাঞ্ছা তব যদি
যুঝিতে ব্রাহ্মের সনে; কর বৎস তবে
মহাঘোর মসীযুদ্ধ। কিন্তু তাও বলি
প্রকাশ্যে কর না কভু; নহে কোন কালে
মহাজন-প্রথা এই। যত ইচ্ছা তব
অপ্রকাশ্যে কর রণ; কে দূষিবে তোমা?
কিন্তু বৎস, একি তব ললাটেতে কেন
উদিল ভ্রূকুটী রেখা? উপদেশে মোর
বিরক্ত কি হলে তুমি? ব্যথা পাও যদি
থাক্ বলিব না তবে। কিন্তু দেখ ভাবি,
গুরু আমি তব; মোর আছে অধিকার,
উপদেশ দিতে তোমা। শুন বৎস বলি,
জানি আমি ব্রাহ্মগণ বড় দাগাদার,
চোর নাম দেছে তব; তেঁই তব ক্রোধ।
কিন্তু বৎস সত্য করি বল দেখি মোরে
মিথ্যা কি সে সব কথা? সত্য যদি হয়
কেন ক্রোধ কর বাপু? ভুলে যাও সব।
বড় হও, রাজা হও, তবু শিষ্য তুমি
লও উপদেশ মোর। ব্রাহ্মের কথায়
ক্রোধ কি করিতে আছে? কি বলিবে লোকে?
নীচ যদি উচ্চ ভাষে সুবুদ্ধি তা হলে

হাসি উড়াইয়া দেয়। চুনো পুঁটি তারা
কে ধরে তাদের কথা? রুই কাত্‌লা তুমি,
এ নয় উচিৎ তব। দেখ ভাবি মনে
কত কিনা বলে তারা। রাজগুরু আমি
আমারেই বলে কত। চিনে না আমায়
ছিনু আমি রক্ষা তাই; হিন্দুর বিধবা
কোন রূপে ব্রহ্মচর্য্য পালিতেছে তেঁই;
বুঝে না পাপিষ্ঠদল। কিম্বা কি বুঝিবে
আমার মহিমা তারা। মর্ত্ত্যলোকে আমি
মনু, অত্রি, হারীতের পিতৃপুণ্যফলে
হয়েছিনু আবির্ভূত। তা না হলে হায়
না জানি কি হ'ত ভবে। হয় ত ভারত
ধ্বংস হ'ত এত দিনে। তুলসীমণ্ডপে
বসিত ক্রোটন গাছ; শালগ্রাম লয়ে
বিলিয়ার্ড খেলা হ'ত; যজ্ঞ উপবীতে
বাঁধা হ'ত তাম্রচূড়। নির্ব্বোধের দল,
বুঝে না শাস্ত্রের মর্ম্ম; বিধবার বিভা
হ'তেও কি পারে কভু? নিকৃষ্ট সমাজে
চলিলেও চলে বটে, প্রকৃষ্ট সমাজে
চলিবার নহে কভু। বিফল প্রয়াস,
গরম গরম কুল্পী হয় কি কখন?
শুন বৎস, ক্ষান্ত হও; গুরু তব আমি,

লও উপদেশ মোর। হাটের ভিতর,
ভাঙিও না হাঁড়ি আর; বুঝ ভাবি মনে,
করুন্ কল্যাণ তব পঞ্চানন্দ দেব।”
নীরবিলা রাজগুরু। পঞ্চানন্দ দেব,
বিকট হুঙ্কার ছাড়ি, (যে হুঙ্কারে হায়
আঁতুড়ে ছেলের প্রাণ উঠে চমকিয়া)
কহিলেন উচ্চভাষে “শুন রাজগুরু,
বলিলে ত ঢের কথা, ধার্ম্মিকের মত
দিলে উপদেশ বহু, কিন্তু বল শুনি,
চিন কি সে ব্রাহ্মগণে? কত অনাচার,
করিছে নিয়ত তারা জান কি সে সব?
বলিবে না তুমি কেন? মর্ত্ত্যলোকে আসি
জানি ব্রাহ্ম সনে তব হতেছে সম্প্রীত,
তুমিত ব্রাহ্মের দোষ পাবে না দেখিতে।
স্বদেশ স্বধর্ম্ম রক্ষা, নহে ব্রত তব;
কিন্তু ধর্ম্মরক্ষা হেতু জন্মেছি যে মোরা,
সে কথা কি জান তুমি? আমরা কেমনে
থাকিব নিশ্চিন্ত হয়ে? তোমার কি বল?
“একটি কণ্টক যার না ফুটেছে পায়,
সে কেন না হাসিবেক হেরি শেলাঘাত?”
চাহি না সাহায্য তব, উপদেশ দিতে,
ডাকি না তোমারে হেথা। একেশ্বর আমি

বিনাশিব ব্রাহ্মদলে; একেশ্বর বীর
দহিলেন লঙ্কা যথা। সঁপেছি জীবন,
এই মহাকার্য্যে আমি; দেখিব এবার
কে রক্ষিবে ব্রাহ্মদলে। সহস্র পরাণ
থাকিলেও ভ্রাতাদের নাহি পরিত্রাণ।
ইচ্ছা হয় যাও চলি ব্রাহ্মদের সনে
করগে সম্প্রীত তুমি; ডাকি না তোমায়।
নিজ বাহুবলে আমি ভুবনবিজয়ী,
কায কি দোসরে মোর? রাজগুরু তুমি
উপরোধ করি তেঁই; তা না হ'লে আজ
শিখাতাম ভালমতে। পঞ্চানন্দ আমি;
আমার সেবক কলি; এত স্পর্দ্ধা তব
তারে দাও উপদেশ? ব্রাহ্মশত্রু মোর,
শাস্তি দিতে চাই আমি, তুমি কেন বাদী?
রাজনীতি শিখাইতে ছিল নাকি স্থান
তাই এলে মোর কাছে? পড়িল না মনে
কে তুমি কে চিনে তোমা? রাখ রাজনীতি,
রেখে দাও উপদেশ। চিনি তোমা ভাল
অন্তরে গরল তব, মুখেতে সম্প্রীত,
বিষকুম্ভ পয়োমুখ। কায নাই তব
উপদেশে, এই বেলা যাও মানে মানে।"
নীরবিলা পঞ্চানন্দ। রোষে অভিমানে

(দণ্ডাহত সর্প যেন) ফুঁসি কতক্ষণ,
আরম্ভিলা রাজগুরু "কি বলিলে আজ,
কি বলিলে পঞ্চানন্দ, কে চেনে আমায়,
আমি বেহ্মচয্য দেব ? কে চেনে তোমায় ?
প্রিয় শিষ্য কলি মোর, কোলে পিঠে করি
মানুষ করিনু তায় ; আজ কোথা হতে
অকস্মাৎ আসি তুমি স্কন্ধে চাপি তার,
তাড়াইতে চাও মোরে ? অহো স্পর্দ্ধা তব !
বাড়িয়াছে বুক তব ব্রাহ্মে গালি দিয়া,
তাই অনায়াসে আজ বেহ্মচয্য দেবে
এলে তুমি গালি দিতে ? ভেবেছ কি মনে,
বড়ই রসিক তুমি? জানে না জগতে
আর কেউ রসিকতা ? কেন এ বিশ্বাস ?
নহে রসিকতা কভু একচেটে তব,
বাঁদরামি টুকু বটে। নহি ব্রাহ্ম আমি,
কেন রাঙাইছ আঁখি ? না ডরি তোমায়।
বলি পঞ্চানন্দ দেব, হিত কথা শুন,
কেন বাড়াবাড়ি কর ? চিনেছে তোমায়,
চিনেছে বাঙ্গালি জাতি ; কেন তবে আর
পেসাদারি হিঁদুয়ানি ? ক্ষান্ত হও এবে।
জন্মেছ ভদ্রের কুলে শিখ ভদ্র রীত
বুঝে শুঝে কথা কও। জান নাকি তুমি

ইট্‌টি মারিলে হয় পাট্‌কেল খেতে?
কিন্তু বলিব না আর; নাহি ইচ্ছা মোর
বিবাদিতে তব সনে। সমভাবে মোরা
ভক্তপ্রেমে বাঁধা দোঁহে; কিন্তু দুঃখ এই,
প্রিয় শিষ্য মোর কলি; তার স্কন্ধে কিনা
অধিষ্ঠিত হলে তুমি? হা বৎস, হা কলি,
না জানি ভুলেছ বাছা, তুমি কি কুহকে?"

নীরবিলা রাজগুরু। সভাজন যত
বিস্মিত স্তম্ভিত সবে, রহিল চাহিয়া।
ব্যাঘ্র ভল্লুকের যুদ্ধ, অন্য প্রাণী যত
তারা কি করিতে পারে? স্থূলচর্ম্মী দেব
পঞ্চানন্দ, বহুক্ষণ রহিলা নীরবে।
উপজিল ক্রোধ ক্রমে দেবের অন্তরে
নড়িল মস্তকে শিখা, ভৈরব কল্লোলে
কল্লোলিল সোমরস উদরের মাঝে,
উঠিল উদ্গার ঘন; নাসারন্ধ্র হ'তে
নিঃসরিল ফেনপুঞ্জ; শ্মশ্রু রোমরাজী
স্পর্শিল আকাশ দেশ; প্রসারি রসনা
চাটিলা সৃক্কণী দেব মহাক্রোধ ভরে।
চমকিলা সভ্যগণ, প্রসাদিতে দেবে,
কহিলেন কলিরাজ কৃতাঞ্জলি পুটে।

"ক্ষম দেব অপরাধ, চিরদাস আমি,

না বুঝিয়া গুরু মম করেছেন দোষ,
ক্ষম প্রভু কৃপা করি। কার সাধ্য দেব
লঙ্ঘিবে আদেশ তব? ব্রাহ্মদের সনে
যুদ্ধই আমার স্থির; কিন্তু সত্য কথা
কি বলিব, (ক্ষম দেব অপরাধ মম)
শুনিলে যুদ্ধের কথা শিহরয়ে প্রাণ।
নৃমুণ্ডকঙ্কাল যেন হেরি আশে পাশে।
অশ্বের ঝঙ্কার শুনি গজের টঙ্কার,
ভুলে যাই পিতৃনাম। তাই প্রভু বলি
যুদ্ধ যদি—এ কি দেব ভ্রুকুটী কি হেতু?"
যথা যবে ঘোর বনে নিরখি শার্দ্দূলে
সভয়ে কুরঙ্গ-শিশু, পড়ে আছাড়িয়া;
অথবা আফিসে যথা হেরিলে সাহেবে
ভ্রুকুটী-রঙ্গিল-মুখ, মুষ্টি-বদ্ধ কর,
আতঙ্কে কেরাণী ভায়া পড়ে সংজ্ঞাহীন,
দেবের ভ্রুকুটী হেরি, কলিরাজ তথা
পড়িলা মূর্চ্ছিত হয়ে। সভাজন যত
ধরাধরি করি সবে তুলিলা রাজনে,
কেহ বা সিঞ্চিল বারি, বিউনিল কেহ।
নিজে পঞ্চানন্দ দেব, কমণ্ডলু হ'তে
রাজার নয়নে মুখে সোমরস-ধারা
ঢালিলেন সযতনে। কতক্ষণ পরে

চেতন পাইয়া রাজা কহিলা করুণে।
"এতই সমরকণ্ডু যদি দেব তব,
যুদ্ধই যদ্যপি স্থির, গুরুর আদেশ,
কেমনে লঙ্ঘিব আমি দেখুন বিচারি
দোঁহে সম পূজ্য মোর; বিচারিয়া দোঁহে
দেন্ অনুমতি মোরে। যুক্তি মোর এই
দুজনার(ই) কথা থাক, হ'ক মসীযুদ্ধ,
কি আপত্তি আছে ইথে? হংসপুচ্ছাঘাতে
বিনাশুন মহাশত্রু পাপ ব্রাহ্মদলে।"
রাজবাক্যে পরিতুষ্ট সভাসদ যত,
দিলা ঘন করতালি। উঠিয়া অমনি
জলদ প্রতিম স্বনে পঞ্চানন্দ দেব,
কহিলেন উচ্চভাষে। "শুন কলিরাজ,
শুন সভাসদ যত, শুন রাজগুরু,
রক্ষিতে সবার কথা মসীযুদ্ধ তবে
করিলাম স্থির আজ। জন্মেছি যখন
পবিত্র বাঙ্গালিকুলে বাঙ্গালীর মত
অবশ্য করিব রণ। শুন কহি এবে
কি উপায়ে নষ্ট হবে দুষ্ট দেবঅরি।
জান সবে, পাপমতি ইংরাজ শাসনে
শস্ত্র ব্যবহার নাই। শেল, শূল, অসি
হেরিলে পুলিস আসি ধরিবে অমনি

ভাবিলে কাঁপয়ে প্রাণ। ধাতু অস্ত্রে তবে
কিবা প্রয়োজন বল? বুদ্ধিমান মোরা
গঠিব বিজ্ঞানবলে, আধ্যাত্মিক তেজে,
অধাতু নির্ম্মিত অস্ত্র; যার কাছে হায়,
মিট্রেলিস্, মার্টিনিস্ পাবে পরাজয়।
"পাঞ্চানন্দ" নামে অস্ত্র হইবে বিখ্যাত,
ইন্দ্রের ইন্দ্রাস্ত্র যথা, ব্রহ্মার ব্রহ্মাস্ত্র,
বিষ্ণুর বৈষ্ণব অস্ত্র। বজ্র দেহে যথা
বিধি হরি হর তেজ পশিয়া অমনি
দুর্জ্জয় করিলা তায়; তেমনই হায়
আমাদের তেজ, পশি সে অস্ত্রের দেহে
দুর্জ্জয় করিবে তায় অতুল ভুবনে।
যেদেশে যেখানে থাক্ ব্রাহ্মের সঞ্চার,
সুদূর মার্কিনে কিম্বা ঢাকা, বরিসালে,
নগরে, অথবা বনে, নদনদীতীরে
রাজার প্রাসাদে কিম্বা দরিদ্রের গৃহে,
বিনষ্ট হইবে সবে। সে অস্ত্রের বলে
না থাকিবে ধরাতলে ব্রাহ্ম নাম আর।
ভুলাইতে নরচিত্ত সে অস্ত্রের দেহে
লিখিব স্বহস্তে আমি কল্পনার বলে
কতই বিচিত্র কথা বেদবিধি ছাড়া।
রাজা হ'ক, প্রজা হ'ক, কাঙ্গাল তাপস,

তেলী, মুদি, গাড়োয়ান, ইস্কুলের ছেলে,
উকিল, মোক্তার কিম্বা কেরাণী, মাষ্টার
করতালি দিয়া সবে নাচিবে পড়িয়া,
অঙ্কিত সে অস্ত্র দেহে উজ্জ্বল অক্ষরে,
"পরম অধর্ম্মাচারী ব্রাহ্ম পাপমতি।"
দেশে দেশে, গ্রামে গ্রামে, সুগভীর স্বরে
ঘোষিব এ কথা আমি; যেথা যারে পাব
কহিব সবার কাছে; মনুমেণ্ট দেহে,
অত্যুচ্চ পর্ব্বত-শৃঙ্গে মন্দিরের চূড়ে,
লিখিব সে কথা হায়; আঁধার নিশীথে,
পড়িবে তা হলে লোক পুলকিত মনে
"পরম অধর্ম্মাচারী ব্রাহ্ম পাপমতি।"
রচি গাথা শিখাইব বহুযত্ন করি
ভণ্ডাশ্রম-শিশুদলে; গাইবে তাহারা
করতালি দিয়া সবে নাচিয়া কুঁদিয়া,
"পরম অধর্ম্মাচারী ব্রাহ্ম পাপমতি।"
'রুচি, রুচি' করে ব্রাহ্ম, দেখাব এবার,
কোকিলে, ভ্রমরে, দোঁহে পুষি শিখাইব
ব্রাহ্মের সুকীর্ত্তি যত; বসি কুঞ্জবনে
কুহরণে গুঞ্জরণে গাইবে তাহারা
"পরম অধর্ম্মাচারী ব্রাহ্ম পাপমতি।"
অস্ত্রের মহিমা হেরি অতি অল্পদিনে

যুটিবে সেনানীদল; ঢালী, পদাতিক,
কেরাণী, দপ্তরী, ভিস্তি, ভাড়াটে লেখক,
হাজার হাজার আসি দাঁড়াইবে দ্বারে।
শিক্ষা দিতে তা সবায় রাজপুরোহিত
সৃজিবেন ভণ্ডাশ্রম, উলউইচ্ মাঝে
যুদ্ধ-বিদ্যালয় যথা; চিন্তা নাই আর,
অচিরে ব্রাহ্মের বংশ যাবে ধ্বংসপুরে।
ভবিষ্যৎ আজি বৎস কহিব তোমারে
শুন মন দিয়া তুমি। গৌরবে তোমার
সমগ্র বাঙ্গালী জাতি হ'বে কীর্ত্তিমান।
রাজা হ'ক, প্রজা হ'ক, সমভাবে সবে
দাঁড়াইবে দ্বারে তব। এই কলিটোলা,
হবে পুণ্য তীর্থক্ষেত্র; পবিত্র এ স্থান,
আমাদের পদরজে। কত দেশ হ'তে
আসিবে কতই লোক এ তীর্থ দর্শনে
প্রয়াগে পুষ্করে যথা। ভয় নাই আর;
সিদ্ধ-প্রায় কার্য্য তব মোর আশীর্ব্বাদে।
গাইবে ভারতবাসী একতান গানে
তোমার সুকীর্ত্তি যত; প্রতিধ্বনি তার
উঠিবে অনন্ত শূন্যে। গাইবে আকাশ
"জয় পঞ্চানন্দ দেব, জয় কলিরাজ।"
নীরবিলা পঞ্চানন্দ। সভাজন যত,

অদ্ভুত কৌশল শুনি আনন্দ-সাগরে
মজিলা উল্লাসে সবে। ঘন ঘোর রোলে
'জয় জয় পঞ্চানন্দ,' 'জয় কলিদেব'
গর্জ্জিল বিকট ঠাঠ। রাজার আদেশে
নীরবিলা কোলাহল; কলিরাজ তবে
চলিলেন হৃষ্টমুখে ভণ্ডাশ্রম পানে।

ইতি শ্রীমহাকবি ধূর্জ্জটি কৃতৌ একাদশঅবতারে
মহাকাব্যে নির্ণয়ো নাম ষষ্ঠঃ সর্গঃ।

সপ্তম সর্গ।

বহুদিন পরে আজ তোমার চরণে
প্রণমি কল্পনা দেবি, বিশ্ব বিনোদিনি,
এস মা দাসের হৃদে। হায় দেবি, মনে
ভেবে ছিনু গ্রন্থারম্ভে হেরিব নয়নে
কতই অদ্ভুত চিত্র। কই সে সকল,
একি দেখাইছ সব? মূঢ় নর আমি,
হে দেবি, প্রসাদে তব ভেবেছিনু মনে
লিখিব কতই কথা। মানব লেখনী
লিখে নাই কভু যাহা। কিন্তু দয়াময়ি
কহ শুনি কোন দোষে দিয়া আশা মোরে
নিরাশ করিলে হেন? না পারিনু হায়
বর্ণিবারে ডোম্‌নীর অদ্ভুত বীরতা,
ধুম্‌সী দাসীর ক্রোধ, শতধিক্ মোরে।
এত যে নিশীথ-তৈল করিয়া ব্যয়িত
লিখিতেছি কাব্যখানি, মাথা মুণ্ডু মোর,
কি লিখিনু ছাই ভস্ম? না পারিনু যদি
লিখিতে এ সব কথা। তাও থাক্ দূরে

থাকিত না ক্ষোভ হায়, পারিতাম যদি
লিখিবারে কোনরূপে, লিখেছিলা যথা
অঞ্জনার স্নেহনীড়ে পালিত শ্রীমান
বীরবর, (রামদাস খ্যাত তেঁই ভবে)
বাঙ্গালীর বীরপণা 'ভারত উদ্ধার'।
কিন্তু অভিমান দেবি, সাজেনা তোমারে,
তুমিও করুণা-গুণে দেখায়েছ দাসে
কতই অদ্ভুত দৃশ্য। মানব জনমে
হেরে নাই কেহ যাহা। তোমার(ই) প্রসাদে
হে দেবি, মানব হয়ে দেখেছি নয়নে
বিচিত্র নিরয়পুর—কলিরাজধানী।
হেরিয়াছি কলিদেবে রাজসভা মাঝে ;
দেখিয়াছি পঞ্চানন্দে দামোদরকূলে ;
হেরিয়াছি শনৈশ্চরে, বেক্ষচর্য্য দেবে,
রাজ পুরোহিত কচে। আছে আশা দেবি,
জনমি মনুজকুলে তোমার(ই) প্রসাদে
নিরখিব ভণ্ডাশ্রম ;—যুদ্ধ বিদ্যালয়
নিজে কচ দেব যথা সমর কৌশল
শিক্ষা দেন ছাত্রগণে। কর দয়া দেবি,
দেখাও সে চারুদৃশ্য পুণ্য তপোবন।
বলিতে বলিতে কথা, সহসা আমারে
এ কোথা আনিলে আজ, কহ দয়াময়ি,

এ কোন অদ্ভুত দেশ? চমকে যে প্রাণ।
এই কি সে ভণ্ডাশ্রম, কলি তপোবন?
নাহি তরুলতা হেথা, নাহি মৃগ, পাখী,
না ফোটে কুসুম কভু, নাহি হোম ধেনু;
'বটবঃ সামগা ইব' নাহি কুশ, কাশ,
নাহি হোমগন্ধি ধূম। উটজ অঙ্গনে
নাহি মৃগশিশুচয়, নাহি বেদপাঠ;
হায়রে কলির দেশে সকল(ই) অদ্ভুত,
নাহি জপ, নাহি তপ, তবু তপোবন।
অদ্ভুত সে তপোবন! একদিকে তার
প্রক্ষালিয়া পুণ্যজলে পবিত্র আশ্রম,
"নর্দ্দামা" নামক নদ মৃদু কল কলে
বহিতেছে অবিশ্রাম। চুরটের ধূমে,
কেরোসীন ধূমে তথা, তপোবন গৃহ
ধরেছে মলিন বেশ। চড়া'য়ের বাসা
হয়েছে কার্ণিসে কোথা; খসিয়া তা হতে
পড়েছে জঞ্জাল কত; কিন্তু কচদেব
বড় গুণগ্রাহী ঋষি; কুড়ায়ে তা সবে
রেখেছেন যত্ন করি; ভাবি মনে মনে
শুকমুখভ্রষ্ট এই নীবার আমার।
পবিত্র আশ্রম, তার আসন্ন প্রদেশে
অপ্সরানিবাসভূমি। বিচারিয়া মনে

উপযুক্ত স্থান বুঝি আশ্রম সেথায়,
করেছিলা কচদেব। দেবরাজ নাকি
ব্রাহ্ম পরামর্শে ভুলি, ছলিবারে তাঁয়
উর্ব্বশী, মেনকা আদি অপ্সরার দলে,
পাঠাইয়াছিলা সেথা। কিন্তু তপোধন,
বৈজ্ঞানিক তেজোবলে মানবী করিয়া
রেখেছেন তা সবায়; দেখাইতে নরে
বিকারের হেতু হায় থাকিলেও যার
না হয় বিকৃত মন, সেই সাধু জন।
বসি ভণ্ডাশ্রম মাঝে রাজপুরোহিত।
নিবিড় শ্মশ্রুর দাম অঙ্গুলি চালনে
করিছেন কণ্ডুয়িত। লভি স্পর্শসুখ,
নিমিলিত প্রায় আঁখি। সুমন্দ অনিল
অপ্সরাসঙ্গীত বহি তাপসের কানে
ঢালিছে পীযূষ ধারা। ঘিরি তপোধনে
শত শত ছাত্রবৃন্দ বসেছে চৌদিকে
নানা বেশী, নানা দেশী; কেহ হ্যাট ধারী
শাম্‌লা কা'র (ও) বা মাথে; গায়ে নামাবলী
ব্রাহ্ম-মৃগ-বাগ-থাবা তিলক কপালে;
গায়ে কলিনাম কা'র (ও)। চেইনের সনে
দুলিছে রুদ্রাক্ষ-মাল্য, করে দল মল;
শোভিছে চন্দনবিন্দু কা'র (ও) ভালদেশে

উষার ললাটে মরি শুকতারা যেন।
আন্দোলিত কৃষ্ণকূর্চ্চ ; মুণ্ডিত মস্তক,
আরওংকত মূর্ত্তিধারী। শত প্রসরণে
ঘিরি গুরুদেবে সবে, মহাকোলাহলে
করিছেন শাস্ত্রালাপ। ধন্য তপোধন,
না দেখি, না পড়ি শাস্ত্র, অনায়াসে আহা
দিতেছেন উপদেশ। নরজন্মে কভু
শুনে নাই কেহ যাহা, হেন অদ্ভুত
কহিছেন কত কথা। মুগ্ধ ছাত্রগণ,
গুরুর প্রসাদ লভি, গোভিলে, কপিলে,
বেদব্যাসে, যাজ্ঞবল্ক্যে, হারীতে, লিখিতে,
পানিনি, মেদিনী, যাস্ক, বরাহ মিহিরে,
একই নিশ্বাসে আহা বৈদ্যুতিক তেজে
করিছেন উদরস্থ। বৈজ্ঞানিক বলে
না হয় সম্ভব কিবা ? কেনা জানে বল
বিশাল সাগরবারি একই গণ্ডুষে
করেছিলা গর্ভসাৎ কুম্ভযোনি ঋষি ?
ভাবে মগ্ন ছাত্রগণ, বসি একমনে
করিছেন শাস্ত্রপাঠ। কোন সাধুজন
পড়িছেন 'ব্রহ্মসূত্র', 'গৃহ্যসূত্র' কেহ
গুরুর পশ্চাতে বসি কোন সাধুজন,
পড়িছেন 'কামরত্ন'। মুগ্ধ গুরুদেব,

একে একে যোগ, যাগ, ভক্তি, মুক্তি, ক্রিয়া,
জীবতত্ত্ব, আত্মতত্ত্ব, প্রেমতত্ত্ব তথা,
ধর্ম্মযোগ, কর্ম্মযোগ, হঠযোগ আদি,
কহিছেন ছাত্রগণে। অপূর্ব্ব সে কথা,
গীর্ব্বানীর অবিদিত। সমরকৌশল
দিতেছেন শিক্ষা কভু। হেরিলে সবলে
কেমনে পশ্চাদপদ হয় হইবারে,
দুর্ব্বলে হেরিলে কিন্তু ব্যাঘ্রের সমান,
কেমনে গর্জ্জন করি লম্ফ দিতে হয়,
কহিছেন বিবরিয়া। প্রয়োজন মত
লিখিতে, পড়িতে, আহা লেক্‌চারিতে তথা,
শশগতি, কূর্ম্মগতি, ভেকগতি আদি
দিতেছেন উপদেশ। সূক্ষ্মবুদ্ধি হেরি
চমকিত ছাত্রগণ, ভাবিছেন মনে
"গোতম কি ধরাতলে অবতীর্ণ পুন।"
যোগমগ্ন গুরুদেব ক্ষণেকের তরে;
উন্মিলি নয়ন পুন, সুপ্রসন্ন ভাবে
কহিলেন ছাত্রগণে। শুন বৎসগণ,
নহে বহুদিন গত কহেছিনু সবে,
সৃষ্টিপ্রকরণ কথা। কহি শুন এবে
কেমনে এ ধরাতলে ম্লেচ্ছজাতি যত
লভিলা জনম আসি। পড়ে কি স্মরণে

কহেছিনু একদিন যুগশেষে যবে
তুলিলা উদ্গার নিজে ব্রহ্মা প্রজাপতি,
আমি,—কলিরাজ, আর শনৈশ্চর বীর
সঙ্গে লয়ে রাজগুরু বেহ্মচয্য দেবে,
বাহিরিনু অকস্মাৎ। জন্ম ব্রহ্মতেজে
ব্রহ্মার মানস-পুত্র আমরা ক'জন
মানব বলিয়া যেন ভেবনা মো সবে
কহি শুন সার কথা। বৈজ্ঞানিক বলে
অতীত জন্মের কথা এখন(ও) জাগ্রত
আছে স্মৃতি পথে মোর। তবে যে কি হেতু
জন্মিনু মানবরূপে মানবী উদরে,
কে বুঝিবে মর্ম্ম তার? পবিত্র ভারত,
দেবের বিলাস-ভূমি, কলঙ্কিত আজি
ব্রাহ্মপদ-রজ-স্পর্শে; পবিত্রিতে তায়,
উদ্ধারিতে হিন্দুধর্ম্ম, জন্মেছি কেবল।
কিন্তু শুন বৎসগণ, কি কথা কহিতে
কি কথা কহিতেছিনু। ম্লেচ্ছ জন্মকথা
কহিতে, বিস্মৃতি ক্রমে নিজ জন্মকথা
কহিতেছিলাম হায়। পড়িয়াছ সবে,
পাশ্চাত্য বিজ্ঞান মাঝে, বানর হইতে
মানব জাতির জন্ম। নহে সত্য তাহা,
নহে আর্য্যবংশ কভু শাখামৃগজাত,

হ'তে পারে ব্রাহ্মগণ, নিত্য অনাচারী,
মোরা কিন্তু নহি কভু ; মরীচী, অঙ্গিরা,
বশিষ্ঠ, পুলহ, ক্রতু, ভৃগু—তপোধন,
আমি, কলিরাজ আর শনৈশ্চর বীর
বিধির স্বতন্ত্র সৃষ্টি আমরা ক'জন
নহি বানরজ কভু। স্ব ইচ্ছায় শুধু
পবিত্রিতে নরকুল, লিঙ্গতনু ত্যজি
পার্থিব প্রকৃতি জাত জড় সমবায়ে
ধরেছি মানবমূর্ত্তি। য়ুরোপী পণ্ডিত,
ওয়েবার, উল্‌সন, জোন্স, কোল্‌ব্রুক,
লাসেন, মুলার, মেন, মিউর, ষ্টুকার,
আবর্জ্জনাজাত সবে। কিন্তু তাও বলি
যে সে আবর্জ্জনা তায় ভাবিও না মনে।
কহিব নিগূঢ় কথা ; মর্ত্ত্যলোকে আমি
উদ্ধারিতে হিন্দুধর্ম্ম, ভণ্ডাশ্রম যবে
স্থাপিলাম এই স্থানে, আশ্রম সেবক,
প্রতিদিন যত্ন করি সম্মার্জ্জনী করে,
কুড়ায়ে নিবাররাশি, ছিন্ন দর্ভাসন,
হরিতকী অষ্ঠিচয়, চুরট, বল্কল,
নিক্ষেপিত একদিকে। স্তূপাকৃতি হয়ে
আছিল তা বহুদিন ; সিক্ত বর্ষাজলে
নিদাঘকিরণে তপ্ত। বাষ্প বিম্বচয়,

উদ্গীরিত অনুদিন। দেখি অকস্মাৎ
উড়িছে মশক কত জনমি তা হ'তে
অপূর্ব্ব বিচিত্র দৃশ্য। বৈজ্ঞানিক বলে
বুঝিনু কারণ আমি; কল্পনা নয়নে,
—হায়রে কল্পনা মোর খ্যাত চরাচরে—
দেখিনু ইংরাজদলে সে মশক হ'তে
বাহিরিতে অকস্মাৎ, দিব্য মূর্ত্তিধারী
কোট হ্যাট পরিহিত; চুষিতে যতনে
মধুর ভারতরক্ত মশক সমান।
কিন্তু একি বৎসগণ, অকস্মাৎ হেন
বিস্ময় স্তিমিত নেত্রে মুখপানে মোর
কি দেখিছ একদৃষ্টে? কথায় আমার
বিশ্বাস হলো না বুঝি? হায়রে কপাল
হায়রে ব্রাহ্মের রোগ সবার (ই) শরীরে।
হা অত্রি, হারীত, মনু, দক্ষ, শাতাতপ,
ধৃষ্টদ্যুম্ন, ঘটোৎকচ, গুহক চণ্ডাল,
আর্য্যবংশ অবতংশ তোমরা সকলে
রক্ষা কর রক্ষা কর। দেখ সবে আসি
জ্বলে আজ আর্য্যদেশ অবিশ্বাসানলে
দাও বিশ্বাসের বারি। আমি কচদেব,
ভূলোকে, দ্যুলোকে, স্বর্গে, সবে পূজে মোরে,
মোরে করে অবিশ্বাস? কি বলিব হায়

মজিল বিশাল বিশ্ব ব্রাহ্ম পাপাচারে।
কিন্তু শুন বৎসগণ, তোমা সবাকারে
না দূষি কখন আমি। পাশ্চাত্য শিক্ষায়
পাপ ব্রাহ্ম উপদেশে, কালের সলিলে,
গিয়াছে মস্তিষ্ক সব হইয়া বিকৃত,
তোমাদের দোষ নয়। শুন বৎসগণ,
বিশ্বাস না হয় যদি, প্রত্যক্ষ প্রমাণ
চাও দেখিবারে কেহ, ওই দেখ চেয়ে।
ওই যে নর্দ্দামা নদ মৃদু কল কলে
বহিছে আশ্রম মাঝে, দেখিছ কি সবে
উড়িছে মশক কত জনমি তা হ'তে
ডিম্বাকৃতি অণ্ডাকৃতি? অতি অল্পদিনে
বৈজ্ঞানিক তেজ কিছু হলে প্রস্ফুরিত,
পাবে দেখিবারে হায় তোমরাও সবে
জন্মিছে ইংরাজগণ সে মশক হ'তে;
নহে অবিশ্বাস্য কথা। বল বৎসগণ,
বিশ্বাস কি হ'ল এবে? আর(ও) অতঃপর
চাও কি প্রমাণ কিছু? দেখ বুঝি মনে
মশক হইতে কীট, কীট হতে পশু,
তদনু বানর জাতি, বানর হইতে
ইংরাজ, জর্ম্মাণ আদি ম্লেচ্ছ জাতি যত।
প্রত্যক্ষ প্রমাণ আজি দেখাইনু সবে,

বড়ই নিগূঢ় তত্ত্ব কহিনু বিবরি
ভাবি দেখ বৎসগণ। বৈজ্ঞানিক তেজে
সকল(ই) বিদিত মোর; ভূত, ভবিষ্যৎ,
বর্ত্তমান আদি করি। তোমাদের দেহে
সে পবিত্র তেজ ক্রমে হ'তেছে চালিত,
কেন না এ গূঢ় তত্ত্ব বুঝিবে তোমরা?"
বাক্যহীন শিষ্যবৃন্দ শুনিয়া শ্রবণে
অশ্রুত অদ্ভুত কথা। হেন কালে দূরে
ঘর্ঘরিল রথচক্র, ধূমকেতু প্রায়,
বিশাল কেতন এক কলি নামাঙ্কিত,
দেখা দিল ভণ্ডাশ্রমে। শশব্যস্ত ঋষি,
কহিলেন ছাত্রগণে। হের বৎসগণ,
আসিছেন কলিদেব পূজিতে আমারে,
ওই দেখ রাজকেতু। যাও গৃহে সবে,
চলিলাম মহারাজে অভ্যর্থিতে আমি।
দাঁড়াইল রাজরথ ভণ্ডাশ্রম মাঝে,
নামিলেন কলিদেব। অর্ঘ্যপাত্র লয়ে
দাঁড়াইলা তপোধন। কিন্তু কলিরাজ
অগ্নিময় চক্ষু আহা হর্য্যক্ষ যেমতি
কড় মড়ি ভীম দন্ত, রাজ পুরোহিতে
কহিলেন উচ্চ ভাষেঃ—"শুন পুরোহিত,
কেন যে অকালে আজ তোমার আশ্রমে

আসিনু, কহিব শুন। তুমি নাকি বল,
'কায কি ব্রাহ্মের সনে বিবাদ করিয়া?'
কে দিল এ জ্ঞান তোমা? কোন শাস্ত্রে তব
পেলে এ অপূর্ব্ব কথা? পড়ে নাকি মনে
পূর্ব্ব কথা তব আর? কেমনে ভুলিলে
এত অল্পদিনে সব? দেখ না কি ভাবি
কে তুমি, কোথায় ছিলে, কে চিনিত তোমা?
পুরোহিত পদে আমি বরেছিনু তেঁই,
পূজে তোমা নরলোকে; তুমি কি না বল,
'কায কি ব্রাহ্মের সনে বিবাদ করিয়া?'
ধিক্ তোমা শতবার; মর্ত্ত্যলোকে আসি
ভুলিলে সকল তুমি! স্বর্গলোকে যবে
ছিলে তুমি, হেনবুদ্ধি ছিল না ত তব!
একি দশা হ'ল আজ? অহো বুঝিয়াছি
না দূষি তোমায় আর! রে পাপ পৃথিবী,
ব্রাহ্মস্পর্শকলুষিতা, বুঝিলাম মনে
তোর স্পর্শে সাধুজন হয় কলুষিত!
জন্ম মোর ব্রাহ্মবংশ ধ্বংসিবার তরে
চির শত্রু ব্রাহ্ম মোর। যে বিধি করিল
খগেন্দ্র নাগেন্দ্রবৈরী, সিন্ধু প্রভঞ্জনে,
সে বিধি গঠিলা মোরে ব্রাহ্মঅরি রূপে।
    রাজা আমি, রজধর্ম্ম প্রজার রঞ্জন,

তুমি কি বুঝিবে তার? ভিক্ষুক ব্রাহ্মণ
আতপতণ্ডুলভোজী; কত বুদ্ধি হ'বে,
কি আর বুঝাব তোমা? জান না কি তুমি
শুনিলে ব্রাহ্মের কুৎসা প্রজাগণ মম,
কত পরিতুষ্ট হয়? এত যে সম্মান,
এত যে গৌরব মোর, সেত শুধু হায়
ব্রাহ্মগণে গালি দিয়া। আজ অনায়াসে
তুমি কি না ব'ল ঘোর আহাম্মক প্রায়,
'কায কি ব্রাহ্মের সনে বিবাদ করিয়া?'
পড়েছ ত বহু শাস্ত্র, বড়াই ত কর,
দেখেছ কতই দেশ, কিন্তু বল শুনি
কোন শাস্ত্রে, কোন দেশে, দেখেছ কি কভু
ব্রাহ্মসম আছে জীব? জান না কি তুমি,
উঠিয়াছে মর্ত্যধামে কত হাহাকার,
পাপব্রাহ্ম অত্যাচারে? প্রতি গৃহে কাঁদে
বিধবা বালিকা, মোর বুক ফেটে যায়
শুনিলে তাদের বিভা। হা ধর্ম্ম, হা শাস্ত্র,
এই ছিল ভালে তব? অভাগী বিধবা,
কেন রে ভারতভূমে জন্মেছিলি তোরা
মজিতে ব্রাহ্মের পাপে? ওরে ভণ্ড দল,
কেন মজাইস্ দেশ? ভেবে দেখ্ মনে
কি বুঝিস্ শাস্ত্র তোরা? সব বিধবার

বিভা যদি হয়ে যায়, কি হবে তা হলে
তাঁদের উপায়, যাঁরা প্রভুর মতন
ব্রহ্মচর্য্য ব্রতে ব্রতী--সাধু সদাচারী?
কি সাধ্য ব্রাহ্মের দোষ বর্ণিবারে মোর,
কার সাধ্য পারে তাহা? ম্যালেরিয়া জ্বর,
শীলাবৃষ্টি, ভূমিকম্প, বর্ম্মীজ্ ওয়ার,
সবত ব্রাহ্মের পাপে! তুমি কি না বল
এহেন ব্রাহ্মের সনে বিবাদ মিটাতে?
পারিব না প্রাণান্তে তা। তাহলে নিশ্চয়,
ঘুচিবে পশার মোর। শুন পুরোহিত,
হিত বাক্য বলি তোমা; ছেড়ে দাও তুমি
এ পাপ বাসনা তবে। শেষ কথা শুন,
অন্ন বস্ত্র চাও যদি, আপন মঙ্গল,
সাবধান, হেন কথা আনিও না মুখে।"
নীরবিলা কবিরাজ। লোম কূপ হ'তে
তাড়িত-স্ফুলিঙ্গ কত, উল্কাপিণ্ড প্রায়,
ঝরিল আশ্রম মাঝে। ত্রস্ত কচ ঋষি,
কহিলেন করপুটে। "ক্ষম বৎস কলি,
ক্ষম অপরাধ মোর। ভিক্ষুক ব্রাহ্মণ
চির প্রতিপাল্য তব, কেন কর রোষ?
ভেবে দেখ কায়, মন, বাক্য, চিন্তা, সব
বিকায়েছি কার্য্যে তব। যা বলাও বলি,

যা করাও করি তা' ত। নাহি স্বতন্ত্রতা
সাকার ঈশ্বর বল, বলিতেছি তাই ;
নিরাকার বল, আমি তাতেও ত রাজি ;
পৌরুষেয় বেদ, কিম্বা বল স্বায়ম্ভব,
সকল(ই) তোমার ইচ্ছা। মহিমা প্রচারে
ঢাকা, নন্দীগ্রাম, কিম্বা মুরশিদাবাদে
যেখানে পাঠাও যাই। দেখ ভাবি মনে
ইলেট্রিক্, ম্যাগনেটিক্, বৈজ্ঞানিক আদি
শিখায়েছ যত কথা ; বুঝি বা না বুঝি
বলি তা'ত মুহুর্ম্মুহু। ইংরাজী শিক্ষার
যত দোষ বলে দেছ, বলি বার বার ;
কি আর করিব তবে ? বলিতে কি হবে,
বিসূচিকা, মহাব্যাধি, জলদোষ আদি,
ইংরাজী পড়িলে হয় ? বলিব কি পুন
ব্রাহ্মের অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া নিমতলা ঘাটে
না হয় কখন যেন ? কিম্বা কি বলিব,
মরে বহুমূত্রে লোক, নিরাকারে ভজি ?
কি আর বলিতে হবে ? ব্রাহ্মে গালি দেওয়া ?
তাতেও কসুর নাই। তুষ্ট নাহি হও
বল কি বলিব তবে ? শিখাও আমায়,
নিত্য অনাচারী এই পাপ ব্রাহ্ম দলে,
কোন্ মতে দিব গালি ? বৈজ্ঞানিক মতে,

আধ্যাত্মিক মতে কিম্বা? দাও বুঝাইয়া,
না বুঝায়ে কেন বৎস, বৃথা গঞ্জ মোরে?
নহি অকৃতজ্ঞ আমি, জানি ভাল মতে
যা কিছু সম্মান মোর তোমার(ই) প্রসাদে।
এই ভণ্ডাশ্রম, এ চারু পট্টবাস,
বিশাল রুদ্রাক্ষ মাল্য এই কণ্ঠ দেশে,
সকলই প্রদত্ত তব। তোমার মহিমা
ভুলিতে নারিব কভু। ক্ষমা কর বাপু,
আজ হ'তে কহিতেছি শপথ করিয়া,
উদ্ধারিতে রাজকার্য্য, পাপ ব্রাহ্মগণে,
শাস্ত্রীয় বিধানে, আর বৈজ্ঞানিক মতে
কায়মনোবাক্যে সদা দিব গালাগালি।"
পরিতুষ্ট কলিরাজ। গদ গদ ভাষে
কহিলেন কচ দেবে। শুন পুরোহিত,
পাইনু বড়ই প্রীতি তোমার বচনে
ক্ষমিনু দুষ্কৃতি তব। এবে মোর সাথে
চল কলিটোলাধামে, রণসজ্জা সেথা
করিছেন ঘোর রোলে যত বীরগণ
দেখিবে অদ্ভুত দৃশ্য। পুরোহিত তুমি
সাধিবে মঙ্গল মোর শান্তি স্বস্ত্যয়নে
চল মোর সাথে এবে। এতেক কহিয়া,
বসাইয়া পুরোহিতে কোচবাক্স'পরে,

বিজয়কেতন সম, বৈদ্যুতিক বেশে
চলি গেলা কলিদেব কলিটোলা ধামে।

ইতি শ্রীমহাকবি ধূর্জ্জটিকৃতৌ একাদশ অবতারে
মহাকাব্যে ভণ্ডাশ্রমো নাম সপ্তমঃ সর্গঃ।

অষ্টম সর্গ।

গভীর আঁধার গৃহে কলিটোলা মাঝে
বসেছেন কলিদেব। বামে শনৈশ্চর,
দক্ষিণেতে মূর্ত্তিমান পঞ্চানন্দ দেব,
ধ্যানমগ্ন দেবত্রয়। মুদিত নয়ন,
কুঞ্চিত ললাটতল, নিরুদ্ধ নিশ্বাস,
অর্দ্ধ বিকম্পিত ওষ্ঠ। ধ্যানযোগে হায়
দেখিছেন তিন দেব, ব্রাহ্মদৈত্যগণ
কোথা কি দুষ্কর্ম্ম করে। কখন(ও) বা স্থির
নির্ব্বাত নিষ্কম্প দীপশিখার মতন,
কভু বা হাস্যের ভাতি ফুটিছে অধরে,
দেখি বুঝি সমাহিত আত্মিক নয়নে
ব্রাহ্মের দুস্কৃত কোন। কতক্ষণ পরে,
সমাধিস্তিমিত নেত্র উন্মিলি যতনে
কহিলেন পঞ্চানন্দ। 'শুন বৎস কলি,
দেখিলাম ধ্যানযোগে কল্পনা নয়নে
ব্রাহ্মের দুস্কৃত যত। ওই বীর-ভূমে
তণ্ডুলে মিশায়ে প্রাণ ব্রাহ্ম দুরাচার,
করিতেছে দান হের। ওই গঙ্গাতীরে,

বাহিয়া তরণী এক ব্রাহ্ম পাপমতি,
চলেছে মজাতে এক সরলা বালায় ;
সর্ব্বনসাশ ! সর্ব্বনাশ ! ওই গজস্কন্ধে—
চলেছে অপর ব্রাহ্ম ! পারি না যে আর
ব্রাহ্মের দুষ্কৃত হেন হেরিতে নয়নে,
প্রাণ বুঝি যায় ফাটি। হায় জগন্মাতঃ
বসুধে, বল মা, শুনি কত দিন আর
বহিবে এ পাপভার ? আবর্ত্ত, পুষ্কর,
নাহি কি অশনি কহ, তোমাদের দেহে
চূর্ণিতে ব্রাহ্মের শির ? দেবি ভাগীরথি,
নাহি কি সলিল মাতঃ, তোমার হৃদয়ে
ডুবাইতে ব্রাহ্মদেশ ? উঠ তবে দেবি,
দূর কর অপবাদ ; জুড়াও এ জ্বালা,
ডুবাও অতলজলে এ প্রবল রিপু।
রেখোনা মা, তব ভালে এ কলঙ্ক রেখা,
হে জাহ্নবি, তব পদে এ মম মিনতি।
এতেক কহিয়া দেব ধ্যানযোগে পুন।
বসিলেন আঁখি মুদি ; নীরবিলা গৃহ।
সহসা আঁধার গৃহে ঘোর আর্ত্তনাদ,
উথলিল মহারোলে। ত্রস্ত শনৈশ্চর,
শশব্যস্ত পঞ্চানন্দ। রাজার পারশে
দাঁড়াইলা দোঁহে আসি। ইচ্ছামাত্র,হায়

—ইচ্ছাময় পঞ্চানন্দ,—জ্বলিল অমনি
মস্তকে বিদ্যুৎশিখা দপ্ দপ্ করি।
সে আলোকে দেবদ্বয় হেরিলা বিস্ময়ে
ত্যজি সিংহাসন, নিজে কলি মহামতি
লুটিছেন মহীতলে। অচৈতন্য রায়,
শ্রীমুখ কমল হ'তে ফেণ রাশি রাশি
বাহিরিছে অবিরাম। রক্তবর্ণ আঁখি
নিরুদ্ধ নিশ্বাস মরি, মুষ্টি বদ্ধ কর,
না সরে বচন মুখে। নিরখি রাজনে
এহেন দশায় তবে পঞ্চানন্দ দেব,
কহিলা কাতরে, অঙ্কে তুলি সযতনে—
"একি দশা বৎস তোর, কে করিল বল
এহেন দুর্দ্দশা আজ? ফেটে যায় বুক,
নিরখি এ ভাবে তোরে। তুইরে আমার,
আঁধার গৃহের দীপ, দীনের সম্বল,
বিষ্ণুর গরুড় পাখী। 'সূর্য্যকান্ত মণি
সম এ পরাণ মোর, তুই রবিচ্ছবি;
তেজহীন আমি, তুই মুদিলে নয়ন।
ভাগ্যবৃক্ষ ফলোত্তম তুইরে আমার।'
বড় কৃপাময় ধাতা, তেঁইরে জগতে
একত্রে পাঠা'ল দোঁহে। কেন বৎস তবে
আজ এ দশায় তুই? নিতান্তই কিরে,

ছাড়ি মোরে যাবি তবে ? ওরে ব্রাহ্মগণ,
মৈত্রীধ্বজী, সাম্যনাদী, দেখ সবে আসি
কি দশায় বাছা মোর তোদের ব্যভারে।
'স্থাপিলা বিধুরে বিধি স্থাণুর ললাটে,
পড়ি কি ভূতলে শশী যান গড়া গড়ি ?'
হা বৎস, হা কলিরাজ, ধার্ম্মিকের চূড়া,
হিন্দুর ভরসা আশা তুইরে আমার।"

এইরূপে বিলাপিলা পঞ্চানন্দ দেব,
তবু সংজ্ঞাহীন রাজা। নিরখি কাতরে
রাজার শ্রবণ দেশে নিজ মুখ দিয়া,
কহিলেন পঞ্চানন্দ, অতি মৃদুস্বরে

দুএকটি ব্রাহ্মকুৎসা ;—চির সুধামাখা—
কলিদেব কর্ণে আহা। মুমূর্ষু সাধক,
পবিত্র প্রণব-মন্ত্র শুনিলে যেমন
উঠে সচেতন হয়ে ; তেমনই রাজা
মৃত সঞ্জীবনরূপা ব্রাহ্মকুৎসা শুনি
উঠিয়া বসিলা, বেগে অঙ্গ ঝাড়া দিয়া।

নিরখি চেতন রাজে পঞ্চানন্দ দেব
কহিলেন মধুস্বরে। কেন বৎস কলি,
কেন অকস্মাৎ হেন অচেতন হয়ে
পড়েছিলে ধরাতলে ? দেখেছিলে বুঝি
ধ্যানযোগে ব্রাহ্মদের পাপাচার কোন ?

হায় বৎস গুণধর, বড় সাধু তুমি,
নবনীত সুকোমল হৃদয় তোমার,
হেরিলে হিন্দুর ধর্ম্ম মগ্ন পাপাচারে
বড় ব্যথা পাও তুমি। তাই বুঝি তব,
হেরি ধ্যানযোগে আজ ব্রাহ্মের ব্যভার,
হয়েছিল সংজ্ঞালোপ? বল বৎস বল,
কি কোথা দেখিলে তুমি? বড় সাধ মোর
শুনিতে ব্রাহ্মের কুৎসা, পূরাও বাসনা।
শুনিয়াছি পিকধ্বনি সহকার শাখে
সরস মধুর মাসে; শুনিয়াছি ভেকে
নাদিতে বরষাগমে; বালিগঞ্জ মাঠে
শুনিয়াছি লম্ব কর্ণে চীৎকারিতে ঘন;
শুনিয়াছি কচদেবে বৈজ্ঞানিক মতে
প্রলাপিতে ভণ্ডাশ্রমে সুমধুর স্বরে।
কিন্তু বৎস, নরজন্মে শুনি নাই কভু
হেন মধুমাখা কথা ব্রাহ্ম কুৎসা সম।
ভুলিয়াছি তপ, জপ, পূজা, আরাধনা,
ত্রিসন্ধ্যা, গায়ত্রী আদি, শুনিবারে শুধু
তোমার মধুর বাণী। দেখ বৎস, ওই
অনিমেষে তারাদল রহেছেন চাহি,
বাক্য-সুধা আশে তব। স্তব্ধ কলিটোলা,
নীরব পেচক, কাক আর পাখী যত

শুনিবারে ওকাহিনী। আফিসার বাবু,
তেলি, মুদি, গাড়োয়ান, গোমস্তা নায়েব,
আশা করি আছে সবে ; বল বৎস তবে,
এ সবার সাধ আজি মিটাও কহিয়া।”

“কি আর বর্ণিব দেব, (আরম্ভিলা তবে
সকাতরে যুগনাথ) ; কেমনে কহিব
কি দেখিনু ধ্যানযোগে ? দূর বীরভূমে
গিয়াছিনু যেন প্রভু। দেখিনু সেখানে
মধুরযৌবনা বালা ত্রিংশবর্ষাধিকা
মুখে মৃদু মৃদু হাসি। দুগ্ধ ভাণ্ড কাঁখে,
অসামান্যা কুলকন্যা। কাছে আসি মোর
মুক্ত কচ্ছ ধরি যেন করে টানাটানি,
কহে কভু উচ্চভাষে,—‘তুই ত মজালি
তুই ত মজালি মোরে। তোর কথা শুনি
দূষিনু ব্রাহ্মেরে আমি ; রক্ষা কর তবে,
পামর, মজিলি যদি মজালি আমারে।’
আবার কখন মাগী কহে কর্ণে ধরি,
‘ডাক্ বেহ্মচয্যে তোর, ডাক্ শনৈশ্চরে,
ডাক্ পঞ্চানন্দে, তোর যে যেখানে আছে,
ডাক্ সবে, ছাড়িব না তোরে।’ একি দেব,
কি হ’ল, কি হ’ল, মাগো, কি বিষম দায় ?
ওই যে আসিছে মাগী ধরিতে আবার।

রক্ষ দেব পঞ্চানন্দ, হা তাত, হা অম্ব,
হা অত্রি, হারীত, মনু, নারদ, তুম্বুরু
বিশ্বামিত্র, ঘটোৎকচ, বাতাপি ইল্লোল,
হাহা হুহু, সত্রাজিৎ, শ্রীবভ্রুবাহন,
মুদ্গল, বাস্কল, দক্ষ, জরৎকারু মুনি,
কুম্ভকর্ণ, বৃকোদর, যুবনাশ্ব আদি,
রক্ষা কর, রক্ষা, কর।" এতেক কহিয়া
পড়িলা মূর্চ্ছিত রাজা পঞ্চানন্দ কোলে।
বহু যত্নে দেব দেব চেতনিয়া নৃপে
কহিলা মধুরভাষে। "কেন বৎস কলি,
কেন ভীত হও এত ? স্বপ্নযোগে তুমি
দেখেছ অশুভ শুধু, শঙ্কা কিবা তায় ?
দুঃস্বপ্ন, সুস্বপ্ন, ভবে ঘটে চিরদিন,
কেন ভয় পাও তুমি ? এস মিলি সবে
গঠি ব্রাহ্মঘাতি অস্ত্র। উঠ বৎস মোর,
মরিবে নিশ্চয় ব্রাহ্ম, সে অস্ত্র আঘাতে।"
আশ্বাসিত নররাজ শুনিয়া শ্রবণে ;
রোমাঞ্চিত তনুযষ্ঠি ; বসিলা উঠিয়া
উন্মিলি সুচারু আঁখি। শোভিল অধরে
মধুর হাস্যের ভাতি ; জলধর কোলে
সৌদামিনী রেখা যেন। তিন দেব তবে
বসিলেন ধ্যান ধরি অস্ত্র বিনির্ম্মাণে।

ধ্যানমগ্ন দেবত্রয়; কাঁপিল জগৎ,
নির্ব্বাত হইল ধরা; শোভিল আকাশে
জ্যোতিহীন দিবাকর; দেব হুতাশন,
ক্ষীণপ্রভ; তারাবৃন্দ হল বিমলিন;
উথলিল সিন্ধুস্রোত; টলিল ভূধর;
কাঁপিল ব্রাহ্মের গৃহ ঘন থর থরি।
উগরিল জ্যোতিপুঞ্জ, ত্রিদেবের ভালে
তরল পারদ শুভ্র; ক্রমে স্নিগ্ধতর
হল প্রসারিত আসি টেবিল উপরে
ধবল কাগজাকৃতি। বিজ্ঞান কৌশলে
চলিল হংসেরপুচ্ছ ঘন ফর ফরি,
সে কাগজ'পরে হায়; ক্ষণ-প্রভা যেন
নভো মাঝে। এমনও কাঁপে হিয়া মম
থর থরি, স্মরি যদি সে ভৈরব স্বন
কল্পনায়, হায় তবে না জানি কেমনে
বর্ণিব সে কথা আজ; শুনেছি শ্রবণে
সিংহনাদ, জলধির কল্লোল, দেখেছি
দ্রুত ইরম্মদে হায় ছুটিতে পবন-
পথে; কিন্তু কভু নাহি শুনি ত্রিভুবনে,
এহেন ঘোর ফর্ফর হংসপুচ্ছ ধ্বনি,
কভু নাহি দেখি অস্ত্র হেন ভয়ঙ্কর।
যাঁর যত ছিল ক্ষোভ মিটাইয়া তবে

লিখিলেন তিন দেব, সে অস্ত্রের দেহে
বিচিত্র ব্রাহ্মের কুৎসা, অদ্ভুত সংবাদ,
কতই লিখিলা আর। শ্রীকর কমলে
সর্ব্বশেষে পঞ্চানন্দ আরম্ভিলা নিজে
লিখিতে ব্রাহ্মের কীর্ত্তি। কি বর্ণিবে কবি
কত কি লিখিলা দেব? কার সাধ্য বুঝে
দেবের কল্পনা ক্রীড়া অদ্ভুত জগতে?
অনাচার, কদাচার, যা কিছু ঘটিছে,
চন্দ্রলোকে, সূর্য্যলোকে, য়ুরোপে, জাপানে,
শনি, জুপিটারে কিম্বা অষ্ট্রেলিয়া দেশে
সকল(ই) ব্রাহ্মের দোষ লিখিলেন দেব!
কোথা কলঙ্কিনী নারী ধর্ম্ম বিসর্জ্জিয়া
করিতেছে কুলত্যাগ, ব্রাহ্মদোষী তায়!
কোথা বা দুর্ভিক্ষে লোক মরে কোন দেশে,
তাও সে ব্রাহ্মের পাপ! লম্পট যুবক
উন্মত্ত মদিরা পানে, রঙ্গালয়ে গিয়া
নাচে বারাঙ্গনা লয়ে, ব্রাহ্মের(ই) শিক্ষিত
সে পাষণ্ড ভণ্ডজন! অকৃতজ্ঞ সুত,
জননী জনকে কোথা ভুলি, কায়মনে
সেবে পত্নীপদ সদা, ব্রাহ্ম দোষী তায়!
অপূর্ব্ব দেবের বুদ্ধি! ইস্কুলের ছেলে
পরীক্ষায় ফেল হয়, তাতে ব্রাহ্ম দোষী!

কি আর অধিক কথা? জ্বর, শ্বাস, কাশ,
ভূমিকম্প, মহামারি, বায়ু, উল্কাপাত,
সুদূর আসাম ক্ষেত্রে কুলী উৎপীড়ন,
সবেতেই দোষী ব্রাহ্ম! দেবের বিশ্বাস
অনাচারী কদাচারী যেথা যত আছে
নাগলোকে, দেবলোকে, জন, তপোলোকে
সকলেই ব্রাহ্ম তারা! অপূর্ব্ব কল্পনা
ধন্য পঞ্চানন্দ তুমি, ধন্য কলিরাজ!
পূর্ণ হ'ল অস্ত্র তনু। রোমাঞ্চিত কায়
আনন্দ প্রফুল্ল মুখ,—হায় রে যেমতি—
হায় রে গিবন যেন গ্রন্থ শেষ করি,
কৌমুদী বিধৌত নীল প্রবাহের তীরে—
কহিলেন পঞ্চানন্দ। "হের বৎস কলি,
সৃজিনু দুর্জ্জয় অস্ত্র তোমার কারণে
কি ভয় তোমার আর? এ অস্ত্রের দেহে
নিত্য বিরাজিত আমি র'ব চিরদিন।
'পাঞ্চানন্দ' নামে অস্ত্র হইবে বিখ্যাত
মোর অধিষ্ঠান গুণে। এ অস্ত্রের দেহে
লিখিও যতনে তুমি বাড়াতে পশার
কল্পনার মহাযুদ্ধ, অলীক সংবাদ,
ধর্ম্মসমন্বয় আদি। আবার কখন
তুমি যে পরম হিন্দু জানাতে সা'লোকে,

কুরুক্ষেত্রে, গয়া, গঙ্গা, রথযাত্রা, লিখি
দিও পাঁচ পোন চিহ্ন। তাহ্'লে নিশ্চয়
ভাবিবে তোমারে লোক বড় ধর্ম্মভীত
নিত্য সত্য ব্রতে ব্রতী। আর(ও) এক কথা
মনে রেখো চিরদিন; যতদিন তুমি
গালি দিবে ভদ্রলোকে অভদ্র ভাষায়
প্রচারিবে ভণ্ড ধর্ম্ম; সাধু কার্য্যে যত
কায়মনে দিবে বাধা; তত দিন তব
রহিবে পশার; কিন্তু যে দিন হইতে
ছাড়িবে এসব রীত, সে দিন তোমার,
ঘুচিবে পশার আমি কহিনু নিশ্চয়।
সাবধান, ভুলিও না, মনে যেন থাকে
হিত উপদেশ মোর। ভেবে দেখ মনে
পশার বজায় রাখা চুট্‌কীর স্বরে
বড়ই বিষম কথা। ছেড়ো না কখন
ছেড়ো না এ রীত তবে। তা হলে নিশ্চয়
অস্ত যাবে সাম্যচন্দ্র, স্বাধীনতা নদে
পড়িবে অকাল ভাঁটা, মৈত্রী প্রভাকরে
গ্রাসিবে জলদ আসি; তোমার(ই) পশার
অনন্ত অক্ষয় শুধু রবে চিরদিন।

এতেক কহিয়া তবে পঞ্চানন্দ দেব
বিজ্ঞান কৌশলে আসি সে অস্ত্রের দেহে

হইলেন অধিষ্ঠিত। লভি জীবদান
গর্জ্জিয়া উঠিল অস্ত্র ইরম্মদ তেজে!
অপূর্ব্ব দেবের কীর্ত্তি, অদ্ভুত কৌশল,
এই ছিল এক অস্ত্র, ইচ্ছামাত্র হায়,
আপনি হইল অস্ত্র বায়ান্ন হাজার!
পুলকিত কলিরাজ। প্রণমিয়া পদে
কহিলেন পঞ্চানন্দে। "বুঝিলাম দেব,
বড় দয়া মোর প্রতি। পূরালে বাসনা
এ অস্ত্র প্রদানে মোরে। আছে প্রভু সাধ,
সেনাপতি পদে আমি বরিব তোমারে
পূরাও সে সাধ তবে। মন্ত্রিগণ মোর
করেছেন অভিষেক আয়োজন তব,
পূরাও বাসনা প্রভু। ভক্তাধীন তুমি
পূরাও ভক্তের বাঞ্ছা।" 'তথাস্তু' বলিয়া
সায় দিলা পঞ্চানন্দ। কলিরাজ তবে
সঙ্গে লয়ে পঞ্চানন্দে, শনৈশ্চর দেবে
বাহিরিলা মহোল্লাসে অস্ত্রাগার হ'তে।

ইতি শ্রীমহাকবি ধূর্জ্জটিকৃতৌ একাদশ অবতারে
মহাকাব্যে অস্ত্র নির্ম্মাণং নাম অষ্টমঃ সর্গঃ।

নবম সর্গ।

মহা হুলস্থূল আজি কলিটোলা ধামে
ব্যতিব্যস্ত দেবগণ। যক্ষ, বিদ্যাধর,
গন্ধর্ব্ব, কিন্নর, নর, বর্ব্বট, ষণ্ডাল,
ছুটিছেন চারি দিকে। ঝোলে গৃহদ্বারে
মুকুল, কুসুম, ফল, পল্লবের মালা,
উড়িছে বিজয়কেতু। বাজিছে বাজনা,
জ্বলিছে সুবর্ণ দীপ প্রতি গৃহ-মাঝে
পূর্ণিত সুগন্ধ তৈলে। হাসে কলিটোলা
রাজেন্দ্রাণী যথা রত্নহারা। পুরবাসী যত
আনন্দ সলিলে মগ্ন; নাচে গায় কেহ,
কেহ শাস্ত্রালাপে রত, কেহ সীধু পানে।
কোন মহামতি উঠি উচ্চ গৃহচূড়ে,
চাহিছেন একদৃষ্টে ব্রাহ্মদেশ পানে,
রোষ কষায়িত আঁখি; বৈদ্যুতিক তেজে
দহিতে ব্রাহ্মেরে বুঝি; খাণ্ডবে যেমতি
দহেছিলা হুতাশন। কোন সাধুজন
পড়িছেন এক মনে ব্রাহ্মে বিনাশিতে

মারণ ধারণ মন্ত্র। রাজ পুরোহিত,
করিছেন-স্বস্ত্যয়ন। রাজপুরী পানে
অবিরাম জনস্রোত বহিছে নিয়ত;
উল্লাসে নিমগ্ন দেশ। আশা মায়াবিনী
কহিছে সবার কর্ণে সুমধুর স্বরে,
"বধিবেন পঞ্চানন্দ কালি ব্রাহ্মদলে,
বাঁধি আনি রাজপদে দিবেন শাস্ত্রীরে
রাজদ্রোহী; খেদাবেন পদ্মাপার করি
দুরন্ত গাঙ্গুলী বীরে; হংসপুচ্ছাঘাতে
বধিবেন সাম্যধনে; অন্য ব্রাহ্মে যত
সজীব সমাধি দেব দিবেন সবায়
দামোদরকূলে ল'য়ে।" এ শুভ সংবাদে
কেন না হাসিবে তবে কলিটোলা পুরী?
হর্ষে মগ্ন কলিটোলা, শুনিয়া শ্রবণে
পঞ্চানন্দ অভিষেক। রাজার আদেশে
ছুটিছে লস্করবৃন্দ দেশ দেশান্তরে,
অভিষেক আয়োজনে। পুণ্য তীর্থ জল,
আনিতেছে কোন জন; রাজদ্বার হ'তে
আনিছে মৃত্তিকা কেহ; বল্মীকমৃত্তিকা
আর(ও) কত পুণ্য দ্রব্য। কোন সাধুজন
দেবের উদ্দেশ্য আহা বুঝি মনে মনে,
সাজাইছে স্তূপাকারে বেশ্যাদ্বারজাত

পবিত্র মৃত্তিকা রাশি। পুলকিত দেব
হাসিছেন পঞ্চানন্দ, কে জানে কি হেতু।
চারি দিকে উঠিতেছে শব্দ অবিরাম,
হুপ্ হাপ্ দুপ্ দাপ্। স্তব্ধ চরাচর,
স্তম্ভিত নগরবাসী। ঘন সিংহনাদ,
ভীষণ সমর শঙ্খ, ভেরীর নিস্বন,
দামামা দগড় বাদ্য, বেণু বীণা ধ্বনি,
উথলিছে চারিদিকে। কোন মহাবীর,
দুস্তর সাগর লঙ্ঘি য়ুরোপ হইতে
আনিছেন রণসজ্জা; রজরেব ছুরি,
রাশীকৃত হংসপুচ্ছ, অস্ত্র স্থচীমুখ,
অঙ্কিত মিচেল নাম যার মধ্য দেশে
কোথা বা গিলট্ লেখা (J)জে((Ġ)জি চিহ্নাঙ্কিত।
রবার্ট নেফিউ কৃত কৃষ্ণ নীল মসী,
আনিছেন কোন জন। কোন সাধুবীর,
টিটাগড়, বালি আদি, অস্ত্রাগার হ'তে
আনিছেন অস্ত্র ভান। কোন দেব ঋষি,
আর্য্যধর্ম্মপ্রিয়, তেঁই তুলট কাগজ,
খাগড়া, ময়ূরপুচ্ছ, ভূর্জ্জপত্রচয়,
আনিছেন ভারে ভারে। কোথা কোন বীর,
ভূষিয়া সুবীর তনু বীর আভরণে,
ছাড়িছেন সিংহনাদ। ফুরি কোম্পানির

পেটেণ্ট বিদ্যুৎ শিখা, কারু শিরোদেশে
ছলিতেছে দলমল। কোন মহামতি,
লুকায়ে কুলের আঁটি, রুদ্রাক্ষের মালা
করি পরেছেন গলে। ময়নার কাঠে
গঠিত তুলসী মাল্য কারু কণ্ঠদেশে
শোভিতেছে মনোহর; হায়রে যেমতি
জাহ্নবীর ফেণলেখা চন্দ্রচূড় ভালে।
    চারিদিকে রণসজ্জা মহা কোলাহল,
কতরূপ আয়োজন; কতই গোময়,
অপক্ক স্থপক্ক রম্ভা, আতপ তণ্ডুল,
চলিয়াছে রণক্ষেত্রে। বিচারি অন্তরে,
কোন দূরদর্শী বীর তা সবার সনে
প্রেরিছেন সোমরস, নিবারিতে বুঝি
দারুণ সমর খেদ। কোন আর্য্য সাধু
হিন্দুবংশ অবতংশ,—ব্রাহ্ম জলোচ্ছ্বাসে
হায়রে ভেলকরূপী,—তিঁই সঙ্গোপনে
সজীব কুক্কুট শিশু লইছেন সাথে,
কিবা যে উদ্দেশ্য তার কে পারে বুঝিতে?
হায়রে দেবের মতি অগোচর নরে।
    বিস্তৃত চত্বর মাঝে রাজ নিকেতনে
বসেছেন পঞ্চানন্দ; ঢুলু ঢুলু আঁখি
মুখে মৃদু মৃদু হাস। ঘিরি দেববরে

শত শত পরিজন দাঁড়ায়ে চৌদিকে,
কা'র(ও) হস্তে তীর্থজল, কা'র(ও)বা গোময়,
কা'র(ও)বা সিন্দুর-বিন্দু। বর্বট, ষণ্ডাল,
অবিরত দুই বীর গুটায়ে আস্তীন
গোময় গোমূত্র লয়ে, দেবের উদরে
ঘসিছেন ভারে ভারে। তুচ্ছ কথা নয়,
দেবের উদর আহা রাশিচক্র সম
কতই কর্কট, মীন, মেষ, বৃষ, আদি,
বিরাজিত তার মাঝে; প্রক্ষালিতে তায়
গুঞ্জাসম গোবরেতে হয় কি সম্ভব?
 সমাগত শুভক্ষণ; রাজার আদেশে
আরম্ভিলা রাজগুরু, পুণ্য অভিষেক;
আজ্ঞামাত্র তীর্থজল অনুচরগণ,
ঢালিলা দেবের শিরে। রাজপুরোহিত,
পড়িলা গম্ভীরে মন্ত্র "শ্রুতবোধ" হ'তে
অপূর্ব্ব বৈদিক গ্রন্থ। ছোঁয়াইল কেহ
হরিদ্রা সিন্দূর-বিন্দু দেবের ললাটে,
কেহবা চন্দন দিল। শোভিলেন দেব,
বিষুব সংক্রান্তি শেষে হায়রে যেমতি
সিন্দূরমণ্ডিতমুণ্ড স্নাতকলেবর
ঊর্দ্ধপুচ্ছ, নতশৃঙ্গ, বলীবর্দ্দ বীর।
 অভিষেক হ'ল শেষ। নিজে কলিদেব,

সাষ্টাঙ্গে প্রণমি পদে কর যোড় করি
কহিলেন পঞ্চানন্দে। ‘জয় জয় দেব,
জয় জয় পঞ্চানন্দ, অপ্সরাবল্লভ,
জয় জয় ব্রাহ্মশত্রু, জয় সুধাপ্রিয়
জয় ব্রাহ্ম-নিসূদন দেহ অনুমতি,
বড় আশা আছে দেব, এ ব্রাহ্ম সমরে
বহিব তোমারে স্কন্ধে ; বায়ুপুত্র বীর
বহিলা শ্রীরামে যথা। পদব্রজে প্রভু,
যেওনা এ কাল রণে। বড় ব্যথা পাব
শুনিলে ফুটেছে অস্ত্র তব পদতলে।
দেহ অনুমতি দাসে ; উচ্চৈশ্রবা সম
ধরিব ঘোটক-মূর্ত্তি আজ্ঞামাত্র তব।’
অনুমতি দিলা দেব। মুহূর্ত্ত ভিতরে
বৈজ্ঞানিক তেজোবলে কলি মহারাজ
হইলা ঘোটক রূপী। পঞ্চানন্দ দেব
লম্ফ দিয়া স্কন্ধদেশে উঠিলা অমনি
ঐরাবতে ইন্দ্র যেন। ওরে ব্রাহ্মগণ
দেখ্‌রে কি শোভা আজ্। হ’স্ ভ্রষ্টাচারী,
তবুত হিন্দুর কুলে জন্ম তো’ সবার
দেখে নে এ চারুদৃশ্য। হিন্দুর দেবতা—
কি মনোমোহন বেশে পঞ্চানন্দ মোর
বসেছেন বার দিয়া। জুড়ারে জীবন,

নয়ন সার্থক কর; দেখিবি না যদি
রে পাষণ্ড ভণ্ডদল, শোন্ কবিমুখে
কি সুন্দর শোভা আজ কলিটোলা ধামে।

শোভিছেন কলিরাজ চারু গুম্ফ মুখে
বাম করে আঁকা স্বার্থ, দক্ষিণে পশার,
পুচ্ছমূলে জাতিভেদ; যুগ্ম পদতলে
দেশভক্তি, ধর্ম্মভাব; বিশাল উরসে
বিধবা সধবা দুই; দিব্য কোট গায়,
পট্টবাস পরিহিত; দোলে বক্ষস্থলে
মলম্বা আবৃত চেন, লাগাম বদনে;
মুখে চিঁহিঁ হিঁহিঁ শব্দ; ঊর্দ্ধ কর্ণ দুটী
বিজ্ঞান বিদ্যুৎময়; দাঁড়ায়ে পশ্চাতে
বর্বট, ষণ্ডাল, সিধু, রসরাজ আদি
দেবের লাঙ্গুল ধরি করে টানাটানি,
গোকুলে, গোলোকে বুঝি যাইবার আশে
ফাঁকি দিয়া ব্রাহ্মণে; চারু স্কন্ধ দেশে
বিরাজিত পঞ্চানন্দ। ধন্যরে লেখনি
লিখিলি কি কথা তুই, দেখাইলি নরে
স্বর্গের পবিত্র ছবি! আর(ও) ধন্য আমি
বর্ণিনু যে হেন দৃশ্য অতুলন ভবে।

হর্ষে মগ্ন পুরবাসী নিরখি নয়নে
দেবের সুচারু মূর্ত্তি। করতালি দিয়া

নাচিল উল্লাসে কেহ; বিহ্বলের প্রায়
পড়িল আনন্দে ঢলি কোন ভক্ত জন।
কেহ বা গাইল গীত, কেহ দিল উলু,
বাজাইল বাদ্য কেহ। পঞ্চানন্দ দেব,
নীরবিলে কোলাহল, ঘুরায়ে নয়ন,
কহিলেন বীরদর্পে। "শুন সভ্যগণ,
শুন বেহ্মচয্য দেব, শুন শনৈশ্চর,
শুন রাজপুরোহিত, শুন সিধু, নিধু,
তালজঙ্ঘ, খর্ব্বগ্রীব, বর্ব্বট, ষণ্ডাল,
আরও যত মহাবীর যে যেখানে আছ;
স্বর্গ, মর্ত্ত্য, রসাতল, চন্দ্র, সূর্য্য, তারা
গয়া, গঙ্গা, বারানসী, নৈমিষ, পুষ্কর,
গোময়, গোমূত্র, তাম্র, তুলসী, কাঞ্চন,
সকলেই শুন আজ :—"কহিতেছি সার
সম ভাবে চির দিন না পারি যদ্যপি
গালি দিতে ব্রাহ্মগণে অকথ্য ভাষায়,
রটাতে ব্রাহ্মের কুৎসা বেদবিধি ছাড়া,
স্বর্গে, মর্ত্ত্যে অগোচর; তা হলে নিশ্চয়
না ধরিব হংসপুচ্ছ এ জনমে আর।"

নীরবিলা পঞ্চানন্দ। কাঁপিল জগৎ
দেবের প্রতিজ্ঞা শুনি। স্ফুরিল দামিনী,
গর্জ্জিয়া উঠিল বজ্র, স্বনিল পবন,

ডাকিল জম্বুককুল। সিংহাসন মাঝে
সভয়ে কাঁপিল রাজা, আফিসে কেরাণী
অবরোধে কুলবধূ, ইস্কুলেতে ছেলে;
সঘনে ব্রাহ্মের পায়ে লাগিল হুঁছট,
পড়িল মুর্চ্ছিত কেহ; ভাবি মনে মনে
না জানি কাহার ভাগ্যে ঘটে কি জঞ্জাল,
কি বিপদ হয় শেষে। না দেখি উপায়,
অসার ভাবিয়া ব্রাহ্ম, নিরুপায়ে শেষে,—
হায় রে মড়কে লোক পল্লীগ্রামে যথা—
উৎসাহে মাতিল হরিনাম সঙ্কীর্ত্তনে।
হেথা কলিটোলা মাঝে রাজার আদেশে
উড়িল সমরকেতু। বাজিল দামামা,
নিনাদিল রণ শৃঙ্গ: রাজদূতগণ
ঘোষিবারে রণ বার্ত্তা, দলে দলে তবে
ধাইল উল্লাস ভরে দেশ দেশান্তরে।

ইতি শ্রীমহাকবি ধূর্জ্জটিকৃতৌ একাদশ অবতারে
মহাকাব্যে অভিষেকো নাম নবমঃ সর্গঃ।

দশম সর্গ।

একি এ নূতন দৃশ্য নিরখি নয়নে
বল গো কল্পনে মোরে। রাজ সভা মাঝে
কেন কলিরাজ আজ বসিয়া নীরবে
অশ্রুপূর্ণ আঁখিযুগ? ঘিরি নৃপবরে
কেন শনৈশ্চর আদি অন্য দেব যত
বসি অধোমুখে সবে? কি আশ্চর্য্য হায়
আর্য্যের পবিত্র ধর্ম্ম যাঁহাদের করে
রহিয়াছে কলুষিত; যাঁরা সযতনে
বেদের অজ্ঞেয় অর্থ হংসপুচ্ছ করে
রক্ষিছেন দিবানিশি;—হায়রে যেমতি
পাণ্ডবশিবিরদ্বারে রুদ্রেশ্বর শিব
শূলপাণি;—দত্ত, শাস্ত্রী, ভট্টাচার্য্য আদি
কুটিল তস্করগণ, স্বধর্ম্মঘাতক,
যাস্ক, সায়নের সনে পরামর্শ করি
পাছে কিছু লয় হরি; সমগ্র জগৎ
যাঁদের স্বধর্ম্ম নিষ্ঠা দেশ অনুরাগে,
দুষ্টের দমন ব্রতে, শিষ্টের পালনে,
চাঁদার টাকার পুন মুক্তহস্ত ব্যয়ে—

করিতেছে ধন্য ধন্য ; আঁধার ভারত,
যাঁদের প্রশংসারূপ সলিতার তেজে
হইয়াছে আলোকিত ;—ভাবিও না কেহ
সামান্য সলিতা তায়, বৈদ্যুতিক তাহা
কিম্বা বৈজ্ঞানিক বুঝি ;—যাঁরা সযতনে
ঘটোঘ্নী হিন্দুর ধর্ম্ম, (ধর্ম্ম শব্দ হায়,
অভিধানে, কি পুরাণে, কিম্বা ঘনরামে,
বুঝিবা পুংলিঙ্গ লিখে, কিন্তু তা হউক
ক্ষতি কিছু নাহি তায়, কবিতা লিখিতে
হয়ে থাকে হেন ভ্রম) ;—যাঁরা সযতনে
ঘটোঘ্নী হিন্দুর ধর্ম্ম চুষিয়া যতনে
বৈজ্ঞানিক পম্প দিয়া, দুগ্ধধারা তার,
সুপবিত্র, সুনির্ম্মল, সুখাঁটি, নির্জ্জলা,
দিতেছেন উপহার দেশবাসীগণে,
জর্জ্জরিত যাঁরা হায় ভুগি এতদিন,
ব্রাহ্মধর্ম্ম রূপ ঘোর ম্যালেরিয়া জরে ;
কি আশ্চর্য্য ! প্রজাপতি যাঁহাদের করে
সঁপেছিলা হিন্দুধর্ম্ম ; মনু, পরাশর,
যাঁদের অদ্ভুত শাস্ত্র, অশ্রুত ব্যাখ্যায়,
কখন কি ঘটে ভাগ্যে ভাবি সশঙ্কিত ;
যাঁদের কুশাগ্র বুদ্ধি ভাবি মনে মনে
ব্যাস বাল্মীকির প্রাণ করে উড়ু উড়ু,

থাকুক্ অন্যের কথা ; যাঁদের বিক্রমে
থরথরি রুষরাজ কাঁপে সিংহাসনে,
নিত্য রণ-প্রিয় রাজা ; ব্রান্ধ গীতাবলী
মস্তিষ্ক বিকৃত হায় করেছে তাঁহার,
তেঁই যুদ্ধপ্রিয় তিনি ; (ইলিয়াড্ যথা
করেছিলা গ্রীক বীর আলেক্‌জান্দরে) ;
দানিলা অভয় যাঁরা ভয় নাই বলি
ভীরু ইংরাজের দলে ; যাঁদের প্রতাপে
হিমালয় শিলাতনু, সিন্ধু তরলিত ;
গ্রহ, উপগ্রহ, তারা নীল নভস্থলে,
মর্ত্ত্যলোকে ঘানিগাছে কলুর বলদ,
ভ্রমে চক্রাকার পথে ; ব্রাহ্মে বধিবারে
পঞ্চানন্দ মহা অস্ত্র সৃজিলেন যাঁরা
কঠোর তপস্যা বলে ; ত্রিজগৎ মাঝে
যাঁদের তুলনা মাত্র যাঁরাই কেবল,
তাঁরাও মলিন আজ ? কে জানে কি হেতু
পশিয়াছে চিন্তাবিষ পবিত্র হৃদয়ে ?
অথবা ভাগ্যের লিপি বুঝিলাম সার।
হে বিধাতঃ, অর্থাভাব কীট সম হায়,
বিদারে নরের প্রায় দেবতার(ও) হিয়া।
মলিন বিষণ্ণমুখ যুগকুলপতি,
ঝরঝর অশ্রুবিন্দু ঝরিছে নয়নে ;

হে রম্ভে ললিত তব অঙ্গ হ'তে যেন
টপ্ টপ্ ঝরে রস; যবে খোঁচাইয়া
দেয় হিন্দুধর্ম্মদ্বেষী ব্রাহ্মের বালক
গণদেবপত্নি, তেঁই ক্রোধ তব প্রতি।

পাত্র, মিত্র, সভাজন ঘিরি নৃপবরে
বসিয়াছে চারিদিকে, রণবার্ত্তা শুনি
এসেছেন কত বীর কত দেশ হতে।
কেহ সূক্ষ্ম কেহ স্থূল কেহ দীর্ঘাকৃতি,
খর্ব্বাকৃতি কোন জন; কিন্তু রাজদুঃখে
সবাই মলিন আজ। কেনা জানে বল
আঁধার জগত মরি ঘন আবরিলে
দিননাথে? কতক্ষণে দীর্ঘশ্বাস ছাড়ি
কহিলেন কলিদেব সম্বোধিয়া সবে :—

"সভ্যগণ, বীরগণ, অন্নদাতাগণ,
আমার ভরসা আশা তোমরাই সব,
তেঁই এ দুর্দ্দিনে আজ তোমা সবাকারে
আহ্বান করেছি হেথা। ভাবি দেখ সবে
ধর্ম্ম, মোক্ষ, কাম, সব দিয়া বিসর্জ্জন,
সার করি অর্থমাত্র, তোমা সবাকারে
তুষিয়াছি সদা আমি। ভুলিয়া কি তবে
রহিবে সকলে মোরে? ভাবিবে না কেহ
কে আমি, জনম মোর কি কার্য্য সাধিতে,

কোন মহাব্রতে ব্রতী ? ভাবিবে না যদি
দিব পরিচয় তবে, তা হলে নিশ্চয়
চিনিবে সকলে মোরে ; শুন বন্ধুগণ।
সেই আমি ত্রেতাযুগে হতভাগ্য নলে
শিখাইয়াছিনু ভাল ; আমার(ই) বিক্রমে,
বিসর্জ্জিয়া পত্নীপুত্র কাঙ্গালের প্রায়
ভ্রমিল সে দেশে দেশে। সেই আমি এবে
খণ্ডিতে ধরার ভার, দণ্ডিতে ব্রাহ্মেরে,
অবতীর্ণ বঙ্গদেশে, নব অবতারে ;
হায় রে এ কলিকালে ভূভার হরিতে
কল্কিরূপে অবতীর্ণ হবেন যেমতি
ত্যজিয়া বৈকুণ্ঠ হরি বিষ্ণুযশা গৃহে,
অসুরদমন প্রভু ; শুনেছি অথবা
পড়েছি কোথাও যেন, মনেও পড়ে না।
সেই আমি স্কন্ধদেশ প্রসারি যতনে
স্থান দিছি পঞ্চানন্দে, দেবতা আমার ;
কে আছে এ বঙ্গদেশে কেনা তাঁরে জানে
খীঁচুনি, চীৎকার, যাঁর অঙ্গবিধূননে,
ভূলোকে, দ্যুলোকে, মর্ত্ত্যে, প্রকম্পিত কায়,
কেনা কাঁপে তাল পত্র সম ঠক ঠকি ;
সেই আমি,—শুনিবে কি গৌড় জন যত—
কল্পনা দূতীর সাথে ভ্রমি বীরভূমে

শুনিল যে দুর্ভিক্ষের হাহাকার ধ্বনি
ভাঁজাইল সত্যস্বর্ণে মিথ্যা তাম্রখণ্ড
অধিক চালা'তে কায। কিন্তু হা কপাল
সত্যও বিক্রীত হ'ল মিথ্যা সম দরে।
না শুনিল কথা মোর পাষণ্ড ইংরাজ,
মিথ্যাবাদী বলি মোরে গালি দিল রোষে
বঙ্গের শাসন কর্ত্তা। হায় রে কপাল,
হেন মূর্খদের সনে হলরে কুলা'তে!
হেন অনড্বন কেন রাজসিংহাসনে,
কবির কল্পনা যারা পারেনা বুঝিতে?
সব যদি সত্য কথা হ'ত এজগতে
কেমনে সংসার তবে চলিত জানি না।
সত্য, মিথ্যা, দুই চাই লিখেছে বেকন,
কিন্তু আহাম্মখ যত বুঝেও বুঝে না।
কল্পনা না হলে কভু চলে কি সংসার?
হামলেট্, ম্যাকবেথ্, ফষ্ট, শকুন্তলা,
সকল(ই) কল্পনাক্রীড়া, বলিই বা কারে?
বুঝে বা কে? হায় মোর অরণ্যে রোদন।
সেই আমি "আর্য্য ধর্ম্ম, আর্য্য ধর্ম্ম" করি
তুলেছি গম্ভীর রব, বিদারি আকাশ;
অনন্ত হিমাদ্রিশৃঙ্গ উঠেছে যেখানে
পশেছে সে রব সেথা, বজ্রনাদময়;

শুনেছে বিশাল নীল অনন্ত আকাশ,
আমার চীৎকার রব; ফেরুর চীৎকার
শুনে যথা বনস্থলী স্তব্ধকর্ণ হয়ে।
কেনা জানে কিবা মোর ভীষণ গর্জ্জন?
কোথা থাকে তার কাছে গর্দ্দভের রব,—
হে রজক মহামতি তোমার বাহন,
তাই এত অহঙ্কার, জাহ্নবী সমান,
কলুষনাশিনী তুমি শুদ্ধিসংসাধিনী।
সে গর্জ্জনে,—নিজমুখে কি বলে বা বলি
নিজের প্রশংসা কথা;—কিন্তু ত কেহই
বলে না আমার হয়ে; কাযেই হইল
নিজের সুখ্যাতি কথা নিজেই বলিতে;—
ফেটেছে পেটের পিলে কত ছেলেদের
সে গর্জ্জনে, হায় হায়, "সাবাস সাবাস"
বলেছিল মহোৎসাহে তেলী মুদি ভায়া,
গুণগ্রাহী লোক তারা। প্রতিধ্বনি তার,
করিয়াছে মহোল্লাসে অনন্ত সাগর,
উর্ম্মির উপর উর্ম্মি উর্ম্মি তদুপর।
কিন্তু হায় ভাগ্যদোষে সকল সময়ে
ঘটেনা সুফল হায় নরের জীবনে;
চীৎকার গর্জ্জন মোর মালসাট যত
সকল(ই) হইল বৃথা। ধর্ম্ম ধর্ম্ম করি

এত যে চীৎকার রব তুলিনু আকাশে।
আনিলাম কচদেবে স্বর্গ হ'তে পাড়ি,
কত প্রলাপিলা ঋষি বৈজ্ঞানিক মতে,
কতই লেক্‌চার দিলা, গ্রন্থিলা বা কত,
কে দেখিল, কে শুনিল? ইস্কুলের ছেলে,
তেলী, মুদি, গাড়োয়ান, গোমস্তা, নায়েব,
বোঝে না ধর্ম্মের কথা। উকিল কাঁউস্থলি,
(হ'ক শত বজ্রাঘাত তাদের মাথায়)
একটি পয়সা হায় মোকদ্দমা হ'লে
করেনা রেয়াৎ যারা, তারা নাকি কভু
শুনিবে ধর্ম্মের কথা? কিন্তু চটাব না
পাই যদি ব্রাহ্মরণে অব্যাহতি কভু
দেখাব পয়সা লওয়া। এক এক করি,
ছাড়াব ঘাড়ের ভূত গালির চোটেতে;
শিখাব আইন বাজী; মেনে, ব্লাক্‌ষ্টোনে,
পোড়া'ব চাঁড়ালে দিয়া; কর্ম্মনাশা জলে
ফেলাইব অষ্টিনেরে;—জগন্নাথে যথা
ফেলিল পাহাড় কালা সাগরের জলে:
কিন্তু হায় কি বলিতে কি বলি'ছি হায়
ভুলেছি আসল কথা রাগের চোটেতে,
রাগ ত হ'তেই পারে; পয়সার মার
বড় মার হায় এই মানব জীবনে।

এত যে চীৎকার রব তুলিনু আকাশে
কে শুনিল, কে বুঝিল ? হায়রে কপাল !
না শুনিল্. কথা মোর গৌড় জন যত;
তা না হ'লে সন্ধ্যা হ'লে উল্‌সন্ হোটেলে
এত ভীড় কেন হয় ? প্রচারক দল
বসিয়া যেথানে হায় পূরিয়া উদর,
পশুমাংসে পক্ষিমাংসে যেবা রুচি হয়,
ভাবেন ধর্ম্মের কথা ; কিরূপে উদ্ধার
করিবেন আর্য্য-ধর্ম্ম কাগজে কলমে।
কিরূপে বা মুক্ত পুন হবে লেক্‌চারে
সনাতন হিন্দুরবি, অধুনা যা হায়,
ব্রাহ্মরূপ রাহুগ্রাসে প্রায় কবলিত।
অথবা খাইতে তারা চায় হোটেলেতে
যা'ক ক্ষতি নাই তায় ; সমাজে তা'চলে
আমিও সেথানে যাই সুযোগ বুঝিলে
(পয়সা জুটাতে যদি পারি কোনরূপে
মবলক চৌদ্দ আনা)। কিন্তু হা কপাল
ব্রাহ্মের মন্দির (হোক কবর তাদের)
এখনও পরিপূর্ণ ? এত যে চীৎকার,
ভুলিল না হতভাগা গৌড়জন তবু ?
বলিলাম কত কথা সত্য মিথ্যা মাখা,
কিন্তু শুনিল না কেহ। হিত কথা যদি

বলি আর কভু কারে, বাপান্ত আমায়।

সেই আমি কবিগুরু ঘনরামে স্মরি,
গম্ভীরে বাজায়ে বীণা গাইল'যে হায়
রুষেঙ্গ্‌রাজ মহারণ। আলিকোহানফে
দেবদৈত্যনরত্রাস, কেমনে নাশিল
ইংরাজ কুলের রবি ছার লম্‌স্‌ডেন।
কল্পনায় মহাযুদ্ধ হেরিনু সভয়ে;
শুনিনু অশ্বের হ্রেষা, গজের বৃংহিত,
হেরিলাম ধূলারাশি চরণতাড়নে,
দেখিনু টলিল ধরা থর থর করি,
কাঁপিল পাঞ্জদে ভূমি; সে ঘন কম্পনে
উথলিল কাস্পিয়ানে জলের লহরী,
ঝড়ে যেন; হায় আমি যুদ্ধ না হইতে
পূরাইনু যুদ্ধক্ষেত্র নৃমুণ্ড কঙ্কালে।
কল্পনা কবির সখী মধুকরী সম,
বড় অনুগ্রহ তাঁর সদা মোর প্রতি
তেঁই পশারের তরে আরাধিয়া তাঁয়,
লিখিনু কল্পনাযুদ্ধ,—কবির বিলাস।

সেই আমি ম্যাজিষ্ট্রেটে গালি দিয়া শেষে
মাগিনু অভয় ভিক্ষা। কিন্তু বন্ধুগণ,
কুলধর্ম্ম মোর এই, লজ্জা কিবা তায়?
জন্মেছি বাঙ্গালীকুলে ভারতভূষণ,

তোষামোদ, মিথ্যা কথা, কুলধর্ম্ম মোর ;
সে কুলে কি দিব কালী ? হেন নরাধম
নহি আমি ; যে বলে, সে ঘোর মিথ্যাবাদী।
সেই আমি শুন যত গৌড়চূড়ামণি,
চিনিলে কি এবে মোরে ? সে কথা বা কে
কেনা মোরে চিনে বল ? আমার মতন
ঢালি পদাস্তিক এত কার আছে হায়।
অৰ্দ্ধেক স্কুলের ছেলে ;—তাদের মস্তক
খেতেছি চৰ্ব্বিত করি চুট্‌কীর স্বরে,—
সিকি আফিসার বাবু, (অজ্ঞ ইংরাজীতে)
ছ'আনা দোকানদার, তেলী, মুদিগণ,
দেড় আনা পাড়াগেঁয়ে গোমস্তা নায়েব,
বাকী আধ আনা যারা পড়েনা ঘৃণায়,
একুনে ক্লায়েণ্ট মোর বায়ান্ন হাজার।
কেনা তবে চিনে মোরে ? কিন্তু দৈবদোষে
এত যে মহৎ আমি তবু বিধি রোষে
পড়েছি, কপাল মোর, দায়গ্রস্ত হ'য়ে
তেঁই ত ডেকেছি সবে। নহে দোষ মোর,
রক্ষিতে হিন্দুর ধর্ম্ম আর্য্যের মহিমা,
ভেঙেছিল ভাগ্যমোর ; সে বিপদ হায়,
শত্রুর না হয় যেন। কি বলিব কারে
অধীর আঙুল কুল পারে না ধরিতে

লেখনী, এ পোড়া মুখে নাহি সরে বাণী ;
অস্থির চরণ, হেরি আঁধার নয়নে,
এখন(ও) সে কথা যদি ভাবি কভু মনে।
কিন্তু শুন বন্ধুগণ, কহিতেছি সার ;
জানিতাম আগে যদি তাহ'লে কি কভু
করি সে গরল পান ? কে জানিত হায়
খুঁচিতে গাড়ার ভেক উঠিবে ভূজগ ?
কি কুক্ষণে দেখেছিলি হায় রে বর্ব্বট,
কাল বীরভূম দেশে কালকূটে ভরা
সে ভুজগে ? কি কুক্ষণে তোর কথা শুনি
পাবকশিখারূপিণী গোয়ালীর কথা
লিখেছিনু—খেয়ে ? এ বিশাল পদ,
এ সম্মান, সব মোর গিয়েছিল প্রায়।
বড় আশা ছিল মনে গোয়ালীরে লয়ে
উদ্ধারিব হিন্দুধর্ম্ম। কিন্তু দৈব দোষে
পূরিল না মনোবাঞ্ছা ; ঘটাইল বাদ,
সাম্য মৈত্রী মিলি দোঁহে। কি আর বলিব
কত চেষ্টা করেছিনু, কত অর্থ ব্যয়,
শান্তি, স্বস্ত্যয়ন, ব্রত, পর উপাসনা,
সব বৃথা হ'ল শেষে। কে জানিত হায়
অভাগী গোয়ালী বেটী মজাইবে মোরে ?
বিশ্বাঘাতিনী মাগী প্রেতিনী শঙ্খিনী

জানিত চালাকি এত ? গোয়ালার মেয়ে
এমন কুহক জানে কবে কে জানিত ?
দ্বাপরে রাধিকা বেশে শ্রীনন্দনন্দনে
মজাইয়াছিল বটে, আমি কোন ছার ?
গত সে বিপদ এবে ; কিন্তু বন্ধুগণ
এখন(ও) অতীতস্মৃতি ভাবিলে অন্তরে
দুরু দুরু কাঁপে বুক। কি বলিব হায়,
কি দুঃখে যে গেছে দিন ? কেটেছে যামিনী
কত ক্লেশে ? কভু উঠি উচ্চ গৃহচূড়ে
চাহিতাম এক দৃষ্টে গঙ্গাতীর পানে
ব্রাহ্মদেশ পানে কভু। করযোড় করি
ডাকিতাম ইন্দ্রে, চন্দ্রে, কুমারে কার্ত্তিকে
আরও কত শত দেবে। কিন্তু হা কপাল
কেহ না পারিল হায় রক্ষিবারে মোরে।
সব বৃথা হলো শেষে গৌড়জন যত
বড় দায়গ্রস্ত আমি ; কি আর বলিব,
বায়ান্ন হাজার মোর ঢালী পদাতিক,
একটি করিয়া টাকা দাও সবে মোরে
তাহলে নিস্তার পাই। তা না হলে হায়,
এত লম্ফ, এত ঝম্প, এত আড়ম্বর,
সকল(ই) হইবে বৃথা। বড় সাধ মোর
বধিতে ব্রাহ্মেরে রণে; কিন্তু বহু ব্যয়ে

ধনহীন রাজকোষ; নাহি শক্তি আর,
যুঝিতে ব্রাহ্মের সনে; শুন বন্ধুগণ,
আমার ভরসা, আশা, তোমরাই সব,
ভূলনা আমাকে তবে। জানত তোমরা
কত মহাপাপী ব্রাহ্ম; সে ব্রাহ্মে বধিতে
কেমনে নিশ্চিন্ত তবে থাকিবে সকলে।
ধর্ম্মের রক্ষক আমি বিধির বিধানে
উদ্ধারিতে হিন্দুধর্ম্ম অবনীমণ্ডলে
শুভ আবির্ভাব মোর। তোমরা সকলে
সহায়, সম্পদ, বুদ্ধি, আমার কেবল;
রক্ষা তবে কর মোরে। কি আর বলিব,
ঘিরেছে ভারতভাগ্য কাল ব্রাহ্মমেঘে,
কে কোথায় আছ সবে এস এক বার;
নতুবা আর্জ্জুনি যথা কুরুক্ষেত্র রণে
পড়েছিল,—হায় আমি পড়ি বা তেমতি
এ পাপ সমরে; সবে রক্ষা কর মোরে,
খেদাইয়া ব্রাহ্মগণে;—জননী যেমতি
খেদান মশক বৃন্দে সুপ্ত সুত হ'তে।
অনাচারী, কদাচারী, ব্রাহ্মের সমান
কে কোথা দেখেছে হেন? "বিধবার বিয়ে",
"বাল্য বিভা তুলে দাও", "পবিত্রতা সভা",
সৃষ্টি ছাড়া কথা সব। আকারে আচারে

ভয়ানক অসাদৃশ্য। হতে পারে কভু
(বলেছেন গুরুদেব মালসাট মারি)
বিধবা নারীর বিয়ে হিন্দুর ধরমে?
গরম গরম কুল্পী হয় কি কখন?
বেঁচে থাক্ হিন্দুধর্ম্ম, যা করে মা কালী
পড়ুক কুলের মুখে কলঙ্কের ডালি।
রক্ষাকর পঞ্চানন্দ, পড়েছি সঙ্কটে
তার এ বিপদ হ'তে বাহন তোমার
ডাকিছে কাতরে আজ, রক্ষ তবে তারে।
যেমন দেবতা তার বাহন তেমন;
ইন্দ্র চড়ে ঐরাবতে, অশ্বে বৈশ্বানর,
কুরঙ্গে পবন রাজ, মহিষে শমন,
মৃগেন্দ্রবাহিনী দুর্গা। আমিও যেমন
তেমন(ই) দেবতা তুমি পঞ্চানন্দ দেব
এস তবে মোর স্কন্ধে। ষোড়শোপচারে
পূজেছি তোমারে আমি। পাই শুনিবারে
অতুল ক্ষমতা তব। শুনিয়াছি প্রভু,
ছেলেদের ঘাড় তুমি ভাঙ্গ অনায়াসে,
পার নাকি ভাঙ্গিতে এ ব্রাহ্মদের ঘাড়;—
শকুল মৎস্যের ঘাড় হায়রে যেমতি,
ভাঙে ধীবরের সুত, হরধনু প্রায়?
শেষ কথা বিসর্জ্জিব বিস্মৃতির জলে

অতীতের স্মৃতি আজ। আসে যদি দিন
বলিব মনের কথা তবে বন্ধুগণ,
নতুবা বিদায় এই চিরদিন তরে।
যুদ্ধে জয়, পরাজয়, আছয়ে নিয়ম,
ক্ষত্রিয়নন্দন আমি ভয় কিবা তায়?
কিন্তু হারি যদি তবে, এই ভয় মনে
কেমনে দেখাব মুখ বঙ্গদেশে আর?
মরি ক্ষতি নাই তায়, কাঁটাবন দিয়া
টানিবে যে হিঁচ্ড়িয়া, সেই ক্ষোভ মনে।
অথবা বেহায়া আমি বলেছি ত আগে,
তোষামোদ মিথ্যা কথা, নিত্য ব্রত মোর।
জিতি যদি, বলিব সে বুক ফুলাইয়া
"যতো ধর্ম্ম স্ততো জয়;" হারি কিন্তু যদি,
গাইব বিষাদে গীত ললিত পঞ্চমে,
"ধর্ম্মের বিচার নাই এ পাপ জগতে।"

নীরবিলা কলিরাজ; ঝরিল নয়নে
অনর্গল অশ্রুবিন্দু; হায়রে যেমতি
গোমুখীর মুখ হ'তে ঝরে বারিধারা
ভাসায়ে হিমাদ্রি বক্ষ। সভ্যগণ যত
স্বর্ণমুদ্রা, রৌপ্যমুদ্রা, তাম্রমুদ্রা কেহ,
রাজপদে দিলা ঢালি। পুলকিত রায়
শুকাইল অশ্রুবিন্দু; মধুর অধরে

দেখা দিল হাসি পুন ; শরদে যেমতি
হায় রে বৃষ্টির পরে ভানুর কিরণ,
দেখা দেয় আচম্বিতে। পকেটিয়া সব,
ধাইলা উল্লাসে রাজা রণক্ষেত্র পানে।

ইতি শ্রীমহাকবি ধূর্জ্জটিকৃতৌ একাদশ অবতারে
মহাকাব্যে সংগ্রহো নাম দশমঃ সর্গঃ।

একাদশ সর্গ।

অনন্তবাহিনী চিন্তা মানস প্রদেশে
বহে অবিরাম গতি। কভু স্থিরকায়া,
কভু বা লহরী ভঙ্গে মৃদুহাস্যময়ী,
আবার কখন ভীম জলনিধি প্রায়
আবর্ত্তভীষণমূর্ত্তি। এই কলস্বনে
ঢালিছে অমৃত ধারা শ্রবণ বিবরে;
আবার মুহূর্ত্ত পরে গম্ভীর কল্লোলে
বিদারিছে শ্রুতিযুগ। এই সুশোভিত
(ইন্দ্রজাল বলে যেন) সলিল দর্পণে,
চন্দ্রমার চারুছবি শোভে বক্ষদেশে,
হাসে গ্রহ তারাচয়, ভাসে শত ফুল,
উজ্জ্বল রজতশুভ্র শিলাখণ্ড' পরে
বহে মৃদু মৃদু কলে, খেলে মীনশিশু
দোলে ফেনপুষ্পদাম। মুহূর্ত্তে আবার
একি রে ভীষণ দৃশ্য! কোথায় তটিনী
অনন্ত সমুদ্র এ যে। উন্মত্তের প্রায়
উত্তাল তরঙ্গরাশি ছুটে, বক্ষস্থলে
খেলে নক্র, শিশুমার, তিমি, তিমিঙ্গিল;

কোথা সে নির্ম্মল বারি? কলুষ প্রবাহ
বহে অবিরাম শুধু, নিত্য নবাকৃতি
বহে চিন্তাস্রোত হেন মানস প্রদেশে।
অদ্ভুত মানস রাজ্য! দূরপ্রসারিত
দেবতার ক্রীড়াভূমি, পিশাচআবাস
কল্পনার লীলাস্থলী। শোভে তার মাঝে
কতই বিচিত্র দৃশ্য, চারু উপবন,
প্রফুল্ল কুসুমকুঞ্জ। কোথা প্রবাহিনী
কতই মধুর রবে জাগাইয়া প্রাণে
অতীতের স্মৃতি আহা, বহিছে নিয়ত।
ফুটিছে কতই ফুল, বহে মৃদু বায়ু,
ফুলভরে দোলে লতা। বসি তরুশাখে
গায় কলকণ্ঠ পাখী; ছুটে মৃগশিশু।
আবার কোথাও এক নিবিড় কান্তার,
গভীর তামসাচ্ছন্ন। না বহে বাতাস,
না পশে স্থর্য্যের কর, কণ্টকী লতায়
নিরুদ্ধ প্রবেশ পথ; গর্জ্জিছে ভিতরে
ভীষণ শার্দ্দূল, সিংহ, মহিষ, গণ্ডার,
শ্বসিতেছে অজাগর। আবার কোথাও
সুদীর্ঘ ভীষণ মরু সীমা অন্তহীন,
উত্তপ্ত বালুকা শুধু জ্বলে ভানুতেজে
বহে খর সমীরণ, নাহি পশু পাখী,—

জলশূন্য ফলশূন্য। কোথাও আবার
শোভিছে বিস্তৃত ভূমি যোজন আয়ত
শ্যাম তৃণদলে ঢাকা। শোভে মাঝে মাঝে
প্রসারি বিশাল শাখা অশ্বথ, ন্যগ্রোধ,
দীর্ঘ মহীরুহ শাল; স্নিগ্ধ ছায়া দানে
শীতলিতে তাপক্লান্ত পথিকের দলে।
বিচিত্র মানস দেশ, কত যে সেখানে
শোভিছে সুন্দর দৃশ্য কে পারে বর্ণিতে
মানবের সাধ্য নয়। শান্তি সরোবর
শোভিতেছে কোন স্থলে; শত শতদল
ফুটিয়াছে তার মাঝে; প্রেমচন্দ্রালোকে
হাসিছে সরসীবারি; খেলিছেন কূলে
ভক্তি, মৈত্রী, শ্রদ্ধা আদি, দেববালাগণ।
আবার কোথাও হিংসা, মিথ্যা, প্রবঞ্চনা,
খেলিছে পিশাচীগণ। কোথা নদীকূলে
জননী রূপিণী দয়া স্নেহার্দ্র হৃদয়ে
হিমক্লিষ্ট বিষধরে, আহত শার্দ্দূলে,
করিছেন স্তন দান। কোথাও আবার
নৃশংসতা,—ব্যাঘ্রীরূপা—প্রসবি সন্তানে
করিছে চর্ব্বণ তায়; সৃক্কণী বাহিয়া
পড়িছে রুধির ধারা দর দর করি।
বিশাল অনলকুণ্ড জ্বলে কোন স্থলে

দাঁড়ায়ে প্রতিজ্ঞা দেবী পার্শ্বদেশে তার
সুতীক্ষ্ণ ছুরিকাঘাতে চিরি বক্ষস্থল,
ঢালিছেন রক্তধারা; অক্লিষ্ট বদন
ললাটে ভ্রূকুটী লেখা। প্রতিজ্ঞার পাশে
দাঁড়ায়ে সাহস দেব গম্ভীর মূরতি;
অটল হিমাদ্রি প্রায় অবিচল তনু;
গর্জ্জিছে সহস্র বজ্র মস্তক উপরে,
পদপ্রান্তে সীমাশূন্য ভীষণ গহ্বর
বদন ব্যাদান করি; পার্শ্বদেশে ফণী
প্রসারি বিকট ফণা আসিছে দংশিতে
তবুও নির্ভীকচিত্ত। দেবীর দক্ষিণে
বিশ্বাস দাঁড়ায়ে দুই বাহু প্রসারিয়া
হিমাদ্রি সদৃশ এক তুঙ্গ মহীধরে
টানিছেন মহাবলে; লড়িছে ভূধর।
কোথাও ভীরুতা, নিত্য রোমাঞ্চিত তনু,
ঊর্দ্ধকর্ণ, নতমুখ, ব্যাকুলিত মন,
চাহিছে পশ্চাতে ফিরি, কভু বা সম্মুখে
দক্ষিণে কখন বামে; পত্রের মর্ম্মরে
উঠিছে চমকি কভু, পাগলের মত
ছুটিছে চরণ শব্দে। নিবিড় তিমিরে
কোথা হিংসা ক্রূরমতি বিষধরী সম
ছাড়িতেছে উষ্ণশ্বাস। কোথাও বা ক্রোধ

আরক্ত নয়নদ্বয় জবাযুগ সম,
কম্পান্বিত কলেবর ; দংশিয়া অধর,
লৌহের মুদ্গর এক আপনার শিরে
হানিতেছে ভীমবলে, ছুটিছে রুধির।
কোথা লজ্জা ব্রীড়াময়ী নম্রমুখীবালা,
আপন সৌন্দর্য্যে যেন আপনি বিভোর,
চলিতে চরণ বাধে ; পারে না চাহিতে
সরমে কাহার (ও) পানে, সদাসঙ্কুচিতা
একান্তে একটি ধারে আছে দাঁড়াইয়া,
লাজে নত মুখ খানি, রাঙ্গা গণ্ড ছুটি।
কোথা সরলতা দেবী সদানন্দময়ী,
খেলিছেন এক দিকে, কোকিলের সনে
গাহিছেন গীত কভু, চুম্বি লতিকারে
সাজিছেন ফুল সাজে, মৃগশিশু সনে
ছুটিছেন বনে কভু ; নাহি আভরণ
তবু কি সুন্দর তনু ; আকুল কুণ্ডল
চুম্বিছে চরণযুগ, হাসি মাখা মুখে
কুটিল অলকদাম উড়িছে সমীরে,
ভাসিছে বিশ্বের ছবি চটুল নয়নে।
কোথা মিথ্যা, প্রবঞ্চনা, কপটতা আদি
দানব ছুহিতাগণ, মায়াজাল পাতি
দেবীর পবিত্র মূর্ত্তি অনুকরনিতে

ধরিতেছে কত বেশ, পরিছে যতনে
কতই রতনভূষা, কত পট্টবাস,
কভু বিনাইছে বেণী, অগুরু চন্দনে
কভু বা লেপিছে অঙ্গ ব্রণ বিমণ্ডিত,
কত হাব, কত ভাব, বিভ্রম, বিলাস,
সব বৃথা। কোনস্থলে ভাক্ত ধর্ম্মভাব,
গভীর ধ্যানেতে যেন মুদিত নয়ন,
দারুণ পাপের তৃষা সদা জাগে প্রাণে
কিন্তু ভুলাইতে নরে, ব্রহ্মনাম মুখে
অধর্ম্মের পথে গতি। বাসনা সাগরে
মায়া, দয়া. স্নেহ, ধর্ম্ম, বিসর্জ্জিত সব
কেবলি স্বার্থের চিন্তা জাগরিত প্রাণে।
কতই বিচিত্র দৃশ্য মানস প্রদেশে
ঘটিতেছে দিবানিশি। দেবদৈত্য দল
কতই ভ্রমিছে সেথা, কার সাধ্য পারে
বর্ণন করিতে সব ? সহস্র বৎসর
অন্বেষিলে দিবানিশি, তাহ'লেও নর
না পারিবে বুঝিবারে বৈচিত্র্য তাহার।
তুঙ্গ মহীধর এক, জ্ঞানশৈল নামে
শোভিত মানস রাজ্যে, ভেদি মেঘলোক
তুলিয়াছে শিরদেশ, গ্রহ তারা গণে
আলিঙ্গিতে চায় যেন। খেলে মধ্যস্থলে

বিজলি জড়িত মেঘ ; হাসে শিরদেশে
রবির সুবর্ণভাতি চির সমুজ্জ্বল।
বড় দুরারোহ গিরি ; বন্ধুর, পিচ্ছিল,
কোথা বা কণ্টকাকীর্ণ, শোভে শৈলশিরে
উন্নত মন্দির এক ; বিরাজিত তায়
বিবেক দেবের মূর্ত্তি। জাগ্রত দেবতা
দানব, মানব, সুর, গন্ধর্ব্ব, কিন্নর,
সকলেরি পূজ্য দেব। ভূলোকে, দুলোকে,
নাহি হেন জন, যে না পূজে তাঁর পদ।
অসংখ্য অগণ্য প্রাণী অগ্নিশিখা হেরি
পতঙ্গের পাল যথা—সে মন্দির মুখে
ধাইছে উন্মত্ত প্রায়। কেহ নররূপী
দেবমূর্ত্তিধারী কেহ। কামরূপী দেব
বিবেক, ভক্তের বাঞ্ছা অনুসারে কভু
শান্ত সমুজ্জ্বল মূর্ত্তি ; কখন আবার
বিষম ভ্রূকুটী ভঙ্গে ভীম দরশন।
এই হাস্য মাখা মুখ সদানন্দময়,
আবার মুহূর্ত্ত পরে মুখ জ্যোতিহীন ;
এই বিচর্চ্চিত তনু অগুরু চন্দনে,
আবার রুধিরধারা ঝরিছে ললাটে ;
ছিন্ন ভিন্ন কলেবর, সায়াহ্ন সময়ে
হায়রে জলদ যেন গোধূলিরঞ্জিত,

কভু শৈল শৃঙ্গ সম, কভু নক্ররূপী,
কখন মাতঙ্গ প্রায়, মুহূর্ত্তে আবার
গৃহচূড়া,তরুশির ধরে কত বেশ।
দাঁড়াইয়া পঞ্চানন্দ দেবের সম্মুখে
বাম দিকে কলিরাজ ; অশ্রুপূর্ণ আঁখি
বিষন্নবদন দোঁহে। বিবেক মূরতি
রুধিরাক্ত কলেবর, সহস্র কণ্টকে
ক্ষত তনুদেশ যেন। বক্ষস্থল হ'তে
ঝরে রক্ত বিন্দু বিন্দু ; ভ্রূকুটী ললাটে,
ঝরিছে স্ফুলিঙ্গ মুহুঃ আঁখিযুগ হ'তে।
একদৃষ্টে বহুক্ষণ চাহি মুখপানে
কাতরে কটাক্ষ হানি, আরম্ভিলা তবে
বিবেক ; সম্বোধি দোঁহে সকরুণ স্বরে :—
"এখন (ও) কি পাপতৃষা মিটিল না প্রাণে
রে মানবদ্বয়, বল, এত অধঃপাতে
অপূর্ণ বাসনা আজ (ও)? তবুও কি সাধ
ডুবাতে দেশের নাম? ভাবিবি না মনে
কি দশা দেশের আজ? বুঝিবি না কি রে
ভারত শ্মশান এবে? এ মহাশ্মশানে
দেখ্‌রে পিশাচ দল ভ্রমে দিবানিশি
চর্ব্বিতে তোদের অস্থি। গর্জ্জে চিতানল ;
শিবার অশুভ রবে রোধে শ্রুতিপথ ;

শকুনি, গৃধিণী, কাক, মাংসাহারী পাখী,
ভ্রমে দলে দলে সদা। এ মহাশ্মশানে
না পূজিয়া মহাশক্তি শবাসনে বসি,
এই কি কর্ত্তব্য শেষে, ভায়ে ভায়ে বাদ
দেখ্ রে দানব ঐ জননীর বুকে
বসি নিষ্পেশিছে কণ্ঠ; কাতরা জননী
নিরুদ্ধ নিশ্বাস, তবু রুদ্ধ কণ্ঠস্বরে
যবনে, খৃষ্টানে, ব্রাহ্মে, হিন্দুপুত্রগণে,
ডাকে সমভাবে সবে; শুনিবি না তোরা?
কেবলি কি চিরদিন তীক্ষ্ণ অস্ত্রাঘাতে
বিদারিবি পরস্পরে? ভেবে দ্যাখ্ মনে
হিন্দু, বৌদ্ধ, ব্রাহ্ম, শীখ সকলেই তোরা
একই শৃঙ্খলে বাঁধা; এক কশাঘাতে
জর্জ্জরিত পৃষ্ঠদেশ। তবুও কি সাধ
প্রহারিতে পরস্পরে? ঐ শোন্ কাঁদে
তোদের ভগিনী কত, ম্লেচ্ছঅত্যাচারে
হারায়ে সতীত্ব রত্ন। পর পদাঘাতে
কাঁদে ভগ্নবক্ষ ভ্রাতা। এতই নিষ্ঠুর
শুনিবিনা তবু তোরা? দেখিবি না কি রে
কি দশা দেশের আজ? কত নরনারী
"হা অন্ন, হা অন্ন" বলি কাঁদে চারিদিকে
ঐ শোন্ আর্ত্তনাদ। দরিদ্র যুবক,

অন্নচিন্তাশুষ্কমুখ, পায়না ভাবিয়া
কি দিবে সুতের মুখে, ব্যাকুল হৃদয়ে
ভ্রমে দ্বারে দ্বারে শুধু। এ দুর্দ্দশা হেরি
বিবাদের সাধ আজ (ও) ? দেখ আঁখি মেলি
ভ্রূণহত্যা, ব্যভিচার, মদ্যপান আদি,
ডুবাতে হিন্দুর নাম, কি ভীষণ বেশে
ভ্রমে প্রতি গৃহে গৃহে। ভাব্ একবার
কি ছিলি রে তোরা আর কি দশায় আজ ?
কিন্তু অতীতের স্মৃতি আনিব না আর
শুনাব না আর্য্যনাম। এই কি সে দেশ,
সে প্রয়াগ, বারাণসী, নৈমিষ, পুষ্কর,
এই কি সে পুণ্যভূমি ? সেই আর্য্যবংশ ?
জন্মিলা যে বংশে রাম, বুদ্ধ, ভীষ্ম, শিবি,
হরিশ্চন্দ্র আদি সবে ? না—না—বলিব না
শুনাব না আর্য্যনাম। কেন বৃথা আর
কি ফল গঙ্গায় ঢালি কর্ম্মনাশা জলে ?
কেন রে আর্য্যের নাম এ অনার্য্য দেশে ?
এখনও বলি শোন্, দেখ্ ভাবি মনে
রে ভারতবাসীগণ, যথেষ্ট হয়েছে ;
ভ্রাতার শোনিতপাত করেছিস্ ঢের ;
কুরুক্ষেত্র, পানিপত, সাক্ষী আছে তার ;
কাজ কি বিবাদে আর ? যে যা হস্ তোরা

হিন্দু, ব্রাহ্ম, জৈন, শীখ, যবন, খ্রীষ্টান,
সবাই মায়ের সুত। ডাকেন জননী
সকলেরে সমভাবে। ভা'য়ে ভা'য়ে তবে
কেন আর বিসম্বাদ? আয় মিলি সবে
দাঁড়া গলাগলি করি, ডাক্ ভাই বলে।
যার যা আছেরে কিছু, জ্ঞান, বুদ্ধি, বল,
ধন, মান, যশ, দেহ, নিয়োগিয়া সব
সাধ্‌রে মায়ের কায মিলি প্রাণপণে।"

নীরব হইলা দেব। আঁখিযুগ হ'তে
ঝরিল অশ্রুর ধারা। সম্বোধিয়া দেবে,
আরম্ভিলা পঞ্চানন্দ সুগভীর স্বরে।
"হে বিবেক শুনিবারে শুষ্ক উপদেশ
আসি নাহি মোরা হেথা। কেন বার বার
দাও উপদেশ এত? বলেছি ত তোমা
পড়েছি অনেক শাস্ত্র, বহু ধর্ম্মনীতি,
জানি বহু উপদেশ, মুগ্ধ লোক হেরি
আমাদের বিদ্যাবুদ্ধি; আমাদোঁহে কেন
উপদেশ দাও তবে? দেহ আজ্ঞা শুধু
দণ্ডিবারে ব্রাহ্মদলে। পশিব সমরে
সংগ্রামে বিজয়ী হই, দাও এই বর;
শুষ্ক ধর্ম্মকথা তব চাহি না শুনিতে।"
নীরবিলা পঞ্চানন্দ। বিবেক অমনি

রোষে বিস্ফারিত আঁখি, সুগভীর স্বরে
কহিলা সম্বোধি দোঁহে। "রে পাষণ্ডগণ,
শুনিবি না হিতবাক্য ? মানিবি না মোর
সাধু উপদেশ যত ! এত কি পাষাণে
গঠিত তোদের হিয়া ? মিঠে নাকি আশ
কশাঘাত করি মোরে ? এখন(ও) কি সাধ
বিদারিতে বক্ষ মোর ? এত রক্তপাতে
তবু মিটিল না তৃষা ? রে পামরগণ
চেয়ে দেখ্ তনু মোর জর্জ্জরিত সদা
তোদের প্রহারে। এই ক্ষতবক্ষ হ'তে
ছুটিছে রুধিরধারা ; পারি না যে আর
পারি না সহিতে এই বৃশ্চিক দংশন।
কেন শাস্তি দিস এত ? কোন অপরাধে
অপরাধী ব্রাহ্মগণ ? কেন বিবাদিতে
চা'স বল দিবানিশি ? দোষী যদি হয়
তোরা কে শাস্তির তার ? কে দিল তোসবে
ব্রাহ্ম দণ্ডিবার ভার ? পড়ে না কি মনে
কত পাপে কলঙ্কিত তোদের জীবন ?
যবনান্ন, সুরাপান, অভক্ষ্য ভক্ষণ,
কি তোদের বাকী আছে ? তবু হিন্দু বলি
দিতে চা'স পরিচয় ? দেখাস এমনি
বড় ধর্ম্মনিষ্ঠ তোরা, হিন্দুধর্ম্মে মতি ;

জন্মেছিস ভণ্ডজনে দণ্ড দিতে যেন,
তোরা যে ভণ্ডের শ্রেষ্ঠ, সে কথা কি কভু
বারেক পড়ে না মনে। ভণ্ড গ্রন্থকার,
স্বদেশহিতৈষী ভণ্ড, ভণ্ড ব্রাহ্মগণ,
সকলেই ভণ্ড স্বধু তোমরা কজন
জগতে যা কিছু সাধু। আর্য্য আর্য্য বলি
করিস চীৎকার দেখি ; কিন্তু বল শুনি
কোন কার্য্যে আর্য্যনীতি রেখেছিস্ তোরা।
আনিস না আর্য্যনাম বলিস না মুখে
"হিন্দুধর্ম্ম" "হিন্দুধর্ম্ম" শুনে হাসি পায়
ভূতে বলে রামনাম ! চিনি আমি ভাল
যে যেমন হিন্দু তোরা বাড়াসনে আর।
রক্ষিবারে হিন্দুধর্ম্ম কে দিল তোসবে
বলরে এ গুরুভার ; জানি আমি আজ
লুপ্তপ্রায় হিন্দুনাম, মৃত হিন্দু জাতি
নাহি রে হিন্দুর কিছু। তাবলে কখন,
এতই পতিত দেশ ভাবিস না মনে
তোরা যে রক্ষক হবি। য়ুরোপে যেমতি
ভাণ্ডাল চণ্ডাল গথ, হূন, চীন আদি
রক্ষেছিল রোমরাজ্য ভাবিসনা কভু
স্বপ্নে ও এ হেন কথা ; কেন বিড়ম্বনা ?
জানি আমি সব ব্রাহ্ম নহে সাধুজন,

কপটী, কুটিল ভণ্ড আছে ব্রাহ্মদলে
কিন্তু কি আশ্চর্য্য তায়! কবে কোনদেশে
কোন্ ধর্ম্মসম্প্রদায়ে সকলেই সাধু?
নাহয় পাপিষ্ট ব্রাহ্ম করিনু স্বীকার,
কপটি কুটিলমতি। কিন্তু বল শুনি
কি দোষ করেছে যত ব্রাহ্মের মহিলা
কেন দিস্ অপবাদ; কোন্ আর্য্য ধর্ম্মে
পেয়েছিস হেন শিক্ষা; কোন্ অত্রি, মনু,
দেছেন এ উপদেশ; বেহ্মচর্য্য বুঝি
দেছেন এ দিব্য জ্ঞান; রে বর্ব্বর দল,
জননী, ভগিনী, জায়া, তোসবার গৃহে
নাহি কিরে? ভেবে দেখ কোন জন যদি
মন্দ বলে তাঁ সবায়, কত লাগে প্রাণে?
রে পাষণ্ড ভণ্ডদল কপট আচারে
কেন মজাইস্ দেশ? পশারের স্পৃহা
এতই কি প্রিয় মনে? ধর্ম্মকর্ম্ম যত
তোদের তা বুঝি ভাল, শিখেছিস্ শুধু
গালি দিতে ভদ্রলোকে অভদ্র ভাষায়,
বাড়াতে পশার মাত্র। শিখেছিস্ আর
বিজ্ঞাপন দিতে বটে; এ বিদ্যার কাছে
সত্য হার মানে লোক। হা লজ্জা হা ধিক্
পত্নীর চিতার অগ্নি না হতে নির্ব্বান,

অথবা বংশের নাম রক্ষিবার ছলে
পতিব্রতা রমনীর ব্যথা দিয়া প্রাণে
বিভা করে যারা, তারা বালিকার দলে
চির ব্রহ্মচর্য্য ব্রত দেয় উপদেশ ?
ডুবেছে ত হিন্দুধর্ম্ম ; মিথ্যা, প্রবঞ্চনা,
কপটতা, ভাক্তধর্ম্ম, এই ত রে দেশে
ভ্রমিছে পিশাচপ্রায়। কেন তোরা আর
পূজিস্ তা' সবে বল্ ষোড়শোপচারে ?
কি আছে হিন্দুর আর গেছে ত রে সব,
নামমাত্র ধর্ম্ম শুধু, অকুল সাগরে
ভাসিতেছে অনুদিন। ভণ্ড বেশে তায়
কেন রে ডুবাস্ আর অতল সলিলে ?"
নীরব হইলা দেব। পঞ্চানন্দ, কলি,
অবাক্ উদ্‌ভ্রান্ত দোঁহে, বজ্রাহত যেন
রহিলা স্তম্ভিত হয়ে। মুহূর্ত্তেক পরে
বিকট হুঙ্কার ছাড়ি, লক্ষিয়া বিবেকে
তুলিলা ভীষণ গদা, কহি উচ্চৈস্বরে :—
"রে বিবেক বহুদিন প্রগল্‌ভতা তোর,
সহিয়াছি দিবানিশি ; কিন্তু আর নয়,
এই নে রে উপযুক্ত পুরস্কার তোর।"
এতেক কহিয়া দোঁহে বিবেকের শিরে
প্রহারিলা ভীম গদা। শতখণ্ড হ'য়ে

পড়িলা বিবেক মূর্ত্তি, অমনি ভূতলে।
ক্ষণমাত্র দেবদ্বয় বিহ্বলের প্রায়
রহিলা দাঁড়ায়ে সেথা। সহসা অদূরে
বাজিল সমর শঙ্খ, ধ্বনিল দামামা।
শ্রুতিমাত্র পুলকিত দুই দেবরথী
ছুটিলা উন্মত্তপ্রায় ব্রাহ্মদেশ পানে।

ইতি শ্রীমহাকবি ধূর্জ্জটিকৃতৌ একাদশ অবতারে
মহাকাব্যে বিবেকসংচূর্ণনং নাম একাদশঃ সর্গঃ।

দ্বাদশ সর্গ।

অবসান দিনমণি, পশ্চিম গগণে
শোভিছে ভানুর রশ্মি। জলধর শিরে
পড়েছে আরক্তছটা। চটুল চাতক
খেলিছে পুলকভরে। সন্ধ্যার তিমির
ধীরে ধীরে তরু, লতা, গৃহ, গিরি, বন,
আবৃত করিছে সব। বিহঙ্গম চয়
শত কণ্ঠে শত তানে কাঁপায়ে আকাশ,
ফিরিছে কুলায় পানে। গোষ্ঠ হ'তে গৃহে
ধাইতেছে গাভীকুল। উর্দ্ধে নীল নভ,
অসংখ্য তারকাদীপ ফুটিতেছে তায় ;
নিম্নে শ্যাম বসুমতী প্রফুল্ল কুসুমে
ধরিছে কতই শোভা। ভানুরশ্মিরাজী—
লুকাইছে ধীরে ধীরে, আসিছে যামিনী।
মাঘের দশম দিন অবসান এবে
সমাগত কাল সন্ধ্যা ; এগারই মাঘে
পোহালে রজনী কালি। ভাসে ব্রাহ্মদেশ,
আনন্দ সলিলে আজি ; মন্দিরের শিরে-

উড়িছে পতাকা কত ব্রহ্ম নামাঙ্কিত;
বাজিছে মঙ্গল-বাদ্য। এ আনন্দ দিনে
আসিয়াছে ব্রাহ্মগণ নানা স্থান হতে,
পুলকে পূর্ণিত সবে। কুসুমে পল্লবে
শোভিছে ব্রাহ্মের গৃহ; প্রতি গৃহ হ'তে
উঠিছে আনন্দধ্বনি, সঙ্গীতের রব;
কোথা বা আনন্দে শিশু খেলিছে অঙ্গনে
কুমুদ-প্রফুল্ল মুখ। মৃদু হাস্য কত,
কতই আনন্দোচ্ছ্বাস, কত জয়ধ্বনি,
উথলিছে ব্রাহ্মদেশে। পুলক সলিলে
ভাসে আজি নরনারী। আহা কোন গৃহে
জননী সুতেরে হেরি বহুদিন পরে
করিছেন আশীর্ব্বাদ। সখায় সখায়
বসিয়া বিরলে কোথা—চাপি করে কর
কহিছে কতই কথা। কোথাও বা হায়,
ভ্রাতায় ভ্রাতায় বসি কহে পরস্পরে
কত ক্লেশ, কত দুখ, কত নির্য্যাতন,
কত অনাহার, কত অকালমরণ—
ঘটিয়াছে বর্ষমাঝে। কোথা বা দম্পতী
নিরখিয়া পরস্পরে বহুদিন পরে
পুলকে সজল আঁখি; না পারে বলিতে
কি আনন্দ আজি প্রাণে; অনিমিষে শুধু

দেখে দোঁহে দোঁহাপানে ; না সরে বচন,
কেবল(ই) মধুর হাসি ফুটিছে অধরে।
হর্ষে মগ্ন ব্রাহ্মদল ;—জানেনা অন্তরে
কি ঘটিবে নিশাশেষে। ভবিষ্যৎ লিপি
বুঝে না অভাগাগণ ; নাহি বোধ মনে
শানাইয়া হংসপুচ্ছ পঞ্চানন্দ দেব
আসিছেন বধিবারে। রে পাপিষ্ঠ দল,
খেল্ তবে জন্মশোধ, স্মর্ ইষ্টদেবে,
ভোল্ এ সংসারমায়া। চেয়ে দেখ্ ওই—
আসিছে করাল নিশা গ্রাসিতে তোসবে।
গভীরা যামিনী ক্রমে নীরব অবনী
নিদ্রাগত প্রাণিবৃন্দ। স্তব্ধ ব্রাহ্মদেশ,
শব্দমাত্র নাহি কোথা। পাপ ব্রাহ্মদল,
সারাদিন পথে পথে সঙ্কীর্ত্তন করি,
শ্রান্ত ক্লান্ত কলেবর ; এবে শয্যা'পরে
ঘুমাইছে সংজ্ঞা হীন। এহেন সময়,
উদ্ধারিতে হিন্দুধর্ম্ম পঞ্চানন্দ দেব,
আক্রমিলা ব্রাহ্মরাজ্য। পূর্ব্বে মির্জ্জাপুর,
পশ্চিমেতে যোড়াসাঁকো দাঁড়াইল সেনা,
—উদয় অচল হ'তে অস্তাচলে যেন ;—
নিরুদ্ধ সূর্য্যের রথ, না বহে বাতাস,
স্তব্ধগ্রহ তারাচয়। পঙ্গপাল সম—

দলে দলে আর্য্যঋষি নানাদেশ হ'তে
এসেছেন যুদ্ধ আশে। হায় রে কপাল,
এত আর্য্যঋষি যদি ছিল বঙ্গদেশে
কেন রে বঙ্গের তবে হেন দশা আজ ?
ধন্য তুমি আর্য্যধর্ম্ম! ব্রাহ্ম অত্যাচারে
অনাথ মুমূর্ষু প্রায় ছিলে এতদিন,
আজ কি সৌভাগ্য তব। ওই দেখ চেয়ে
নিজে পঞ্চানন্দ দেব উদ্ধারিতে তোমা,
সঙ্গে লয়ে সিধু, নিধু, বেহ্মচয্য দেবে,
অবতীর্ণ নরলোকে। আর কেন ভয়,
পোহাল ত দুখনিশা ? নব রবি রূপে
হের ওই কলিরাজে হংসপুচ্ছ করে
সমুদিতে পূর্ব্বাচলে। পলাইছে তম,
লুকাইছে দুষ্ট শিবা ভণ্ড ব্রাহ্মগণ,—
ডাকিছে সুজন সাধু তাম্রচূড় যত,
তোমার সুখের দিন আসিছে আবার।
ঘিরিল ব্রাহ্মের দেশ দেব অনীকিনী ;
—অর্ব্বুদ নিযুত লক্ষ হাজার হাজার—
কেহ অশ্বে, কেহ রথে, কেহ বা গর্দ্দভে
কেহ নরশিরে, কেহ বলীবর্দ্দ যানে
উপনীত বীরগণ। কলিদেব সেনা
অসংখ্য অগণ্য হায়, কার সাধ্য পারে

গণন করিতে সব। কে পারে গণিতে
সিন্ধুতীরে বালিবৃন্দ; কে পারে গণিতে
নিদাঘঝটিকা শেষে শুষ্ক পর্ণরাশি?
সর্ব্ব অগ্রে সেনাপতি পঞ্চানন্দ দেব
কলিরাজ স্কন্ধে চড়ি। বিশাল উদরে
অপান, উদান, ব্যান, নিয়ন্ত্রিত সব
সারঙ্গআকৃতি তেঁই; ষড়্জ ধ্বনি মুখে।
অচিন্ত্য দেবের কীর্ত্তি। দেবের পশ্চাতে
বর্ব্বট, ষণ্ডাল আদি অন্য বীর যত,
করে পাঞ্চানন্দ অস্ত্র। বিজ্ঞান কৌশলে
সঙ্কুচিয়া অস্ত্রবরে করেছেন কেহ
শেলাকৃতি, শূলাকৃতি; ভীম গদারূপী
করেছেন কোন জন; তোমর, ভোমর
পরশু, পট্টিশ, কুণ্ড, জাঠা, জাঠি, অসি
আরও কত অস্ত্ররূপী। না জানি কেমনে
হায় রে বর্ণিবে কবি কি বীরভূষণে—
সেজেছেন বীরগণ; শোভে পৃষ্ঠদেশে
অক্ষয় তূণীরযুগ হংসপুচ্ছে ভরা,
বাম কক্ষে মসীভাণ্ড; দিব্য সারসনে
ঝুলিছে রজর ছুরি, কালানল সম
উগরিয়া জ্যোতিঃপুঞ্জ; কণ্ঠে, বক্ষে, শিরে,
অভেদ্য কবচ প্রায় ভূর্জ্জ পত্রাঙ্কিত

কত মহামন্ত্র লেখা। দোলে অংস'পরি
পেটেণ্ট বিদ্যুৎশিখা ঘন লড় বড়ি,—
হায় রে কেশরি পৃষ্ঠে কেশর যেমতি।
বাজিছে সমরবাদ্য ; তালে তালে তালে
নাচিছেন বীরগণ। নিজে কলিরাজ
দেব দেব পঞ্চানন্দে বহি পৃষ্ঠদেশে
নাচিছেন মহোল্লাসে। হায় রে যেমতি
নাচিল হিস্পেন রাজ্যে রোজিনাণ্টি (১) হয়
পৃষ্ঠে লয়ে শূরশ্রেষ্ঠ ডন্কিজোট (২) বীরে।
একে পঞ্চানন্দ দেব ভুবন বিজয়ী—
তাহে কলিরাজস্কন্ধে ; কে রক্ষিবে তবে
হতভাগ্য ব্রাহ্মে আর ? পবনাগ্নি দোঁহে
একত্রে মিলিলা যদি, শুষ্ক তৃণদলে
কে আর রক্ষিবে তবে ? বুঝিলাম সার
মরিল অভাগা ব্রাহ্ম এতদিন পরে।
ওরে রে দুর্ম্মতিগণ, হ'স্ ভণ্ডাচারী,—
হ'ক্ পাপ কলঙ্কিত জীবন তোদের,
তবুও আর্য্যের রক্ত তোদের শিরায়
হতেছে রে প্রবাহিত ; দেখ্ আজি চেয়ে,
ভাবিয়া তোদের দশা কত অশ্রুধারা
বহিছে সঘনে হায় কবির নয়নে।

---

(১) Rozinante. (২) Donquixote.

দাঁড়াইল সেনাদল কাতারে কাতারে
ব্রাহ্মদেশ লক্ষ্য করি। পঞ্চানন্দ দেব
রচিলা কুক্কুট ব্যূহ চক্ষুর নিমেষে।
দুই পক্ষে দুই বীর বর্ব্বট, ষণ্ডাল,
দাঁড়াইলা দুইজন। বেহ্মচয্য দেব
পক্ষপুটে ঢাকি তনু অতি সঙ্গোপনে
রহিলেন বক্ষস্থলে। নিজে শনৈশ্চর
সঙ্গে লয়ে সিধু, নিধু, রসরাজ বীরে
রহিলেন পুচ্ছদেশে। পঞ্চানন্দ দেব
তালজঙ্ঘে, খর্ব্বগ্রীবে দুই পার্শ্বে লয়ে
রহিলেন ব্যূহমুখে। রাজ পুরোহিত,
দাঁড়াইয়া শিরোদেশে শান্তিকুম্ভ জল
ছড়াইল চারিদিকে; পড়ি উচ্চৈস্বরে
রক্ষঘ্ন ব্রাহ্মঘ্ন মন্ত্র। পাপ ব্রাহ্মগণ
কাল নিদ্রাগত সবে, কিছুই জানে না
কি ঘটিছে চারিদিকে। নিদ্রাবেশে শুধু
দেখিছে দুস্বপ্ন কত; কাঁপিতেছে বুক্
শুকাইছে কণ্ঠতালু, উৎসাহে কখন
বসিছে শয্যায় উঠি শুইছে আবার।

তবে পঞ্চানন্দ দেব বীর কুলর্ষভ'
দাঁড়াইয়া ব্যূহমুখে লক্ষি ব্রাহ্মদেশ,
কহিলা গভীরস্বরে। "কোথায় এখন

কোথা রে দুর্ম্মতি ব্রাহ্ম, আয় একবার,
ধর্ অস্ত্র, কর্ রণ ; ইচ্ছা যদি হয়,
আন্ হংসপুচ্ছ, কিম্বা ধর্ শিখি পাখা ;
কোন যুদ্ধে সাধ বল্ ; ত্রিপদী, পয়ারে,
মসী যুদ্ধে—বাক্‌যুদ্ধে সদা মোরা রত ;
যাহা ইচ্ছা হয় কর্। বিলম্ব না সহে
দে রে রণ, দে রে রণ ; বড় সাধ মনে
লভিব অক্ষয় কীর্ত্তি বধিয়া তোসবে।
অথবা ঘুমাবি যদি ঘুমা জন্মশোধ ;
এই নিদ্রা, কালনিদ্রা হ'ক্ তোসবার।"
নীরবিলা শূরশ্রেষ্ঠ। এহেন সময়
সহসা পবন বলে মন্দিরের দ্বার
ঝঞ্ঝনিলা মহাবেগে। ত্রস্ত বীরগণ,
ভাবি বুঝি পাপ ব্রাহ্ম এল হানা দিতে ;
কাঁপিল হৃদয় কারু, মূর্চ্ছিলা বা কেহ,
চাহিল পশ্চাতে ফিরি কোন দেবরথী,—
সাপটিলা মসীভাণ্ড ব্রেহ্মচয্য দেব,
নিষ্কোষিলা মহাছুরী শনৈশ্চর বীর,
বিধূনিলা ভূর্জ্জপত্র রাজ পুরোহিত,
শশব্যস্ত বীরগণ। এস্ত দেব দেব
পঞ্চানন্দ, কহিলেন—"কোথারে বর্ব্বট,
আন্‌রে হংসের পুচ্ছ বধিব ব্রাহ্মেরে।"

নীরবিলা কোলাহল। পঞ্চানন্দ দেব,
হেলায়ে তর্জ্জনী তবে সেনাপতি দলে
আজ্ঞাদিলা যুঝিবারে। অমনি পলকে
শোভিল সৈনিক স্কন্ধে হংসপুচ্ছ রাজী
বিকট সঙ্গিন সম। দৈব অস্ত্রালোকে
ধবলিলা ব্রাহ্মদেশ। কাতারে কাতারে
ব্রহ্মমন্দিরের দ্বার লক্ষ্য করি তবে
ধাইলেন বীরগণ। কোন মহামতি
টানিলা কবাট ধরি; কাষ্ঠের কবাট
শব্দিয়া উঠিল ঘন। কোন বীর তায়
করিলেন পদাঘাত। ফুটাইল কেহ
তীষ্ণধার হংসপুচ্ছ মন্দির প্রাচীরে
বিগলিল চূণকাম। কোন সাধু বীর
রজর ছুরিকালয়ে মন্দিরের গায়
খোদিলা ব্রাহ্মের কুৎসা। কোন মহাবলী
মন্দিরঅঙ্গন হ'তে ক্রোটনের গাছ
উপাড়িলা ভীমবলে। কেহ দণ্ডিবারে
'রুচি উপাসক ব্রাহ্মে, রাজপথ হ'তে
'বেলফুল' 'বেলফুল' 'বেলফুল' বলি
হাঁকিলেন উচ্চৈস্বরে; কুহরিলা কেহ
গুঞ্জরিলা কোন জন। কোন আর্য্য সাধু
বড় ধর্ম্মনিষ্ঠ তেঁই, বুঝিয়া সুযোগ

প্রস্রাবিলা দ্বারদেশে, বিষ্ঠিলা বা কেহ।
দেবের সমরপ্রথা কে পারে বর্ণিতে?
মন্দিরের পার্শ্বদেশে জরাজীর্ণ তনু
আছিল প্রাচীর এক; লোনাধরা ইট—
ক্ষয়িত বরষা জলে। মহা রোষভরে
নিজে পঞ্চানন্দ দেব সে প্রাচীর গায়
করিলেন পদাঘাত। ঝর ঝর করি
খসিয়া পড়িল ইট; উল্লাসে অমনি
ছাড়িলা হুঙ্কার দেব, হায় রে যেমতি
মারুতি স্ফটিক স্তম্ভ ভাঙি পদাঘাতে।
এইরূপে বহুক্ষণ করিয়া সমর,
ক্লান্ত হ'লা বীরগণ। পঞ্চানন্দ তবে
কহিলেন সেনাদলে। "শুন বৎসগণ,
কি কায বিলম্বে আর? জানি আমি ভাল
অন্য অস্ত্রে পাপ ব্রাহ্ম না পাবে বিনাশ
ত্যজ পাঞ্চানন্দ অস্ত্র। ধর সাবধানে
অব্যর্থ এ অস্ত্রবরে। বেড়ি ব্রাহ্মদেশ,
আসার প্রসার পথ রোধ করি সব,
জীবনে সমাধি দাও পাপ ব্রাহ্ম দলে।"
এতেক কহিয়া দেব রোষে বিধূনিলা
পাঞ্চানন্দ মহাঅস্ত্র। অমনি ইঙ্গিতে
অগণ্য সৈনিকবৃন্দ যে যেখানে ছিল,

লক্ষ্য করি ব্রাহ্মদেশ নিক্ষেপিলা সবে
মহাবেগে অস্ত্রবরে। পূর্ণ ব্রাহ্মদেশ,
তিলমাত্র নাহি স্থান; জল, স্থল, নভ,
পূর্ণ,হলো দশদিক্। এহেন সময়
তীক্ষ্ণদৃষ্টি পঞ্চানন্দ দেখিলেন দূরে,
নগর প্রহরী যত রোঁধ হতে সবে
ফিরিছে পুলিস পানে। নিরখি অমনি
উপজিল মহাভয় দেবের অন্তরে
শুকাইল কণ্ঠতালু; ধমণী ভিতরে
বেগে রক্তস্রোত আসি হ'ল প্রবাহিত
অস্থির হইলা দেব। বীর সেনাদলে
কহিলা সম্বোধি তবে অতি মৃদুস্বরে।
"চেয়ে দেখ বীরগণ, নগর প্রহরী
আসিছে এদিকে ওই; আলেয়ার মত
জ্বলিছে লণ্ঠনে আলো; শুন কাণ পাতি
গর্জ্জিছে নাগ্‌রা জুতা ঘন মস্ মসি;
কাঁপিছে আমার প্রাণ। জানি আমি ভাল
ঝোলায় চাপার সুখ; না হয় সাহস
তিষ্ঠিতে এখানে তেঁই। কি কায বা হেথা?
মরিল ত ব্রাহ্মদল। বিনা রক্তপাতে
বধিনু এ পাপিগণে কে কোথায় তবে

মোদের সমান বীর? কোথা অষ্ট্রালিজ (১)
কোথা যেনা,(২) কোথা ক্যানি,(৩)কুরুক্ষেত্র কোথা
এ যুদ্ধের সমতুল? চল যাই তবে
চল আজ বন্ধুগণ, গাই সবে মিলি
এ মহাবিজয় গীত মাতি মহোৎসবে।
ভেবে দেখ বন্ধুগণ, ঠণ্ঠনিয়া মোড়ে
সুধাভাণ্ড লয়ে করে চিত্ররথ দেব
আছেন অপেক্ষা করি; বৃথা কেন তবে
দাঁড়ায়ে বিলম্ব হেথা?" এতেক কহিয়া
লম্ফ দিয়া শূরশ্রেষ্ঠ পড়িলা ভূতলে
ছুটিলা উন্মত্ত প্রায়। অন্য বীর যত
দেবের পশ্চাতে সবে জয়ধ্বনি করি,
ধাইলা উল্লাস ভরে ঠণ্ঠনিয়া পানে।
পোহাইল বিভাবরী; উদিল তপন,
জাগিল নগরবাসী। হেরিল বিস্ময়ে
নাহি ব্রাহ্মদেশ, নাহি ব্রহ্মের মন্দির,
শুধু পাঞ্চানন্দ অস্ত্র পর্ব্বত আকৃতি
পড়ে আছে একদিকে। রাজপথ মাঝে
অদ্ভুত সমরচিহ্ন আছে বিরাজিত,
কোথা সোমরস ভাণ্ড যায় গড়াগড়ি

(১) Austerlitz. (২) Jena. (৩) Cannae.

কোথা ছিন্ন হংসপুচ্ছ ; মসীপাত্র কোথা,
গোময়, গোমূত্র, রম্ভা, আতপ তণ্ডুল,
পড়ে আছে স্থানে স্থানে। সম্মার্জ্জনী করে
কোথা বা ম্যাথরগণ যজ্ঞশেষ লয়ে
বোঝাই করিছে গাড়ী। দেবের সমর
কে কোথা দেখেছে কবে ? নগরের লোক
বিস্মিত স্তম্ভিত সবে ; মানিল বিস্ময়।
হায় রে কালের গর্ভে সকল(ই) বিলীন
কোথায় হস্তিনাপুরী, ইন্দ্রপ্রস্থ কোথা,
অযোধ্যা অলকা আদি ? কোথা ব্রাহ্মদেশ
কোথা বা সে রণ-ক্ষেত্র ? যুগ শেষে আজ
লিখিলা ধূর্জ্জটি এই কলিকীর্ত্তিগীত—
"একাদশ অবতার"। ভবিষ্যৎকালে
পুরাতত্ত্ববিদ্ কেহ করিয়া সন্ধান,
প্রমাণিবে কাব্যকথা। পাইবে দেখিতে !
রয়েছে ধাপার মাঠে 'ফসিল্' আকৃতি
কত পাঞ্চানন্দ অস্ত্র ; কত ইতিহাস
লিখিবে এ মহাগীত অমর অক্ষরে।
ধ্বংস হ'ল ব্রাহ্ম বংশ ; ঘুচিল জঞ্জাল,
কলি কলি বল ভাই ; গ্রন্থ হ'ল শেষ,
'জয় জয় কলিদেব'। যে যেখানে আছ,
ঝুঁটো হিন্দু, সাঁচা হিন্দু, গাও সবে মিলে

কলিদেব কীর্ত্তিগীত ; অদ্ভুত আখ্যান,
লিখিলা ধূর্জ্জটিদেব শুনে পুণ্যবান ॥

ইতি শ্রীমহাকবি ধূর্জ্জটি কৃতৌ একাদশ অবতারে মহাকাব্যে বধো নাম দ্বাদশঃ সর্গঃ।

সম্পূর্ণোঽয়ং গ্রন্থঃ।